গোবিন্দ দাসের করচা।

বর্দ্ধমানে কাঞ্চন নগরে মোর ধাম।
শ্যামাদাস পিতৃ নাম গোবিন্দ মোর নাম ॥
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার ॥
আমার নারীর নাম শশিমুখী হয়।
একদিন ঝকড়া করি মোরে কটু কয় ॥
নির্গুণে মূরখ বলি গালি দিলা মোরে ॥
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে ॥
চৌদ্দশ ত্রিশ শাকে বাহিরেতে যাই।
অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই ॥
ক্রমে পহুছিনু আমি কাটোয়ার ধাম।
সেথা আসি শুনিলাম শ্রীচৈতন্যের নাম ॥
সকলেই চৈতন্যেরে বাখানিয়া বলে।
তাহা শুনি ছুটিলাম দর্শনের ছলে ॥

সবদিন চলিয়া আইনু মাঠে মাঠে।
প্রাতে গঙ্গা পেরিয়ে আইনু নদের ঘাটে॥
নদীয়ার নীচে গঙ্গা নাম মিশ্রঘাট।
আনন্দ বাড়িল হেরে নদীয়ার পাট॥
ডাহিনে বাগ্দেবী নদী কুলু কুলু স্বরে।
সকলের আনন্দ লাগিয়া গান করে॥
শ্রীবাস অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় তাহার নিয়ড়ে॥
বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গা চূরা প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥
ঘাটে বসি কত খানা ভাবিতেছি মনে।
হেন কালে শ্রীচৈতন্য আইলেন স্নানে॥
কটিতে গামছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন।
সঙ্গে এক অবধৌত প্রফুল্ল বদন॥
তিন চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাচিতে।
স্নানে নামিলেন প্রভু গঙ্গার গর্ভেতে॥
অবধৌত তীর পাড়ু হৈতে ঝাঁপ দিলা।
সাঁতারিয়া জল কেলি করিতে লাগিলা॥
শ্রীবাস ঠাকুর পিছু পিছু দামোদর।
সিদ্ধ হরিদাস আর বামে গদাধর॥
অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই।
এমন তেজস্বী মুহি কভু দেখি নাই॥

পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ী পড়িয়াছে তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া॥
হরিধ্বনি সহ বুড়া করয়ে চীৎকার।
অবধৌত সাঁতারিয়া করে পারা বার॥
একে একে গঙ্গা গর্ভে সবে ঝাঁপ দিলা।
সন্তরিয়া সবে নানা কেলি আরম্ভিলা॥
✓আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু।
রূপের ছটায় মুহি মোহিত হইনু॥
স্নান করি গোরা চাঁদ উঠিলা ডাঙ্গায়।
কুটিল কুন্তল রাশি পৃষ্ঠেতে লোটায়॥
শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
নীলপদ্ম দল সম সুদীর্ঘ নয়ন॥
সুন্দর কপোল যুগ প্রশস্ত ললাট।
সহজে চলিলে দেখায় নাটুয়ার নাট॥✓
রাম রম্ভা জিনি শোভে মনোহর উরু।
তুলি দিয়ে আঁকা যেন দুটী চারু ভুরু॥
আলতা রঞ্জিত যেন যুগল চরণ।
নিরখিলে মুগ্ধ হয় মুনির নয়ন॥
প্রেমময় তনুখানি মুখে হরিবোল।
যারে পান দয়া ক'রে তারে দেন কোল॥
হরি বলি অশ্রু পাত করে মোর গোরা।
পিচকরী ধারা সম বহে অশ্রু ধারা॥

চলিতে লাগিলা তবে মোর গোরা রায়।
অবধৌত নিত্যানন্দ পিছু পিছু ধায়॥
একই জেলের মুখে পরিচয় পেয়ে।
একে একে সকলেরে লইনু চিনিয়ে॥
এইরূপে জলকেলি পেখিয়া নয়নে।
ভাবসিন্ধু উছলি উঠিলা মোর মনে॥
লোকে বলে শচীগৃহে ঈশ্বর আইলা।
তাই দরশনে চিত্ত আকুল হইলা॥
গৃহবিচ্ছেদের ছলা হৈল ভাগ্য ক্রমে।
তাই আইলাম শীঘ্র নবদ্বীপ ধামে॥
ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে।
কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে॥
কদম্বকুসুম সম অঙ্গে কাঁটা দিল।
থর থরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥
ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন।
ইচ্ছা অশ্রুজলে মুহি পাখালি চরণ॥
চাচর চিকুর পৃষ্ঠে হসিত বদন।
আসিতে লাগিলা প্রভু সঙ্গে করি গণ॥
মোর ভাগ্যক্রমে প্রভু হেরিয়া আমারে।
আড়ে আড়ে চাহিতে লাগিলা বারে বারে॥
তার পর গুড়ি গুড়ি আইলা যখন।
চরণ ধরিয়া ভূমে পড়িনু তখন॥

চরণের তলে মুহি গড়া গড়ি যাই।
হাত ধরি বসাইলা দয়াল নিমাই ॥
জোড় হাতে মুহি কাঁদি সম্মুখে বসিয়া।
দুই চারি বাত পুছে হাসিয়া হাসিয়া ॥
হাসিতে অমিয় ধারা পড়ে অবিরত।
অঙ্গের সৌরভে চিত্ত হইলা মোহিত ॥
হরিনামে সদা মত্ত অতি ক্ষীণ কায়।
পদতলে কত ভক্ত গড়াগড়ি যায় ॥
সে যে কিবা ভাব তাহা বলিব কেমনে।
কোটি কোটি দেব আসি লুঠায় চরণে ॥
যদ্যপি দাণ্ডায় প্রভু অন্ধকার ঘরে।
শরীরের আভায় আঁধার নাশ করে ॥
অমৃত ধারায় বুঝি চাঁদেরে ছানিয়া।
কোন্ বিধি নিরজনে গড়েছে বসিয়া ॥
যেই জন এইরূপ নিরখে নয়নে।
বিষয়বৈরাগ্য ঘোরে তাহার পেছনে ॥
হাসি হাসি মোর সনে করি আলাপন।
নাম জিজ্ঞাসিলা প্রভু করিয়া যতন ॥
প্রভু বলে কোন জাতি কিবা তব নাম।
কিসের ব্যবসা কর কোথা তব ধাম ॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী হাত জোড় করি।
কহিতে লাগিনু কথা আপনা পাশরি ॥

এত কৃপা কেন মোরে অহে দয়াময়।
অধমের নামটি গোবিন্দ দাস হয়॥
ছিলাম গৃহস্থ গৃহে নানা কর্ম্ম করি।
এবে কিন্তু হইয়াছি পথের ভিকারী॥
বিষয় ছাড়িয়া এনু প্রভুদরশনে।
এবে স্থান দেহ প্রভো ও রাঙ্গা চরণে॥
বর্দ্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামাদাস কর্ম্মকার জনকের নাম॥
এই বাত শুনি প্রভু বলিলা আমারে।
থাকরে গোবিন্দ তুমি আমার আগারে॥
আমার গৃহেতে তব হইবে পালন।
প্রত্যহ করিবে সুখে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রতিদিন সুখে পাবে কৃষ্ণের প্রসাদ।
একেবারে পূরিবে মনের সব সাধ॥
সেবার কর্ম্মেতে তুমি নিয়ত থাকিবে।
গঙ্গাজল তুলসী আনিয়া যোগাইবে॥
প্রসাদ পাইবে নিত্য উদর পূরিয়া।
রসা শাক সুকুতা মোচার ঘণ্ট দিয়া॥
এত বলি সঙ্গে প্রভু চাহে লইবারে।
অমনি চলিনু মুহি প্রভুর সংসারে॥
গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচ খানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥

নগরের দক্ষিণ সীমায় প্রভুর বাস।
হরিনামে মত্ত প্রভু সদাই উল্লাস ॥
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল সাগর ॥
যে সকল ভক্ত সদা থাকে প্রভুর কাছে।
একে একে সকলের নাম করি পাছে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর স্বরূপ শ্রীবাস।
আচার্য্যের দুই পুত্র অচ্যুত কৃষ্ণদাস ॥
মুকুন্দ মুরারিগুপ্ত আর গদাধর।
নরহরি বিদ্যানিধি শেখর শ্রীধর ॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত আরো দুই চারি জন।
যাহাদের সঙ্গে হয় গোপনে ভজন ॥
অবধৌত নিত্যানন্দ পাগলের মত।
গড়াগড়ি দিয়া অশ্রু ফেলে অবিরত ॥
শান্তমূর্ত্তি শচী দেবী অতি খর্ব্ব কায়।
নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায় ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী।
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী ॥
লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ।
মুহি হইলাম গিয়া চরণের দাস ॥
এইরূপে শচীগৃহে দাস হয়ে থাকি।
না বলিতে সব কর্ম্ম সমাপিয়া রাখি ॥

ভোজনেতে পটু মুহি আনন্দেতে খাই।
করিয়া প্রভুর কার্য্য সঙ্গেতে বেড়াই ॥
প্রতিদিন ভোগ হয় বিষ্ণুর মন্দিরে।
কত ফল মূল ছানা ননি সর ক্ষীরে ॥
শাক সূপ দধি সূক্তা মোদক পায়স।
বড়া লাড্ডু মিষ্টকাদি খাইতে সুরস ॥
প্রতিদিন শচীমাতা করেন রন্ধন।
আনন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন ॥
পেটুকের শিরোমণি মুই হই দাস।
দয়াল প্রভুর পত্রে খাই বার মাস ॥
কি বলিব প্রসাদের নাহিক তুলনা।
অমৃত সমান হয় যার এক কণা ॥
এইরূপে রহিলাম প্রভুর আগারে।
চৈতন্যের দাস বলি সবে কৃপা করে ॥
আমার প্রভুর প্রভু চৈতন্য গোঁসাই।
যখন যেখানে যান সঙ্গে সঙ্গে যাই ॥
কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়
শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয় ॥
যদি কেহ "রাধে" বলি উচ্চ শব্দ করে।
অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর ঝরে ॥
প্রাণকৃষ্ণ বলি যদি দৈব কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়া আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥

এক দিন সন্ধ্যাকালে শ্রীবাসঅঙ্গনে।
বসিয়া আছেন প্রভু লয়ে ভক্তগণে॥
এমন সময়ে মোর অবধৌত রায়।
পুনঃ পুনঃ যমুনা বলিয়া ফুকরায়॥
এইত রাসের স্থলী যমুনার ঘাট।
কাঁহা শত শত গোপী কাঁহা সেই নাট॥
নিতায়ের কথা শুনি প্রভু বেগভরে।
ধেয়ে গিয়া ঝাঁপ দিলা বল্লাল সাগরে॥
রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সন্তরণ।
পাড়ে দাণ্ডাইয়া দেখে যত ভক্তগণ॥
এইরূপে অনুরাগ বাড়ে দিন দিন।
প্রেমভরে হইতে লাগিলা তনু ক্ষীণ॥
দয়াল চৈতন্য এতে তুষ্ট না হইয়া।
বলে জীবে শিক্ষা দিব সন্ন্যাস করিয়া॥
দন্তে তৃণ করিয়া ফিরিব সব গ্রাম।
সর্ব্ব জীবে উদ্ধারিব দিয়া হরিনাম॥
সংসার তেয়াগি যাব কাটোয়া নগরে।
কেশব ভারতী গুরু উদ্ধারিবে মোরে॥
নাহি রব ঘরে মুহি সন্ন্যাস করিব।
নতুবা কিরূপে সব জীব নিস্তারিব॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা সন্ন্যাস করিতে।
বড় বেগ লাগিল শুনিয়া মোর চিতে॥

অবধোতে ডাকি প্রভু বলিলা বচন।
সন্ন্যাস করিব মুহি না কর বারণ॥
পুণ্যকাল মাঘ মাস উত্তর অয়নে।
সন্ন্যাস লইব কথা রেখো সঙ্গোপনে॥
মুকুন্দ আর গদাধরে বোলো এ বচন।
না করিও যথা তথা এ কথা কীর্ত্তন॥
জননীর কাছে কথা ইঙ্গিতে বলিবে।
ভক্ত মণ্ডলীর মাঝে নাহি প্রচারিবে॥
মুহি সঙ্গী দাস সব শুনিনু শ্রবণে।
হৃদয় ফাটিয়া যেন হৈলা দুই খানে॥
মরি মরি এহি দুঃখ সহনে না যায়।
সন্ন্যাস করিবে মোর প্রভু গোরা রায়॥
সন্ন্যাস করিতে গোরা করিবে পয়ান।
হৃদয় ফাটিয়া মোর হোক শত খান॥
তৃণ হতেও লঘু মুহি মোরে কিবা কাজ।
তথাপি আমার মুণ্ডে পড়ু শত বাজ॥
প্রভুর বিরহ বেথা কেমনে সহিব।
কেমনে চৈতন্য বিনা কাল কাটাইব॥
তার পরে প্রভুপাদ স্বয়ং উঠিয়া।
মুকুন্দের কাছে প্রভু গেলেন চলিয়া॥
সঙ্গে সঙ্গে যাই আমি কাঁদিতে কাঁদিতে।
নয়নের জলে পথ না পাই দেখিতে॥

মুকুন্দেরে ডাক দিয়া বলিলা বচন।
দণ্ড কমণ্ডলু আমি করিব গ্রহণ॥
শিখা সূত্র ত্যাগ করি সন্ন্যাস লইব।
তাহা না করিলে কিসে জীব উদ্ধারিব॥
এহি বাক্য শুনিয়া মুকুন্দ মহাশয়।
অশ্রু স্রোতে ভাসাইলা বিশাল হৃদয়॥
আছাড় খাইয়া তবে মুকুন্দ পড়িল।
হাতে ধরি উঠাইয়া প্রভু বসাইল॥
প্রাণ যায় কি শুনালে ওহে দয়াময়।
কথা শুনে অভাগার ফাটিছে হৃদয়॥
আর কিছু দিন হরিনাম বিতরিয়া।
সন্ন্যাস করিও প্রভো সংসার তেজিয়া॥
এত শুনি প্রভু গদাধরের নিকটে।
ধেয়ে গিয়া সব কথা কন অকপটে॥
শুনি বাণী গদাধর ফুকারি উঠিল।
আকাশ ভাঙ্গিয়া তার মাথায় পড়িল॥
লট পটি গদাধর ভূমে গড়ি যায়।
রক্তবর্ণ দেহ হইলা শোণিত ধারায়॥
কি শুনালে উঠে বসি বলে গদাধর।
তোমার·····················অন্তর॥
মোরে বলে আন বিষ শীঘ্র মুহি পিব।
প্রভুর বিয়োগ উহু কেমনে সহিব॥

কোটি বৃশ্চিকেতে যদি দংশন করয়।
ইহা হৈতে সে যাতনা অতি তুচ্ছ হয় ॥
প্রাণের নিমাই যদি হয় সর্ব্বত্যাগী।
সঙ্গে সঙ্গে যাব মুহি হয়ে অনুরাগী ॥
মুরারি প্রভৃতি ভক্ত শুনিলে এ কথা।
জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িবে যথা তথা ॥
চৈতন্য ছাড়িলে দেহে কিবা আর কাজ।
এই দণ্ডে আমাদের মুণ্ডে পড়ু বাজ ॥
অনন্তর গদাধর পাকাড়ি চরণ।
কহিতে লাগিলা অশ্রু করি বরষণ ॥
তোমার জননী যবে এ কথা শুনিবে।
কেমনে তখন দেহে পরাণ ধরিবে ॥
তার পরে এই কথা শুনি কাণা কাণি।
বৈষ্ণবগণের আহা উড়িল পরাণী ॥
কেহ বলে কোটি বিছা দংশন করিছে।
কেহ বলে প্রাণ মোর আগুনে পুড়ি ছে ॥
কেহ ছিন্ন বৃক্ষ সম পড়ে দাণ্ডাই ।
দাঁতি লেগে কেহ কেহ পড়িল ঢলিয়া ॥
এই সব শুনিয়া আমার বিশ্বম্ভর।
সকলেরে বুঝাইতে লাগিল বিস্তর।
বৈষ্ণবগণের কাছে প্রভু ধেয়ে গিয়া।
সকলেরে মিষ্ট ভাষে দিলেন বুঝিয়া ॥

তার পরে শচী দেবী এই বাক্য শুনি।
পড়িলা অজ্ঞান হোয়ে পরমাদ গণি ॥
হৃদয় চাপড়ি শচী কান্দে উচ্চস্বরে।
অশ্রুধারা পড়ে তাঁর হৃদয় উপরে ॥
হায় রে নিমাই তুই কোথা যাবি বাপ।
পশু পক্ষী কান্দে তাঁর শুনিয়া বিলাপ ॥
তার পরে অবধৌত প্রভুর প্রাঙ্গণে।
প্রবেশিয়া ঐ কথা কন শচী সনে ॥
বজ্র সম বাক্য শচীর হৃদয়ে বিন্ধিল।
অমনি আছাড়ে শচী ভূতলে পড়িল ॥
হৃদয়ে চাপড় মারি কান্দে উভরায়।
পঙ্কিল হইল ধরা অশ্রুর ধারায় ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ঐ কথা কানাকানি শুনি।
মাথে হাত দিয়া সতী বসিলা অমনি ॥
অশ্রুপড়ে ঝর ঝর হৃদয় বাহিয়া।
উঠিলেক শোকসিন্ধু যেন উথলিয়া ॥
তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ গোরা না করিয়া।
শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥
এখানে শ্রীবাস গৃহে মহা সঙ্কীর্ত্তন।
করিতে লাগিলা প্রভু হয়ে অচেতন ॥
কীর্ত্তনে মাতিয়া গোরা নাচিতে লাগিল।
অমনি বসন তাঁর খসিয়া পড়িল ॥

কদম্ব কুসুম সম হইল শরীর।
অজ্ঞান হইয়া নাচে মোর ধর্ম্ম বীর॥
শোণিতের ধারা বহে লোমকূপ দিয়া।
ক্ষত হইয়াছে অঙ্গ আছাড় খাইয়া॥
নাচিতে নাচিতে বলে ঐ বনমালী।
ভক্তগণ সঙ্গে নাচে দিয়া করতালী॥
পৌষমাস সংক্রান্তি সন্ধ্যার সময়ে।
ফিরিয়া আইলা প্রভু আপন আলয়ে॥
যাতায়াত করিতে লাগিলা বহু লোক।
উথলিয়া পড়ে তন্থু শচীমার শোক॥
মিষ্ট বাক্যে জননীকে বুঝায়ে তখন।
রন্ধন আলয়ে গিয়া দিলা দরশন॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশা অতীত হইলা।
ভোজন করিয়া প্রভু শয়ন করিলা॥
মুহি গিয়া নিজ স্থানে করিনু শয়ন।
প্রভুর আদেশে কিন্তু করি জাগরণ।
রজনীর শেষভাগে প্রভু দয়াময়
হঠাৎ বাহিরে আসি মোরে ডাকি কয়॥
বলে থাক প্রস্তুত হইয়া এই খানে।
বিদায় লইয়া আসি মায়ের চরণে॥
এত বলি অন্তঃপুরে গেলেন চলিয়া।
পুনঃ আসি বাহিরিলা আমারে ডাকিয়া॥

ব্যগ্র হয়ে বলে মোরে চল মোর সনে।
কাটোয়া নগরে যাই কাটিতে বন্ধনে॥
এই বাক্য যথা তথা না বলিবে তুমি।
সন্ন্যাস করিয়া জীব উদ্ধারিব আমি॥
স্বার্থপর দুরাচার মদ্য মাংস খায়।
কলির জীবের বল কি হবে উপায়॥
শিশ্নোদর-পরায়ণ নিষ্ঠা-বিবর্জিত।
অর্থের লাগিয়া মিথ্যা কহে অবিরত॥
যোনিকীট রমণীর মুখলালা খায়।
ভক্তি অমৃতের ধারা নিছিয়া ফেলায়॥
বেশ্যার অন্নেতে রুচি বেশ্যা অনুগত।
কনক কামিনী কলা কাম কেলি রত॥
একারণ মুঁহি শিখা সূত্র তেয়াগিয়া॥
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়া॥
হরিনাম মহা মন্ত্র দীক্ষা নাহি যার।
সেই নাম পথে ঘাটে করিব প্রচার॥
চণ্ডাল যুবক গৃহী বালবৃদ্ধ নারী।
নামে মত্ত হয়ে দাণ্ডাইবে সারি সারি॥
বালকে বলিবে হরি বালিকা বলিবে।
পাষণ্ড অঘোরপন্থী নামে মত্ত হবে॥
আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে।
রাজা প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি দিবে॥

সন্ন্যাস করিয়া যদি না লই কৌপীন।
তবে কিসে উদ্ধারিব পাপী তাপী দীন॥
কলির জীবের দশা মলিন দেখিয়া।
থাকিতে পারিনে আর কাঁপে মোর হিয়া॥
করঙ্গ কৌপীন লয়ে সন্ন্যাস করিব।
রাধা কৃষ্ণ নাম দিয়া সবে উদ্ধারিব॥
যারা বড় পাপী তাপী তাদের লাগিয়া।
সদা মোর চিত্ত কান্দে আকুল হইয়া॥
মোর সহ এরূপে করেন আলাপন।
হেন কালে শচী দেবী দিলা দরশন॥
আথিবিথি শচী দেবী বাহিরে আসিয়া।
সম্মুখে দাণ্ডাল মাতা হস্ত প্রসারিয়া॥
তার পরে জননীর ধরিয়া চরণ।
বিদায় লইয়া প্রভু করিলা গমন॥
কান্দিতে লাগিলা মাতা দ্বারে দাঁড়াইয়া।
পশ্চাতে চলিনু মুহি খড়ম লইয়া॥
কাঠের পুতলী সম শচী দাণ্ডাইল।
ঝর ঝর অশ্রু বারি পড়িতে লাগিলা॥
তার পরে দ্বার হইতে হইয়া বাহির।
গঙ্গা পার হয়ে তবে চলে ধর্ম্ম বীর॥
পার হয়ে প্রভু চলে কণ্টক নগরে।
পেছনে পেছনে যাই সেবা করিবারে॥

যে সব আশ্চর্য্য লীলা পাই দেখিবারে।
করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে ॥
সন্ধ্যাকালে পৌছিনু কণ্টক নগরে।
কাংস্য শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি হয় ঘরে ঘরে ॥
তার পর রাত্রি যোগে মুকুন্দ শেখর।
অবধৌত ব্রহ্মানন্দ আর গদাধর ॥
গুরুদেব গঙ্গাদাস গাথক শিবাই।
একে একে দেখা দিতে লাগিল সবাই ॥
নিশীথ সময়ে তবে হরি বলি গোরা।
নাচিতে লাগিলা প্রেমে হইয়া বিভোরা ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আসি দরশন দিল।
কৃষ্ণভক্তি দেখে সবে আশ্চর্য্য হইল ॥
ফুল ফেলি মারে কেহ কেহ দেয় মালা।
প্রভুর রূপেতে চারি দিক কৈলা আলা ॥
কোটি মদন সেরূপের নহেক তুলনা।
ডমরুর মধ্য জিনি কটির বলনা ॥
বিশাল নয়নে যেই দিকে যবে চায়।
সেই দিকে নীলপদ্ম বরষিয়া যায় ॥
আজানুলম্বিত বাহু অতিদীর্ঘ কায়।
দন্তে তৃণ করি গোরা দাস্য ভক্তি চায় ॥
এইরূপে নৃত্য গীতে রাত্রি পোহাইল।
বহু লোক দেখি গোরা কহিতে লাগিল ॥

মোর বাক্য মন দিয়া শুন সবে ভাই।
কৃষ্ণে আর কৃষ্ণনামে কিছু ভেদ নাই ॥
ভজ কৃষ্ণ ভাব কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণনাম।
নাম বলে তোমরা ভাই যাবে নিত্য ধাম ॥
এ সকল যাহা দেখ সব মিথ্যা হয়।
প্রকৃতির ছায়া মাত্র বেদে ইহা কয় ॥
সাধের প্রতিমা তব থাকিবে পড়িয়া।
যবে যম আসি গলা ধরিবে টিপিয়া ॥
পালঙ্কে আর ভূমি শয্যায় নাহি কোন ভেদ।
ভেদ বুদ্ধি করে যারা তারা পায় খেদ ॥
বিষয় পাইয়া যেই করে অহঙ্কার।
নরকের কীট সেই শাস্ত্রের বিচার ॥
রাজায় দরিদ্রে ভেদ কিছুমাত্র নাই।
ভেদ বুদ্ধি অজ্ঞানতা ক'রে দেয় ভাই ॥
এক মুষ্টি অন্নে পূরে রাজার উদর।
তাতেই দরিদ্র হয় সন্তুষ্ট অন্তর ॥
ভূতলে শুইয়া নিঃস্ব সুখে নিদ্রা যায়
রাজার নাহিক নিদ্রা অমূল্য শয্যায় ॥
রাজা নাহি খায় সোণা হীরা পান্না মতি।
ধনমদে নাহি ভাবে অখিলের পতি ॥
মৃত্যুকালে যেইরূপে দরিদ্র মরিবে।
সেইরূপে ভূস্বামী যমের ঘরে যাবে ॥

রাজার নয়নে মায়া ঠুলি আছে বাঁধা।
ঘানীর বলদ সম সর্ব্বদা সে আঁধা ॥
এক স্থানে ঘুরে মরে ঘানীর বলদ।
কোটি বৎসরেও তার না ফুরায় পথ ॥
আত্মারাম উড়ে গেলে থাকিবে দেহ জড়।
ভাঙা পিজিরার ন্যায় করিবে নড় বড় ॥
আদরের দেহ যাবে পচিয়া সড়িয়া।
শৃগাল কুকুরে খাবে উদর পূরিয়া ॥
অহঙ্কারে মত্ত জীব সংসারে মজিয়া।
বিষয় বিষয় করি মরে গুমরিয়া ॥
কন্যা পুত্র অট্টালিকা পোকুর উদ্যান।
কামিনী কনক আদি পাইয়া অজ্ঞান ॥
কেবা কার কন্যা পুত্র কেবা কার পতি।
সব জড় ভাব ছাড়ি কর কৃষ্ণে মতি ॥
পুত্র মিথ্যা কন্যা মিথ্যা মিথ্যা ধন ধান্য।
এক মাত্র সত্য বস্তু হয় সে চৈতন্য ॥
পচা গৃহস্থের কথা কব কত আর।
পুত্র কন্যা বিভবে মজিয়া জর জর ॥
বিষয় বাড়িলে করে কতই মন্ত্রণা।
বিটকীট সম পায় বিস্তর যাতনা ॥
সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝল মল।
সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল ॥

চর্ম্ম চক্ষে দেখে মূর্খ বিষয়ে আসক্ত।
দিব্য জ্ঞান চক্ষে দেখে নিত্য মুক্ত ভক্ত ॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে।
কেমনে সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব পাইবে দেখিতে ॥
প্রেম প্রেম করে সবে প্রেম জানে কেবা।
প্রেমের কি তত্ত্ব হয় রমণীর সেবা ॥
অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে।
তখন প্রেমের তত্ত্ব অবশ্য স্ফুরিবে ॥
অপত্য লাগিয়া আর্ত্তি যদি প্রেম হয়।
তা হইলে প্রেমতত্ত্ব কিছুই ত নয় ॥
ঈশ্বরের লাগি আর্ত্তি হয় যদি মনে।
নিশ্চয় তাহারে প্রেম কহে মহাজনে ॥
বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব শুন মন দিয়া।
যার অল্প হিল্লোলে জুড়ায় দগ্ধ হিয়া ॥
যুবতীর আর্ত্তি যথা যুবক দেখিয়া।
সেইরূপ আর্ত্তি আর না দেখি ভাবিয়া ॥
একারণ ভক্তগণ ভজে যদুপতি।
পত্নীভাবে তাঁর প্রতি স্থির করি মতি ॥
আত্মারামের জন্য যার আর্ত্তি হয়।
তার কি মনের মধ্যে কামভাব রয় ॥
আলোর নিয়ড়ে যথা তম নাহি রয়।
কৃষ্ণের সমীপে তথা কাম ভস্ম হয় ॥

কেবল প্রেমের আর্ত্তি থাকে বিদ্যমান।
এইত বলিয়া দিনু প্রেমের সন্ধান ॥
এখন প্রেমের লাগি কর হানা পানা।
কৃতার্থ হইবে যাবে সংসার যাতনা ॥
কলহ বিবাদ দ্বেষ মিথ্যার কারণে।
সংসার নরক হয় ভেবে ছাখ মনে ॥
অর্থের লাগিয়া গৃহী কহে মিথ্যা কথা।
প্রবঞ্চনা নরহত্যা করে যথা তথা ॥
পচা গৃহস্থের কথা কব কত আর।
পুত্রকন্যা বিষয় বিভবে জর জর ॥
তুমি কার কে তোমার নাহি ভাব মনে।
জড়পিণ্ড দেহ লাগি ব্যস্ত উপার্জ্জনে ॥
নিশ্চয় হইবে মৃত্যু তাহে দৃষ্টি নাই।
চিরকাল বাঁচিব কেবল ভাব তাই ॥
তন্ন তন্ন করি কত শাস্ত্র বা পড়িলে।
কিন্তু গণ্ডমূর্খ সবে পড়িয়া হইলে ॥
যত বিদ্যা যত বুদ্ধি তত স্বার্থপর।
যত পড় তত হয় মলিন অন্তর ॥
মুখে বল মাতৃবৎ পরের রমণী।
নির্জ্জনে পাইলে কামে মুগ্ধ অমনি ॥
কাম ক্রোধ রিপু হয় পরের বেলায়।
নিজের বেলায় কিন্তু বন্ধু তারা হয় ॥

এসকল নরকের অসীম যাতনা।
একবার হৃদয়েতে ভেবেও ভাবনা ॥
যদবধি ঈশ্বরেতে ভক্তি না হইবে।
তদবধি এইরূপে নরকে থাকিবে ॥
সামান্য অর্থের স্বার্থ পার তেয়াগিতে।
কিন্তু কোটি মুদ্রা তোমায় পারে ভুলাইতে ॥
কলির জীবের সার এক হরিনাম।
সেই নাম লয়ে চলে যাও নিত্যধাম ॥
পুলকের সহ সদা বল হরিবোল।
কলির বাজারে কেন কর গণ্ডগোল ॥
অট্টালিকা কুটীরেতে কিবা ভেদ আছে ॥
জিজ্ঞাসিয়া দেখ ভাই পণ্ডিতের কাছে ॥
যেমন প্রাসাদে রাজা পালঙ্কে ঘুমায়।
সেইরূপ দরিদ্র কুটীরে নিদ্রা যায় ॥
জলপান করে রাজা সোনার পাত্রেতে।
কুঁড়েবাসী জলপিয়ে মাটীর ভাঁড়েতে ॥
উভয়ের লক্ষ্য এক পিপাসার শান্তি।
রাজার সোনার পাত্র কেবল মাত্র ভ্রান্তি ॥
মুকুতার ডাল ভাজা রত্নের তরকারী।
ভূপতি কি খান হীরার অন্নপাক করি ॥
অহঙ্কারে মত্ত রাজা দেখিতে না পায়।
পুনঃ পুনঃ এইভাবে আসে আর যায় ॥

এইরূপে শিক্ষা দেয় চৈতন্য গোঁসাই।
বহু বহু জনতা হইল এক ঠাঁই ॥
বিল্ববৃক্ষতলে বসি কণ্টক নগরে।
নানা উপদেশ দিলা অতি উচ্চস্বরে ॥
শ্রীমুখের বাণী হয় বেদান্তের সার।
যা শুনিলে জীবগণের বিমুক্ত সংসার ॥
এইরূপে দিন রাত্রি অতীত হইলা।
পরদিন প্রাতে প্রভু সিনান করিলা ॥
আঁচলে নয়ন চাপি কাঁদে নারীগণ।
ঝর ঝর অশ্রুধারা করে বরিষণ ॥
কেহ বলে রূপের বালাই নিয়ে মরি।
কেমনে ইহার মাতা রবে প্রাণ ধরি ॥
কোটি মদনের গর্ব্ব খর্ব্ব এইখানে।
এমন কেশের শোভা দেখিনি নয়নে ॥
চিবুকের কিবা শোভা অতি নিরমল।
নীল পদ্ম জিনি শোভে নয়ন কমল ॥
এমন আশ্চর্য্যরূপ কভু দেখি নাই।
কেমনে কৌপীন দণ্ড ধরিবে নিমাই ॥
পাষাণে গঠিত হয় কেশব ঠাকুর।
কেমনে মুড়াবে কেশ বড়ই নিঠুর ॥
আহা মরি কিবা শোভে কণ্ঠে বনমালা।
মুখ শোভা চারিদিক্ করিয়াছে আলা ॥

নারীগণ এইরূপে কত কথা বলে।
হেনকালে প্রভু মোরে ডাকিলা কৌশলে ॥
প্রভু বলে দ্রব্যজাত আনহ ত্বরিতে।
মুণ্ডন করিব কেশ সন্ন্যাস করিতে ॥
আর না রহিব ঘরে বন্ধন দশায়।
নরক যন্ত্রণা গৃহে কথায় কথায় ॥
এই কথা শুনি শুদ্ধসত্ত্ব গদাধর।
অবধোত নিত্যানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর ॥
সন্ন্যাসের উপযুক্ত বিবিধ সম্ভার।
আনিয়া পূরিল সবে ন্যাসীর ভাণ্ডার ॥
দেবা নামে নাপিতেরে ডাকিয়া আনিল।
বিল্ববৃক্ষতলে আসি নাপিত বসিল ॥
নাপিতে বলিলা তবে চৈতন্য গোঁসাই।
মুণ্ডন করহ দেব ব্রজে চলে যাই ॥
ভারতীর আজ্ঞা পেয়ে নাপিত তখন।
বসিলা নিয়ড়ে গিয়া করিতে মুণ্ডন ॥
যখন নাপিত শেষে কেশে ক্ষুর দিলা।
অমনি রমণীগণ ফুকারি উঠিলা ॥
নারীগণ বলে নাপিত একাজ ক'রোনা।
এমন চুলের গোছা মুড়ায়ে ফেলোনা ॥
এই বলি কাঁদিয়া উঠিল নারীগণ।
মুণ্ডন করিতে দেবা লাগিল তখন ॥

হাজার হাজার লোক সন্ন্যাস দেখিতে।
কণ্টক নগরে সবে লাগিলা আসিতে॥
দিবসের শেষ ভাগে মুড়াইয়া কেশ।
ধরিলা নিমাই তবে সন্ন্যাসীর বেশ॥
দণ্ডকমণ্ডলু হাতে কৌপীন পরিল।
কাষায় বসনে পুনঃ তাহা আবরিল॥
দাঁড়াইলা ভারতীর সম্মুখে গোঁসাই।
রূপে দিক্ আলো কৈলা বলিহারি যাই॥
অবধৌত গদাধর আর গঙ্গাদাস।
একে একে দাঁড়াইলা সন্ন্যাসীর পাশ॥
প্রভুর আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া ভারতী।
মনে মনে পাদপদ্মে করিলা প্রণতি॥
মনে মনে বলে গোঁসাই তুমি সে ঈশ্বর।
তোমার অধীনে হয় বিশ্ব চরাচর॥
লোকশিক্ষা লাগি তুমি পরিলে কৌপীন।
ভক্তিমার্গ দেখাইতে দীনের অধীন॥
অপরাহ্ণ কালে প্রভু সন্ন্যাসী হইলা।
হুলুধ্বনি নারীগণ করিয়া উঠিলা॥
লতা পাতা শাখা বৃক্ষ প্রেমেতে ভাসিল।
পশু পক্ষী কীট যেন নাচিয়া উঠিল॥
লক্ষ লক্ষ লোকে করে পুষ্প বরষণ।
কণ্টক নগর হ'লো নন্দন কানন॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম রাখিলা ভারতী।
লক্ষ লক্ষ লোক তথি করে গতাগতি ॥
আঁজলি পূরিয়া যত কুলবধূগণ।
প্রভুর মাথায় করে লাজ বরষণ ॥
হরিধ্বনি উঠিলেক গগন ভেদিয়া।
গড়াগড়ি যায় সবে ভক্তিতে রসিয়া ॥
আকাশ ভেদিয়া নাম ভ্রমিছে গগনে।
আনন্দে মাতিয়া শুনে যত দেবগণে ॥
রজনীতে প্রভু মোর করি জাগরণ।
হরিনামে মাতি রাত্রি করিলা যাপন ॥
প্রভাতে শেখরে প্রভু বলিলা বচন।
তোমরা সকলে যাও নদীয়া ভবন ॥
ব্রহ্মানন্দ সহ যাও জননীর কাছে।
বল গিয়া নিমাই সন্ন্যাস করিয়াছে ॥
রোদন করেন যদি আমার জননী।
আশ্বাস বাক্যেতে তাঁরে বুঝাবে অমনি ॥
তারপর নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
ভারতীকে লয়ে চলিলেন নানা রঙ্গে ॥
পেছনে পেছনে আমি খড়ী লয়ে যাই।
নাম মদে মাতয়ারা চৈতন্য গোঁসাই ॥
লক্ষ লক্ষ লোক চলে প্রভুর পেছনে।
বিস্তর পণ্ডিত চলে প্রভু দরশনে ॥

রুদ্রদেব রামরত্ন জগাই পণ্ডিত।
গঙ্গাদাস শম্ভুচন্দ্র ভুবনে বিদিত ॥
ঈশান শঙ্কর বলরাম গদাধর।
পণ্ডিতের শিরোমণি চণ্ডচণ্ডেশ্বর ॥
কাশীশ্বর ন্যায়রত্ন আর সিদ্ধেশ্বর।
পঞ্চানন বেদান্তিক আর রত্নাকর ॥
এই সব মহান্ পণ্ডিত চলে সঙ্গে।
প্রেমে মত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চলে রঙ্গে ॥
নৃত্যপরায়ণ প্রভু আগে আগে ধায়।
কখন ধাবন লম্ফ পতন ধরায় ॥
ধারা বহি অশ্রুবারি বহিছে নয়নে।
ভারতী গোঁসাই কান্দে প্রেম আস্বাদনে ॥
তারপর পূর্ব্বদিকে চলে আবেশেতে।
আচার্য্যের গৃহে ধায় মাতিয়া ভাবেতে ॥
কিছুকাল আচার্য্যের গৃহেতে রহিলা।
এরমধ্যে শচীমাতা আসি দেখা দিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু মাতার চরণে।
প্রণাম করিয়া কথা কন সন্তর্পণে ॥
দুই চারি বাত কহি মায়া কাটাইয়া।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা সকলে ছাড়িয়া ॥
ঈশান প্রতাপ গঙ্গাদাস গদাধর।
ন্যাসীর সহিত চলে আর বাণেশ্বর ॥

বর্দ্ধমানে যখন পৌঁছিনু মোরা সবে।
ভাবিতে লাগিনু মুহি ভাগ্যে কিবা হবে ॥
মোর প্রতি চাহি প্রভু কহিতে লাগিলা।
অমিয়ের ধারা যেন গলিয়া পড়িলা ॥
মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে।
চল যাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে ॥
এই কথা শুনি মুহি উঠিনু চমকি।
হাসিয়া চলিলা প্রভু ঠমকি ঠমকি ॥
প্রভুর সন্ন্যাস কালে ধরেছি কৌপীন।
অহঙ্কার তেজিয়া হয়েছি অতি দীন ॥
আর ত বাসনা নাই সংসাব করিতে।
প্রভুর সহিত যাই নাচিতে নাচিতে ॥
পথে যেতে যেতে মুহি জোড় করি হাত।
উত্তরে কহিনু তথি দুই চারি বাত ॥
আরত যাবনা প্রভো কাঞ্চন নগরে।
বিষ্ঠাসম ত্যজিয়াছি জঘন্য সংসারে ॥
এই কথা বলিতে বলিতে মোর নারী।
কেমনে শুনিয়া তথা আইলা ত্বরা করি ॥
দর দর পড়িতেছে অশ্রু দুনয়নে।
পড়িলা আছাড় খেয়ে আমার চরণে ॥
অশ্রুমুখে বলিতে লাগিলা এই বাত।
ফিরে চল গৃহে মুহি যাই তব সাত ॥

সামান্য কথায় তুমি সংসার তেজিলে।
দাসীর উপায় তবে বল কি করিলে॥
কার দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিব কোথায়।
দয়া করি কেবা ভিক্ষা দিবে গো আমায়॥
কি আছে অদৃষ্টে মোর কার দ্বারে গিয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইব পেটের লাগিয়া॥
শুনিয়া তাহার বাণী মাথা হেট করি।
মনে মনে বলিতে লাগিনু হরি হরি॥
হরি স্মরণে কাটে যতেক বন্ধন।
তেকারণ মনে করি হরির চরণ॥
দয়াময় শ্রীচৈতন্য হেরিয়া তখন।
কহিতে লাগিলা তবে মধুর বচন॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী হইয়া দুঃখিনী।
অশ্রুজলে ভিজাইতে লাগিলা মেদিনী॥
কান্দিয়া আকুল বামা চারিদিকে চায়।
তত্ত্বকথা বলি প্রভু তাহারে বুঝায়॥
শুনিয়া প্রভুর সেই কথা আচম্বিতে।
চক্ষু চাপি আঁচলেতে লাগিলা কাঁদিতে॥
তাহার রোদনে প্রভুর দয়া উপজিল।
অমনি ফিরিয়া মোরে কহিতে লাগিল॥
প্রভু কহে গোবিন্দরে গৃহে থাক তুমি।
অন্য ভৃত্য সঙ্গে করি পুরী যাই আমি॥

এই বাক্যে মোর চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝরে।
অমনি চরণ ধরি পড়িনু কাতরে ॥
অশ্রুজলে পাখালিনু যুগল চরণ।
অমনি ফিরিয়া প্রভু করিলা গমন ॥
তবে মোর প্রতিবাসী একত্র হইয়া।
কহিতে লাগিল কথা মোরে ভুলাইয়া ॥
সংসার বিষের কথা লাগিনু কহিতে।
লাগিনু নারীর গুহ্য মুহি বাখানিতে ॥
শুন শুন ওহে ভাই রমণীর বাণী।
রমণী রমণ হয় একই পরাণী ॥
আত্মঅংশে দৃষ্টি যদি কর সবে এবে।
রমণী রমণ সব একই দেখিবে ॥
অমৃত হইতে যারা সুস্বাদু ভাবিয়া।
রমণীর লালা পিয়ে নয়ন মুদিয়া ॥
নিত্যানন্দ ভুলে তাতে আনন্দ যাহার।
ধিক্ সে পামরে জন্ম বৃথাই তাহার ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গৌরাঙ্গ আমার।
তেয়াগিয়া তাঁর সঙ্গ লইব সংসার ॥
এই কথা বলিতে বলিতে দামোদর।
পেরিয়ে চলিনু মোরা কাশী মিশ্রের ঘর ॥
কাশীমিশ্র হয় একজন পুণ্যবান।
তার গৃহে প্রভু গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥

ভোগ লাগাইতে মিত্র ভাল চাউল দিলা।
চাউল দেখিয়া প্রভু প্রশংসা করিলা॥
প্রভু বলে এই চাউল বড় চিকণিয়া।
ইহারে ডাকয়ে লোক কি নাম ধরিয়া॥
মিত্র বলে জগন্নাথভোগ ইহার নাম।
ভোগ লাগাইলে হয় পূর্ণ মনস্কাম॥
জগন্নাথভোগ শুনি প্রভু চমকিলা।
অমনি প্রেমের ধারা বহিতে লাগিলা॥
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে হাহা জগন্নাথ।
শীঘ্র টানিয়া মোরে লহ তব সাথ॥
শাক সূপ নানা বস্তু রন্ধন করিয়া।
একত্র করিলা প্রভু আনন্দে মাতিয়া॥
বেতো শাকের গন্ধে দিক্ আমোদ করিল।
ভোগ না হইতে মন চঞ্চল হইল॥
প্রভু কহে তুলসী আনহ শীঘ্র করি।
ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ দিব প্রাণ ভরি॥
বড় ক্ষুধা হইয়াছে বাছনি তোমার।
ইতি উতি চাহিতেছ তাই বার বার॥
বড় লজ্জা পাইলাম প্রভুর কথায়।
হেটমুখে অমনি রহিনু তথায়॥
ভোগ দিয়া প্রসাদ বণ্টন করি দিলা।
সুক্তার ঝোলে প্রাণ প্রসন্ন হইলা॥

আষ্টখানা করলার ভাজি খাই সুখে।
বড় বড় গেরাস তুলিয়া দিই মুখে ॥
চুক্রাম্ল গুড় দিয়া অমৃত সমান।
কত খাব আনন্দেতে প্রসন্ন বয়ান ॥
অপরাহ্ণে মিত্রগৃহ ছাড়ি গোরাচাঁদ।
ধাইল দক্ষিণ ভাগে পিরিতের ফাঁদ ॥
ক্রমে পৌঁছছিনু মোরা হাজিপুর গ্রামে।
গ্রাম মাতাইলা প্রভু দিয়া হরিনামে ॥
প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষ গ্রামের বাহিরে।
সেইখানে বসিলাম মোরা ধীরে ধীরে ॥
সন্ধ্যাকালে সংকীর্ত্তন প্রভু আরম্ভিল।
আকাশ ভেদিয়া নাম গগনে উঠিল ॥
নাচিতে লাগিল প্রভু মাতাইলা দেশ।
কোথায় কৌপীন ডোর আলু থালু বেশ ॥
আছাড় খাইয়া কভু পড়য়ে ধরায়।
মুখে লালা ইতি উতি গড়াগড়ি যায় ॥
শত শত লোক আসি সেখানে জুটিল।
নাম সংকীর্ত্তনে সবে মাতিয়া উঠিল ॥
একত্রে মাতিল নামে যত নর নারী।
ধন্যরে নামের বল যাই বলিহারি ॥
বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবক যুবতী।
করতালি দিয়া নাচে করিয়া ভকতি ॥

অর্দ্ধেক রজনী গেল এইমত করি।
তার পরে ভিক্ষা অন্ন পাকাইলা হরি॥
একজন গ্রাম্য ভক্ত ঘৃত আনি দিলা।
ঘৃত দিয়া প্রভু মোর করলা ভাজিলা॥
নিম্বসূক্তা ঘৃত আর করলার ভাজা।
ভোগ লাগাইলা মোর নদিয়ার রাজা॥
মুষ্টিমেয় প্রসাদ পাইলা গৌরহরি।
অনন্তর বসিলাম মুহি পত্র করি॥
পত্র পূরি প্রসাদ দিলেন নরহরি।
প্রসাদ পাইয়া মুহি হাঁস ফাঁস করি॥
উদর ফুলিয়া মোর উঠিল যখন।
প্রভুর চরণে গিয়া লইনু শরণ॥
তবে প্রভু উদরেতে হাত বুলাইলা।
অমনি উদর মোর সমান হইলা॥
আমি তবে করিলাম হরি হরি ধ্বনি।
চমকিয়া ভক্তগণ উঠিলা অমনি॥
পরদিন প্রাতে উঠি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভক্তগণে ডাকি কথা কহিলা বিস্তর॥
বিদায় মাগিলা ভক্তগণে বুঝাইয়া।
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করি চলিলা ধাইয়া॥
মেদিনীপুরের কাছে যবে পঁহুছিলা।
এই বার্ত্তা শুনি লোক ধাইয়া আইলা॥

এর মধ্যে এক ধনী নিকটে আসিয়া।
অবাক্ হইলা প্রভুর মূরতি দেখিয়া॥
কেশব সামন্ত নাম বড় ধনী হয়।
বহু ছলা করি ধনী নানা কথা কয়॥
কখন বলিছে হাসি ওহে ন্যাসিবর।
টাকা কড়ি লহ কিছু যে চাহে অন্তর॥
কৌপীন তেজিয়া ফেলি পরহ বসন।
যুবা পুরুষের কেন সন্ন্যাস গ্রহণ॥
সুখলাভ কর যোগি ইন্দ্রিয় সেবিয়া।
মর কেন বৈরাগ্যের দাসত্ব করিয়া॥
শুনিয়া ধনীর বাণী ঈষৎ হাসিয়া।
তারে শিক্ষা দেন প্রভু বিনিয়া বিনিয়া॥
প্রভু কহে টাকা কড়ি সোণা মরকত।
মাটির বিকার সব শাস্ত্রেতে কথিত॥
মাটির বিকার সব কালে হবে মাটি।
তবে কেন অহঙ্কারে মর সবে ফাটি॥
ঈশ্বরের মায়াফাঁদে না দিও চরণ।
তা হলেই পুনঃপুনঃ হইবে মরণ॥
পুনঃপুনঃ মরিবারে চাহে যেই জন।
মায়ার বন্ধন তার না ছাড়ে কখন॥
সব ছাড়ি ভক্তিভাবে ভজ সেই জনে।
তা হলেই পরানন্দ উপজিবে মনে॥

আমার আমার করি বেড়াও ঘুরিয়া।
জাননা যে কালমুখে আছ প্রবেশিয়া॥
দন্তে দন্তে পিসে যবে করিবে চর্ব্বণ।
সুন্দরী রমণী কতি থাকিবে তখন॥
কতি বা থাকিবে তব সোণা রূপা দানা।
কতি বা রহিবে তব ক্ষীর সর ছানা॥
এই আদরের দেহ পুড়ে ছাই হবে।
নাহি যদি পোড়ে তবে শৃগালে খাইবে॥
মাথা গড়াগড়ি যাবে মুচির বিষ্ঠায়।
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ বৃথা কাল যায়॥
কিসের গৌরব কর অনিত্য সকল।
নিত্য বস্তু হয় কৃষ্ণ জুড়াবার স্থল॥
ওহে ধনিবর শুন বচন আমার।
হীরক মৌক্তিক পান্না কর কি আহার॥
এক মুষ্টি অন্নে হয় ক্ষুধা নিবারণ।
তবে কেন অহঙ্কার কর অনুক্ষণ॥
এইরূপে ধনিজনে প্রভু শিক্ষা দিয়া।
দুই চারি বাত কহে মোপানে চাহিয়া॥
নারায়ণগড়স্থানে চল মোরা যাই।
সেইখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই॥
এইমাত্র বলি উঠিলেন ত্বরা করি।
অমনি স্কন্ধেতে তুলি লইলাম খড়ী॥

আনন্দে মগন পথে চলে মোর গোরা।
সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে পঁহুছিনু মোরা ॥
নারায়ণগড়ে আছে শিব ধলেশ্বর।
তাঁর দরশনে ধায় হইয়া সত্বর ॥
নারাণগড়ের তেঁহ গ্রাম্য দেব হয়।
কান্দিতে লাগিল প্রভু অশ্রুধারা বয় ॥
হর হর বলি প্রভু উচ্চরব করি।
আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি ॥
প্রেমে গদ গদ হয়ে গড়াগড়ি যায়।
বসন করঙ্গ গিয়া পড়িল কোথায় ॥
মহা সাত্বিকের ভাব আসি উপজিল।
প্রেমে লোমকূপ দিয়া শোণিত ছুটিল ॥
বহির্বাস কৌপীন খসিয়া গেল কতি।
সে ভাব হেরিতে সেথা আইলা কত যতি ॥
বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী কত তাপসিবর।
দেখিতে আইলা সেথা নদের ঈশ্বর ॥
প্রেমভাব ভক্তি দেখে আশ্চর্য্য সকলে।
দেবতা বলিয়া সবে পড়িলা ভূতলে ॥
হরিধ্বনি করি প্রভু নাচিতে লাগিল।
সে বিরাট ভাব দেখি সবে শিহরিল ॥
এইরূপে নৃত্য করে সবে তরুতলে।

মুহি পাপী নরাধম লাড্ডু পানে চাই।
লালসা হইল খেয়ে উদর পূরাই ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু মোর বুঝিয়া ইঙ্গিতে।
প্রসাদ করিয়া লাড্ডু দিলেন খাইতে ॥
গণ্ডা পাঁচ লাড্ডু খেয়ে উদর পূরিল।
এক বিপ্র আনিয়া শীতল বারি দিল ॥
ক্রমে গ্রাম্য লোক সব সংবাদ পাইয়া।
একে একে সেই স্থানে জুটিল আসিয়া ॥
ভোগ লাগাইয়া প্রভু প্রসাদ বাঁটিল।
সবে মেলি সেই স্থানে প্রসাদ পাইল ॥
প্রসাদেতে ভক্তি দেখে কতই ভাবিনু।
মুহি লোভী সর্ব্ব অগ্রে উদরে পূরিনু ॥
তাই ভাবি অনুতাপ করি মনে মনে।
পাপক্ষয় লাগি ধরি প্রভুর চরণে ॥
নানাবাক্যে বুঝাইয়া মাথে পদ দিল।
অমনি মনের ধন্ধা দূরে চলি গেল ॥
তার পরে আবেশেতে নৃত্য আরম্ভিল।
হরিরস মদিরায় সকলে নাতিল ॥
কেহ নৃত্য করে কেহ বিলুণ্ঠিত কায়।
ঐ কৃষ্ণ বলি কেহ বৃক্ষ পানে ধায় ॥
ক্রমে সেই স্থানে বহু জনতা হইল।

নবীন ন্যাসীর কথা শুনিয়া সকলে।
একে একে আসি বার দিলা সেই স্থলে ॥
বীরেশ্বর সেন আর ভবানী শঙ্কর।
বহু লোক সঙ্গে এলো প্রভুর গোচর ॥
চতুর্দ্দোলা হস্তী অশ্ব আর বহু যান।
সঙ্গে করি আইলা প্রভুর বিদ্যমান ॥
ভবানী শঙ্কর হয় বড় ধনী জন।
শত শত লোক সঙ্গে করে আগমন ॥
হস্তীর পৃষ্ঠেতে ডঙ্কা বিচিত্র নিশান।
চারিটা রূপার হুদ্দা চলে আগুয়ান ॥
বিষয়ের কীট সবে মত্ত অহঙ্কারে।
তাহা হেরি দয়া হৈল প্রভুর অন্তরে ॥
তাহাদের দশা হেরি দয়াল চৈতন্য।
ভক্তি দিয়া তাহাদের করিলেন ধন্য ॥
ভক্তিশিক্ষা দিয়া প্রভু সকলে মাতায়।
লক্ষাধিক লোক শুনে পুতুলের প্রায় ॥
দন্তে তৃণ করি প্রভু জোড় হস্তে বলে।
সামান্য বচন মোর শুনহ সকলে ॥
প্রভু কহে শুন সব ধনী মহাশয়।
বেদিয়ার বাজী সম এ জগৎ হয় ॥
ঘুমের আবেশে যবে চড় সিংহাসনে।
রাজা বলি তখন উদয় হয় মনে ॥

কত শত পাত্র মিত্র করিছে বিচার।
লক্ষ লক্ষ প্রজা আসি দিছে উপহার॥
এ সকল কি ব্যাপার নাহি কর ধ্যান।
প্রতিচ্ছায়ার ছায়া ইহা ভাবরে অজ্ঞান॥
কৃষ্ণতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়া জড়জগৎ হয়।
তার প্রতিবিম্ব স্বপ্ন বেদে ইহা কয়॥
দুটাই স্বপন হয় ভেবে দেখ মনে।
কেবল বিভেদ তার নিদ্রা জাগরণে॥
রাজার রাজত্ব সব জাগিয়া স্বপন।
সত্য মিথ্যা ভেবে দেখ বেদের বচন॥
স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা মাটীর বিকার।
আদরের বস্তু কৃষ্ণ এই কথা সার॥
নিত্য বস্তু ভগবান বেদে ইহা কয়।
আর যাহা কিছু দেখ সব মিথ্যা হয়॥
জলের ভিতরে ডুবে থাকে যেইজন।
কেমনে ডাঙ্গার বস্তু করিবে দর্শন॥
জল হৈতে তারে যদি তুলে দাও তটে।
তখন ডাঙ্গার বস্তু দেখিবে নিকটে॥
সেইরূপ বিষয়েতে ডোবে যেই জন।
কেমনে সে রাধাকৃষ্ণ করিবে দর্শন॥
যাহার নয়নে মায়া ঠুলি আছে বাঁধা।
ঘানির বলদ সম সর্ব্বদা সে আঁধা॥

পর্ব্বতের গুহা মধ্যে কি আছে কে জানে।
বাহির হইতে তত্ত্ব জানিবে কেমনে॥
সেইরূপ জড়জগতের সূক্ষ্মভাব।
কার সাধ্য স্থূলভাবে করে অনুভাব॥
ঈশ্বরের মূর্ত্তি হয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
সেই বুঝে যেই জন ত্যজে কর্ম্মকাণ্ড॥
জড়ভাব ছাড়ি যবে চৈতন্যময় হবে।
তখন কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে॥
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা জড়ে দিলা শক্তি।
সেই দেখিবারে পায় যার আছে ভক্তি॥
জড়ে আর চৈতন্যে গাঁইট লাগিয়াছে।
সে খুলিতে পারে যার রজস্তম গেছে॥
জড়জগতের ভাব কে পারে বুঝিতে।
কলুর বলদ সম থাকয়ে ঘুরিতে॥
কলুর বলদ অল্প পথে ঘোরে বটে।
কিন্তু সীমা নাহি পায় পড়িয়া সঙ্কটে॥
চক্ষে ঠুলি এক পথে ঘুরে ঘুরে মরে।
সেইমত জীব ঘোরে সংসার ভিতরে॥
মায়াময় ঠুলি পরি জীব ঘুরে মরে।
এ কারণ সূক্ষ্মতত্ত্ব দেখিতে না পারে॥
পরের বিষয়ে পর রমণী তেমন।
কেমনে করিবে তবে কৃষ্ণের সাধন॥

নির্ব্বিকার-তত্ত্ব কৃষ্ণ বেদে ইহা কয়।
সবিকার চিত্তে তাঁরে ধরা নাহি যায় ॥
এইরূপে নানাদেশ করি প্রভু ধন্য।
ধাইলা জলেশ্বরে দয়াল চৈতন্য ॥
বিল্বেশ্বর নামে শিব আছে জলেশ্বরে।
তাহা দেখি উছলিলা ভকতি অন্তরে ॥
একই সন্ন্যাসী থাকে শিবের মন্দিরে।
তাঁহার নিয়ড়ে প্রভু গেলা ধীরে ধীরে ॥
ন্যাসীর সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিলা।
প্রভুরে হেরিয়া ন্যাসী চমকি উঠিলা ॥
ন্যাসী বলে কে তুমি, সামান্য নর নহ।
আমার সম্মুখে কেন প্রণাম করহ ॥
আজি কোন পুণ্যফলে করিনু দর্শন।
তোমারে হেরিয়া মোর কাটিল বন্ধন ॥
তপস্যার ফল তুমি ওহে দয়াময়।
তোমারে হেরিয়া সব পাপ হইল ক্ষয় ॥
এইরূপে ন্যাসিবর প্রভুরে হেরিয়া।
প্রেমে তনু গদ গদ উঠিল কান্দিয়া ॥
অমনি আমার প্রভু আকার গোপিতে।
হরি বলি বাহু তুলে লাগিল নাচিতে ॥
কৃষ্ণ বলি ঝাঁপ দিয়া কখন দৌড়ায়।
কখন পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥

নাম সঙ্কীর্ত্তনে বহু জনতা হইল।
জাগিয়া চৈতন্য মোর রাত্রি কাটাইল ॥
পরদিন সুবর্ণরেখার ধারে গিয়া।
পুলকিত রঘুনাথ দাসেরে দেখিয়া ॥
অনন্তর হরিহরপুরে মোরা যাই।
সেথা গিয়া হরিনামে মাতিল নিমাই ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইল।
আছাড় খাইয়া তবে ভূতলে পড়িল ॥
এইরূপে সেই দিন অতীত হইলা।
আনন্দে মাতিয়া প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥
তার পর দিন মোরা যাই বালেশ্বরে।
গোপালে হেরিয়া ভগি আনন্দ অন্তরে ॥
পরদিন প্রাতঃকালে নীলগড়ে যাই।
নীলগড়ে গিয়া নামে মাতিল নিমাই ॥
নাচিতে নাচিতে ক্রমে অজ্ঞান হইলা।
অসংখ্য দর্শকগণ আসি বার দিলা ॥
গাইতে গাইতে নাম আনন্দ বাড়িল
অচেতন হয়ে প্রভু ধরায় পড়িল ॥
এইরূপে ভক্তগণ একত্র হইয়া।
পরম আনন্দভোগে উঠিল মাতিয়া ॥
পরদিন বৈতরণী নদীতীরে গিয়া।
কৃষ্ণ পার কর বলি উঠিল কান্দিয়া ॥

প্রেমে গদ গদ তনু সর্ব্বদা উদাস।
হরি বলি চলে নাহি দেখে আশ পাশ ॥
পরদিন মহানদী পার হয়ে যাই।
পথে গোপীনাথ দেবে দেখিবারে পাই ॥
গোপীনাথের মহাপ্রসাদ পাইনু সকলে।
প্রসাদ পাইয়া মনে আনন্দ উছলে ॥
অনন্তর সাক্ষী গোপাল দরশন লাগি।
চলিতে লাগিল সবে হয়ে অনুরাগী ॥
হরি বলি বাহু তুলি ধাইতে লাগিল।
অশ্রুধারা পড়ি ধরা পঙ্কিল করিল ॥
দূর হৈতে সাক্ষী গোপাল দরশন করি।
প্রেমে গদ গদ হোয়ে পড়য়ে বিছারি ॥
গোপালে দেখিয়া যেন কি মনে পড়িল।
অমনি বদন চাহি কান্দিতে লাগিল ॥
গোপাল গোপাল বলি ডাকে বারে বারে।
কত যে প্রেমের বেগ কে কহিতে পারে ॥
তার পরে নিংরাজের মন্দিরে যাইয়া।
কি জানি কি ভাবে প্রভু উঠিল কান্দিয়া ॥
নিংরাজ ত্যজি যাই আঠারনালায়।
ধ্বজা দেখি প্রভু মোর পড়িল ধরায় ॥
এমন অশ্রুর বেগ দেখি নাই কভু।
পঙ্কিল করিলা ধরা অশ্রুস্রোতে প্রভু ॥

হা হা প্রভু জগন্নাথ বলিয়া শ্রীহরি।
ভাসাইলা ভূমিতল অশ্রুপাত করি॥
আছাড়ি বিছাড়ি পড়ে উভরায় কাঁদে।
সমুখে যাহারে দেখে বাহুপাশে ছাঁদে॥
ঐ দ্যাখ কৃষ্ণ মোর নাচে গোপালবেশে।
আহা মরি কত শোভা হইয়াছে কেশে॥
প্রভুর মন্দির হেরি কাঁদে উভরায়।
কখন আছাড় খেয়ে পড়িছে ধরায়॥
বেগে গিয়া ধূলা পায় প্রভুর দুয়ারে।
অশ্রুস্রোতে বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখিতে না পারে॥
আছাড়ি বিছাড়ি চীৎকার বিলুণ্ঠন।
লক্ষ লোক আসে ভাব করিতে দর্শন॥
বহু কষ্টে প্রেমধারা প্রভু নিবারিয়া।
মহাবিষ্ণু হেরি প্রভু উঠিল কান্দিয়া॥
ভক্তগণ চমকিত রোদনের রোলে।
ধেয়ে গিয়া গদাধরে করিলেন কোলে॥
গরুড়ের স্তম্ভ গিয়া আঁকড়ি ধরিলা।
কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিলা॥
ইহা দেখি ধ্যানপুরী উত্তরীয় দিয়া।
প্রভুর শোণিতধারা দিল মুছাইয়া॥
দর্শন করিয়া গেলা মিশ্রের ভবনে।
শ্রেণীবদ্ধ আসিতে লাগিলা ভক্তগণে॥

এইরূপে কিছুদিন থাকিয়া পুরীতে।
নিত্য নব নব সুখ লাগিনু ভুঞ্জিতে ॥
অবধৌত কৃষ্ণদাস আর হরিদাস।
পরম আনন্দ ভুঞ্জে থাকি প্রভুর পাশ ॥
নামের ধ্বনিতে পুরী পূর্ণ আটপর।
গড়াগড়ি দেয় সবে ভূমির উপর ॥
কেহ মালা গাঁথে কেহ ঘর্ষয়ে চন্দন।
কেহ কেহ করয়ে ভোগের আয়োজন ॥
ক্রমে সব সাঙ্গোপাঙ্গ মিলিল আসিয়া।
হইল পুরীর শোভা বৈকুণ্ঠ জিনিয়া ॥
বিপ্র কৃষ্ণদাস আর ভুঁড়ে শ্যামদাস।
দুইজনা রক্ষা করে প্রভুর দুই পাশ ॥
কখন আছাড় খায় প্রেমেতে মাতিয়া।
কখন বা সমুদ্রেতে পড়ে ঝম্প দিয়া ॥
প্রেমদাস গোপীদাস মোহান্ত ব্রাহ্মণ।
ভাগবত পাঠে করে অমৃত বর্ষণ ॥
রঘুনাথ দাস আর আচার্য্য শেখর।
দামোদর নরহরি আর গদাধর ॥
নিত্য নিত্য সবে মিলি যান শ্রীমন্দিরে।
আমার প্রভুরে সবে লয়ে যান ঘিরে ॥
মধুর মৃদঙ্গ বাজে কভু করতাল।
নামে মত্ত সদা তার নাহি কালাকাল ॥

এইরূপে প্রভু মোর মিশ্রের ভব[illegible]।
আনন্দ করেন সদা ভক্তগণ স[illegible]॥
কাশীমিশ্র নিত্য আনে প্রসা[illegible]চুর।
সুগন্ধে হৃদয় হরে খাইতে ম[illegible]॥
নানাবিধ ভাজাপোড়া কতই [illegible]।
কতই প্রসাদ আর উদরে পূরি[illegible]
চানাভাজা চুরমুরি মুদ্গ কলাই[illegible]
তিল তিষি গম যব বলিহারি যাই॥
কত শত ফল মূল নারিকেল কোরা।
নিত্য হাতে তুলি দেন নদিয়ার গোরা॥
চিনাচূর খুরমার লাড্ডু আর গজা।
আঁধসা পিষ্টক পুলি রসপূর গজা॥
ঘৃতসিক্ত অন্ন ভূতঘণ্ট বেতোশাক।
এ সব প্রসাদ পেয়ে নাহি সরে বাক্॥
অবাক্ হইয়া নিত্য পেট ভরে খাই।
তখনি উদরসাৎ যখন যা পাই॥
এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল।
ক্রমে সব ভক্তগণ আসিতে লাগিল॥
শঙ্কর ভারতী আর পরানন্দপুরী।
দামোদর স্বামী প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী॥
চিদানন্দগিরি প্রেমানন্দসরস্বতী।
প্রভুর নিকটে নিত্য করে গতাগতি॥

বহুভক্ত একত্র হইয়া নীলাচলে।
ভজন করেন সবে অতি কুতূহলে ॥
এইকালে সার্ব্বভৌম আসি দেখা দিল।
সেই সঙ্গে বহু ভক্ত আসিয়া মিলিল ॥
মহাবিষ্ণু দেখিয়া প্রভুর হৈলা রতি।
পুনঃ পুনঃ করে প্রভু ভকতি প্রণতি ॥
মূরছিত হৈল প্রভু গোবিন্দ দেখিয়া।
যেন মৃতদেহ তথি রহিল পড়িয়া ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছিলা সেই স্থানে।
কোলে তুলি লয়ে গেলা আপন ভবনে ॥
কত সেবা করিলেন প্রভুরে লইয়া।
সার্ব্বভৌমের ভক্তিরস পড়ে উছলিয়া ॥
অনন্তর সার্ব্বভৌমে ভক্তি করি দান।
দক্ষিণযাত্রার লাগি হৈলা আগুয়ান ॥
তিন মাস কাল মোর চৈতন্য গোঁসাই।
পুরীতে রহিলা সঙ্গে করিয়া নিতাই ॥
তার পরে বৈশাখের সপ্তম দিবসে।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে ॥
যাত্রার সময়ে নিতাই হইয়া চিন্তিত।
কহিতে লাগিলা বাণী ভক্তিতে বিনীত ॥
না যাহ একাকী কহে নিত্যানন্দ রায়।
সঙ্গে সঙ্গে যাই চল মোরা সমুদায় ॥

বড় ব্যস্ত যাইতে প্রাণের গদ[illegible] ।
প্রেমানন্দ সরস্বতী ভারতী শঙ্কর ॥
এত শুনি প্রভু মোর ঈষৎ হাসিয়া ।
বলে মুহি একা যাব সঙ্গী না লইয়া ॥
অবধোত নিত্যানন্দ শুনিয়া বচন ।
কহিতে লাগিল করি অশ্রু বরষণ ॥
দক্ষিণযাত্রায় তুমি যাবে অতিদূর ।
সঙ্গে যাক্ কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥
পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে ।
যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে ॥
তোমারে ছাড়িয়া মোরা কেমনে রহিব ।
তাই বলি সবে মোরা তব সঙ্গে যাব ॥
এত শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।
বারণ করিলা সবে উপদেশ দিয়া ॥
সেই কথা শুনি সবে বলিতে লাগিল ।
তব সঙ্গে দাস তব গোবিন্দ চলিল ॥
এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি ।
গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি ॥
যে যাক্ সে নাহি যাক গোবিন্দ যাইবে ।
আমার যে কার্য্য তাহা গোবিন্দ করিবে ॥
এত বলি শ্রীচৈতন্য লইয়া বিদায় ।
চলিলা দক্ষিণ দিকে সব ভক্ত ধায় ॥

ক্রমে ক্রমে আলাল নাথের শ্রীমন্দিরে।
পৌঁছুছিনু মোরা সব অতি ধীরে ধীরে ॥
আলাল নাথেরে হেরি ভাব উথলিল।
অশ্রুজলে সে স্থানের মাটী ভিজাইল ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইয়া।
পড়িলেন ভূমিতলে আছাড় খাইয়া ॥
পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায়।
তিনজনে বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায় ॥
এইকালে সার্ব্বভৌম বলে ধীরে ধীরে।
মিলিবে রায়ের সঙ্গে গোদাবরী তীরে ॥
রসজ্ঞ ভক্তের শ্রেষ্ঠ রামানন্দরায়।
কৃষ্ণ নামে সদাসিক্ত নয়ন ধারায় ॥
বিশুদ্ধ আনন্দভোগ রামরায় করে।
হরি নামে হয় তাঁর আনন্দ অন্তরে ॥
ইহা শুনি গোদাবরী তীরেতে ধাইল।
সেই স্থানে রামানন্দ আসিয়া মিলিল ॥
নবীন সন্ন্যাসী দেখি ভক্তি উপজিল।
পদ ধরি রামরায় কান্দিতে লাগিল ॥
রামানন্দরায় বলে তুমিত ঈশ্বর।
দর্শন পাইনু মুহি বড় ভাগ্যধর ॥
প্রভু কহে রায় তুমি কহ কৃষ্ণ কথা।
তোমার সিদ্ধান্তে যাবে হৃদয়ের ব্যথা ॥

রায় বলে প্রভু মুঞি কিছুই না জানি।
তুমি না বলালে মোর নাহি সরে বাণী॥
হৃদয়ে থাকিয়া তুমি সমস্ত পড়াও।
মূকজনে কৃপা করি বাচাল করাও॥
প্রভু কহে কোন তত্ত্বে শুদ্ধ হয় মন।
রায় বলে সেই তত্ত্ব সাধুর মিলন॥
এহতেও সূক্ষ্মতত্ত্ব চাই তব ঠাঁই।
রায় কহে ত্যাগ বিনু আর তত্ত্ব নাই॥
প্রভু কহে সূক্ষ্ম তত্ত্ব হয় অনুরক্তি।
রায় কহে তাহ'তেও উচ্চ প্রেমভক্তি॥
প্রভু কহে আরো সার কহ মহামতি।
রায় কহে সর্ব্ব সার রাই রসবতী॥
রামরায় আরো সার বলিবারে চায়।
অমনি বদন চাপি ধরে গোরারায়॥
প্রভু কহে দুগ্ধে ঘৃত আছে গুপ্ত ভাবে।
সে পাবে আস্বাদ তার যে জন মথিবে॥
প্রভু কহে রায় আমি কিছুই না জানি।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা তব মুখে শুনি॥
বিরক্ত বৈষ্ণব তুমি অহে রাম রায়।
কহ কহ কৃষ্ণ তত্ত্ব জুড়াক হৃদয়॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী রামানন্দ রায়।
দৈন্যভাবে দুটী হাত জোড় করি কয়॥

বার বার কেন ছল জগৎ ঈশ্বর।
কৃপাকরি এদাসেরে কর অনুচর॥
দেশময় ভক্তিরস ছড়াইলে তুমি।
দয়া করি পবিত্র করিলে এই ভূমি॥
অধম জনেরে দয়া কর জগন্নাথ।
হৃদয়ে বৈরাগ্য দিয়া লহ মোরে সাথ॥
এত শুনি রায়ে প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
হাটু ধরি রামরায় করেন ক্রন্দন॥
অশ্রুধারে রামানন্দের ভাসিল হৃদয়।
তাহা হেরি গদ গদ স্বরে প্রভু কয়॥
বৈষ্ণবের চূড়ামণি তুমি রামরায়।
অধোমুখে রামানন্দ রাম রাম কয়।
প্রভু কহে রায় তুহু বড় ভাগ্যবান্।
তোমার ভক্তির কথা না যায় বাখান॥
রায় বলে মুঞি অতি অধম পামর।
স্পর্শদোষ হইয়াছে তোমার গোচর॥
কৃপাকরি ক্ষমি মোর সেই অপরাধ।
হৃদয়ে বসিয়া করাও ভক্তির আস্বাদ॥
সে রজনী এইরূপ কথোপকথনে।
কাটাইলা রামানন্দ গোরাচাঁদ সনে॥
পরদিন রায় প্রভুর চরণ ধরিয়া।
চলি গেলা নিজ কার্য্যে বিদায় লইয়া॥

প্রভু কহে রামানন্দ এবে আমি যাই ।
নীলাচলে গিয়া তুহু থেকো মোর ঠাঁই ॥
তুমি আমি আর ভট্ট থাকি নিরজনে ।
আলোচিয়া কৃষ্ণ তত্ত্ব জুড়াব জীবনে ॥
এত বলি প্রভু রায়ে দিলেন বিদায় ।
প্রণমিয়া রামানন্দ গৃহে চলি যায় ॥
প্রভুর সহিত রায় যতেক কহিল ।
তাহার শতাংশ এহি গ্রন্থে না রহিল ॥
এইরূপে রামানন্দ দশদিন আসি ।
আনন্দিত হয় হেরি নদের সন্ন্যাসী ॥
দেখি রামানন্দে প্রভু বড় প্রীতি পান ।
প্রভুরে দেখিলে রায় হয়েন অজ্ঞান ॥
রায়ের নিকট হৈতে লইয়া বিদায় ।
ত্রিমন্দ নগরে প্রভু প্রবেশ করয় ॥
বহুবৌদ্ধ বাস করে ত্রিমন্দ নগরে ।
আসিয়া মিলিল সবে গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥
বৌদ্ধগণ সহ প্রভু বিচার করিলা ।
ত্রিমন্দের রাজা আসি মধ্যস্থ হইলা ॥
বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল ।
পণ্ডিত দর্শক সবে হাসিতে লাগিল ॥
সবে বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয় ।
যে বিচার কৈল তাহা কহনে না যায় ॥

বৌদ্ধগণের পতি রামগিরি রায়।
প্রণমিয়া বলে পথ দেখাও আমায় ॥
তুমি ত মানুষ নহ নবীন সন্ন্যাসী।
থাকিতে তোমার সহ বড় ভালবাসি ॥
পাষণ্ডের শিরোমণি ছিলাম সংসারে।
কৃপাকরি ভক্তিমার্গ দেখাও আমারে ॥
হাসিয়া চৈতন্য প্রভু কৃপা করি কয়।
মাথার ঠাকুর তুমি রামগিরি রায় ॥
হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন।
মাথার ঠাকুর সেই এই ত সাধন ॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী রামগিরি রায়।
অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায় ॥
পড়িয়া চরণ তলে রামগিরি কয়।
নরাধমে কি বলিলে তুমি দয়াময় ॥
সর্ব্বজীবে থাকি তুমি দেখিছ সকল।
কৃপা করি রাঙ্গাপায় দেহ মোরে স্থল ॥
রামগিরি পাষণ্ডের ভক্তি উপজিল।
ইহা হেরি প্রভু মোর আনন্দে পূরিল ॥
পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ।
রামগিরি পথে সবে করিলা গমন ॥
নবীন সন্ন্যাসী করে বাদীর নিরাশ।
ইহা হেরি রামানন্দ চাহে চারি পাশ ॥

বিচার করিতে শেষে হয়ে অভিলাষী।
ঢুণ্টিরামতীর্থ আসে তুঙ্গভদ্রাবাসী ॥
অহঙ্কারে সদামত্ত পণ্ডিতাভিমানী।
নাহি বুঝে ভক্তিমার্গ শুষ্কতর্কে জ্ঞানী ॥
বড়ই পণ্ডিত বটে ঢুণ্টিরাম হয়।
বিচার করিতে কিন্তু পায় বড় ভয় ॥
ঢুণ্টিরাম স্বামী গিয়া করিতে বিচার।
অশ্রুফেলি ধরণী লোটায় বার বার ॥
প্রভু কহে শুন শুন ঢুণ্টিরাম স্বামী।
তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি ॥
জয় পত্র লিখে আমি দেই সঙ্গোপনে।
হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে ॥
বাণীর কৃপায় তুমি পণ্ডিত গোঁসাই।
কার সাধ্য তর্ক শাস্ত্রে জিনে তব ঠাঁই ॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত দর্শন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন ॥
মূরখ সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি।
বার বার তোমার নিকটে হারি মানি ॥
আগেকার ঢুণ্টি হতে তুমি সুপণ্ডিত।
তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভুবনে বিদিত ॥
এত বলি ঢুণ্টিরামে করিলা বিদায়।
যাইতে না চায় ঢুণ্টি চারিদিকে চায় ॥

ইতি উতি চেয়ে ঢুণ্টি প্রভুর চরণে।
লোটাইয়া পড়িলেক অতি শুদ্ধ মনে॥
পাষণ্ড ঢুণ্টিরে ভক্তি বিতরণ করি।
পন্থগুহা যাত্রা করে স্মরিয়া শ্রীহরি॥
ঢুণ্টিরাম হরিদাস নামে খ্যাত হয়।
কানাকানি পাষণ্ডেরা কত কথা কয়॥
আমারে ডাকিলা প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
স্কন্ধেতে লইনু তুলে দুইটি খড়িয়া॥
খড়ম করঙ্গা আদি সম্বল যা ছিল।
লইনু সংগ্রহ করি রায় যাহা দিল॥
অক্ষয় নামেতে বট বহু দূরে ছিল।
সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে প্রভু উত্তরিল॥
বটেশ্বর নামে শিব আছেন তথায়।
ভক্তি করি সেই খানে গোরাচাঁদ ধায়॥
ভক্তিসহ বটেশ্বরে প্রভু প্রণমিলা।
অনাহারে সেই খানে রজনী যাপিলা॥
প্রভাতে যাইলা প্রভু স্নান করিবারে।
ভিক্ষা করিবারে মুহি ফিরি দ্বারে দ্বারে॥
ভিক্ষামাগি আইলাম মধ্যাহ্ন সময়ে।
পাক করি সেবা করে মোর গোরা রায়ে॥
প্রসাদ পাইনু মুহি অমৃত সমান।
হেনকালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান্॥

দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে।
সন্ন্যাসীর ভারি ভুরি পরীক্ষা করিতে॥
সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥
ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুই জন।
প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন॥
তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে।
সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে॥
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন।
সত্যারে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥
থর থরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে।
ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে॥
কিছুই বিকার নাহি প্রভুর মনেতে।
ধেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে॥
কেন অপরাধী কর আমারে জননি।
এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥
খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর॥
সব এলো থেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখে আর॥

নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দর দরি॥
গিয়াছে কৌপীন খসি কোথা বহির্বাস।
উলাঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস॥
আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা।
ছিড়ে গেল কণ্ঠ হ'তে মালিকার গোছা॥
না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার।
ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার॥
হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়।
অঙ্গ হতে অদভুত তেজ বাহিরায়॥
ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল।
চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল॥
চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্যজ্ঞান।
হরি ব'লে বাহুতুলে নাচে আগুয়ান্॥
সত্যরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি।
হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি॥
কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি।
অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি॥
হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্য জ্ঞান।
ঘাড়ি ভেঙ্গে পড়িতেছে আকুল পরাণ॥
মুখে লালা অঙ্গে ধূলা নাহিক বসন।
কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥

ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি।
শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি॥
পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল॥
বড়ই পাষণ্ড মুহি বলে তীর্থরাম।
কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরি নাম॥
তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন।
প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন॥
পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে।
"তুমি ত প্রধান ভক্ত" কহে বারে বারে॥
তীর্থরাম ধনী তবে চরণে পড়িয়া।
আকুল হইল কত কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কান্দিতে কান্দিতে যবে ভক্তি উপজিল।
অমনি ধরিয়া হাত প্রভু আলিঙ্গিল॥
প্রভু কহে তৃণসম গণহ বৈভবে।
ভক্তিধন অমূল্য রতন পাবে তবে॥
দূরেতে নিক্ষেপ কর বসন ভূষণ।
ছাড়িয়া অনিত্য ধনে ভজ নিত্য ধন॥
বার বার যাতায়াতে পাইবে যন্ত্রণা।
নিষ্কাম জনের হয় এই ত মন্ত্রণা॥
এই যে সাধের দেহ ঢাকা চর্ম্ম দিয়া।
কিছুদিন পরে ইহা যাইবে পচিয়া॥

দেহ হতে প্রাণ পাখী উড়ে যাবে যবে।
হয় কীট নয় ভস্ম নয় বিষ্ঠা হবে॥
গৌরবের ধন কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
কেবল গৌরব আছে ঈশ্বর ভজনে॥
বিলাস বৈভব সব অনিত্য জানিয়া।
একে একে ফেলে দাও দূরেতে টানিয়া॥
ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বর আনিয়া মিলায়।
আর কিছু প্রমাণ ত কহনে না যায়॥
অসংখ্য জগৎ হয় প্রমাণের ঠাঁই।
প্রমাণ নাহিক চাহে পণ্ডিত গোঁসাই॥
নাহি প্রয়োজন বহু বাদ বিতণ্ডায়।
কৃষ্ণ আনি সাধকেরে বিশ্বাসে মিলায়॥
বহুশাস্ত্র আলাপনে কিবা প্রয়োজন।
বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণ করহ ভজন॥
অর্থের গৌরব যেই করে বার বার।
দিন দিন তার দুঃখ হয় অনিবার॥
সম্ভ্রম লাগিয়া করে গৌরব যে জন।
বল তার দুঃখ কেবা করে নিবারণ॥
এ আমার আমি তার সবে এই কয়।
মুদিলে নয়ন দুটি কেহ কার নয়॥
মিছামিছি আত্মীয়তা করে সব লোক।
ভাঙ্গা পুতুলের ন্যায় মৃতদেহে শোক॥

পুত্র হয় পিতার আত্মজ সবে জানে।
দুই চিত্ত এক বলি বেদে না বাখানে॥
ছাড়িলে পুত্রের দেহ তাহার জীবন।
তাহে নাহি সিদ্ধ হয় পিতার মরণ॥
জননীর দেহ হতে পুত্র জন্ম লয়।
কিন্তু দুহে এক নহে জানিহ নিশ্চয়॥
কেহ কারু নহে এই প্রমেয়ের ধারা।
না হয় করিতে সিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা।
ঈশ্বর প্রমেয় হন তাহার প্রমাণ।
মনুষ্য হৃদয় মাঝে আছে বিদ্যমান॥
দূর হতে দূরে তিনি মূঢ়জনে জানে।
অত্যন্ত নিকটে তেঁহ জ্ঞানী ইহা মানে॥
সার তত্ত্ব কহিলাম বেদের বাখান।
মূর্খলোকে ইহার না রাখয়ে সন্ধান॥
এই সব সত্য তত্ত্ব জানে যেই জন।
পুনঃ পুনঃ সে জনার না হয় মরণ॥
প্রভুমুখে এই সব শুনি তীর্থরাম।
বিষয়ে আসক্তি ছাড়ি করে হরিনাম॥
হরি সংকীর্ত্তনে প্রভু মাতিয়া উঠিল।
ক্রমে তার সঙ্গিগণ আসিয়া জুটিল॥
ধনিজন তীর্থরাম পড়িলা বিপাকে।
ইহা বলি পাষণ্ডেরা কত কথা তাকে॥

তীর্থরাম তৃণসম বিষয় ছাড়িয়া।
হরি বলি নাচে দুই বাহু পশারিয়া ॥
সর্ব্বাঙ্গে তিলক ধরে পরণে কৌপীন।
ভক্তিতে করিলা তারে অতি দীন হীন ॥
এই কথা কাণে শুনি তাহার রমণী।
কাঁদিতে কাঁদিতে ধেয়ে আইলা অমনি ॥
তীর্থের চরণ ধরি কাঁদিতে লাগিল।
তীর্থরাম তার কথা কাণে না শুনিল ॥
কমল কুমারী নাম বড়ই সুন্দরী।
তার রূপে চারিদিক দিলা আলা করি ॥
কমলে বলিলা তীর্থ কর ধরি করে।
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে ॥
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি।
বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি ॥
এই কথা কাণে শুনি কমলকুমারী।
আছাড় খাইয়া পড়ে পৃথিবী উপরি ॥
কমলের মায়াজাল দেখে তীর্থরাম।
ঈষৎ হাসিয়া বলে কর হরি নাম ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে কমলকুমারী।
ফিরে গেল তীর্থ হলো পথের ভিকারী
উদ্ধারিয়া তীর্থরামে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ছাড়িলেন তবে প্রভু সিদ্ধ বটেশ্বর ॥

কত লোক কত বস্ত্র আনি জুটাইল।
কিন্তু এক খণ্ড প্রভু হাতে না ছুইল ॥
গোবিন্দ বলিয়া প্রভু ডাকদিয়া শেষে।
চাপড় মারিলা এক মোর পৃষ্ঠ দেশে ॥
সাতদিন গোঁয়াইনু এই বটেশ্বরে।
নন্দীশ্বর যাই চল দর্শনের তরে ॥
এই কথা শুনি কাঁধে লইলাম খড়ি।
চলিলাম প্রভুসনে বটেশ্বর ছাড়ি ॥
পথে যেতে যেতে এক বিশাল জঙ্গল।
দেখিয়া আমার মনঃ হইল বিকল ॥
দশক্রোশ ব্যাপিয়া সে জঙ্গল বিথার।
উপজিল ভাবনা কেমনে হব পার ॥
অন্তর্যামী প্রভু মোর ঈষৎ হাসিয়া।
আগে চলি গেলা মুহি থাকিনু হঠিয়া ॥
প্রভুর পেছনে স্বুড়ি পথ বাহি যাই।
তাঁহার ইচ্ছায় কোন ভয় নাহি পাই ॥
তার মধ্যে কত জন্তু বাসা করি আছে।
একটিও দেখা নাহি দিল আগু পাছে ॥
জঙ্গল পারিয়া মুন্না নগরের পাশে।
বৃক্ষতলে বসিলেন বিশ্রামের আশে ॥
মুন্নাবাসী দুই জন গৃহস্থ আসিয়া।
আটা আনি যোগাইল যতন করিয়া ॥

ভাল মন্দ কোন কথা প্রভু না কহিলা।
ক্রমে তারা দুইজন নিকটে বসিলা ॥
নবীন সন্ন্যাসী হেরি তারা দুই জন।
এক দৃষ্টে চেয়ে আছে না পড়ে নয়ন ॥
ক্রমে বড় গোলমাল হল সন্ধ্যাকালে।
দেখিতে নগরবাসী আসে পালে পালে ॥
আগুনের মত তেজ প্রভু অঙ্গে বহে।
ইহা দেখি স্তব্ধ হয়ে সব লোক রহে ॥
ক্রমে ক্রমে আগুয়ান হয়ে মুন্নাবাসী।
একে একে প্রণাম করিল সবে আসি ॥
ভক্তিভাবে সব লোক কহিতে লাগিলা।
চলুন নগরমধ্যে ছাড়ি গাছ তলা ॥
প্রেমে মত্ত মোর প্রভু নাহি শুনে কথা।
অন্তরেতে হরি বলি কাঁদিছে সর্ব্বথা ॥
ক্রমে ক্রমে অন্তরেতে ভাব উপজিল।
অমনি উঠিয়া প্রভু নাচিতে লাগিল ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে হরি হায় বলি।
সেই সঙ্গে গ্রাম্য লোক হোলো কুতূহলী ॥
করতালি দিয়া সবে নাচিতে লাগিল।
তাহা হেরি প্রভু মোর কান্দিয়া উঠিল ॥
যে পাষণ্ড এই ভাব দেখেছে নয়নে।
ভক্তি উছলিয়া তার পড়িয়াছে মনে ॥

এইরূপে অর্দ্ধেক রজনী গেলা চলি।
নাচিতেছে সব লোক হরি হরি বলি ॥
অবশেষে কুল হতে কুলবধূগণে।
গৌরাঙ্গ দেখিতে আসি মিলে সেই স্থানে ॥
দেখিয়া নয়ন মেলি গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
নারীগণ যাইতে না পারে ফিরে ঘরে ॥
মুখ তাকাতাকি করি এ বলে উহারে।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রাণ আকু বাকু করে ॥
এমন সুন্দর দিদি কভু দেখি নাই।
ইহাকেই বলে সবে চৈতন্য গোঁসাই ॥
আহা মরি না খাইয়া অস্থি চর্ম্ম সার।
এ বয়সে বাঁধিয়াছে কেন জটা ভার ॥
এই কথা বলি যত মুন্নাবাসী নারী।
কাঁদিয়া আকুল হোলো চক্ষে বহে বারি ॥
এইভাবে রাত্রি গেল নিদ্রা না আসিল।
প্রাতে উঠি প্রভু মোর দক্ষিণে চলিল ॥
ঝাঁকি বাঁধি মুন্নাবাসী থাকিতে কহিল।
প্রভু মোর কোন উপরোধ না শুনিল ॥
তথাকার একজন অতি দুঃখী নারী।
সেই বৃক্ষতলে কান্দে চক্ষে বহে বারি ॥
যবে যাত্রা করে প্রভু যাইবার তরে।
সেই বৃদ্ধা কেঁদে অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা করে ॥

পহিরণে ছিন্ন বাস পেটে অন্ন নাই।
তারে দেখে দাঁড়াইলা চৈতন্য গোঁসাই॥
তার ভাব দেখে প্রভু মনেতে বুঝিয়া।
ইতি উতি ভিক্ষা মাগে ঈষৎ হাসিয়া॥
বলে মোরে ভিক্ষা দেহ মুন্নাবাসী ভাই।
অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা পেলে তবে চলে যাই॥
মুন্নাবাসী নর নারী আনন্দে ভাসিয়া।
রাশি রাশি অন্ন বস্ত্র দিলেক আনিয়া॥
সবে বলে পথের সম্বল তরে চায়।
এ কারণ রাশি রাশি আনিয়া যোগায়॥
সকলে ব্যাকুল বস্ত্র প্রভু হস্তে দিতে।
গণ্ডগোল দেখি প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
সবে বলে বসনের তুল্য মূল্য নাই।
আগে মোর বস্ত্র লবে চৈতন্য গোঁসাই॥
প্রভুর মনের ভাব কেহ নাহি জানে।
তাই সবে ব্যস্ত হয়ে অন্ন বস্ত্র আনে॥
প্রভু কহে শুন শুন মুন্নাবাসিগণ।
তোমাদের ভিক্ষা আমি করিনু গ্রহণ॥
বৃক্ষতলে এই যে দুঃখিনী বসে আছে।
এই সব অন্ন বস্ত্র দাও ওর কাছে॥
দয়া দেখে লোক সব আশ্চর্য্য হইল।
কেহ বলে বৃদ্ধালাগি ভিক্ষা মাগি নিল॥

এত বলি প্রভু মোর বহির্বাস পরি।
যাত্রা করিলেন মুখে বলি হরি হরি ॥
ইঙ্গিত করিলা প্রভু মোর পানে চাই।
করঙ্গা খড়ম লয়ে পিছে পিছে যাই ॥
বহুতর লোক সঙ্গে চলিতে লাগিল।
তাহে প্রভু একবার ফিরে না চাহিল ॥
একে একে সব লোক ফিরিয়া চলিল।
রামানন্দ স্বামী তাঁর সঙ্গ না ছাড়িল ॥
বড় সদাচার হয় রামানন্দ স্বামী।
গোপনেতে তার তত্ত্ব পুছিলাম আমি ॥
রামানন্দ বলে ভাই প্রভুরে দেখিয়া।
আমার কঠিন মন গিয়াছে গলিয়া ॥
যদি প্রভু শিষ্য নাহি করেন আমারে।
তখনি ত্যজিব প্রাণ না রব সংসারে ॥
তার পর প্রভু মোর বেঙ্কট নগরে।
উপনীত হৈল গিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে ॥
সেই খানে ছিল এক পণ্ডিত গোঁসাই।
বেদান্তে পণ্ডিত বড় তুল্য তার নাই ॥
বিচার করিতে চাহে পণ্ডিতপ্রবর।
হারিলাম বলি প্রভু করয়ে উত্তর ॥
তথাপি না ছাড়ে স্বামী বিচার করিতে।
বদন বিকাসি প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥

অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়।
দ্বৈতাদ্বৈত বাদ তুলি চৈতন্য বুঝায় ॥
অবশেষে ঘোরতর বিচার বাধিল।
ক্রমে ক্রমে দণ্ডিস্বামী হারি মানি নিল ॥
রামানন্দ নাম তাঁর বড়ই পণ্ডিত।
হরিনামে রামানন্দ হইলা দীক্ষিত ॥
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া।
পড়িল স্বামীর মনে ভক্তি উছলিয়া ॥
রামানন্দ স্বামী তবে প্রণাম করিয়া।
প্রভুর আজ্ঞায় মঠে গেলেন ফিরিয়া ॥
সকল শিষ্যেরে স্বামী হরিনাম দিলা।
ভক্তিরসে মন তাঁর মাতিয়া উঠিলা ॥
তিন দিন থাকি প্রভু বেঙ্কট নগরে।
অকপটে হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥
কিবা নর কিবা নারী মাতিল সবাই।
সেই সঙ্গে নাচে মোর চৈতন্য গোঁসাই ॥
মাতিল নগর পল্লী বালক বালিকা।
কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা ॥
ভক্তি তত্ত্ব উপদেশ দেন সর্ব্বজনে।
চিরকেলে মূঢ় যত লুটায় চরণে ॥
পাষণ্ড দেখিলে প্রভু আগে দেন কোল।
কোল দিয়া তারে কন হরি হরি বোল ॥

পন্থভীল নামে তথা এক দস্যু ছিল।
এই বাক্য শুনি প্রভু তথায় চলিল॥
সবলোক বলে সাধু না যাহ তথায়।
যদি পন্থভীল বধ করে হে তোমায়॥
পাপাচার পন্থভীল নাহি কোন জ্ঞান।
আপনারে পেয়ে পাছে একে করে আন॥
না শুনিলা কারো কথা চৈতন্য গোঁসাই।
ধাইল বগুলা পানে পন্থভীল ঠাঁই॥
বগুলা নামেতে বনে পন্থভীল থাকে।
পথিক জনেরে পেলে ফেলায় বিপাকে॥
বাধা সাধা নাহি মানি ভয়ঙ্কর বনে।
কৌতুক দেখিতে প্রভু চলিলা সেখানে॥
করঙ্গ লইয়া আমি পেছু পেছু যাই।
কিছু না বলিল মোরে চৈতন্য গোঁসাই॥
প্রভুরে পাইয়া পন্থ আতিথ্য করিল।
সেই খানে মহাপ্রভু ত্রিরাত্রি রহিল॥
প্রভু বলে পন্থ তুমি সাধু মহাশয়।
তোমারে দেখিয়া সব পাপ হৈল ক্ষয়॥
গৃহস্থের ন্যায় তুমি নহ গৃহবাসী।
তুমিত পরম সাধু বিরক্ত সন্ন্যাসী॥
বিষয়ের কীট নহ গৃহস্থের ন্যায়।
যাতেতাতে তুষ্ট দেখি তোমার হৃদয়॥

পুত্র নাই কন্যা নাই নাহি তব জায়া।
বিষয়েতে মত্ত নহ নাহি কোন মায়া ॥
ধন্য পন্থরাজ তুমি সাধু শিরোমণি।
তোমারে দেখিয়া সুখী হইল পরাণি ॥
তৃণ তুল্য জ্ঞান করি বিষয় বিভব।
এখনি ত্যজিতে পার যত আছে সব ॥
রমণীর সঙ্গে তুমি নাহি কর বাস।
তাই আইলাম এথা মিটাইতে আশ ॥
শিষ্যগণে থাক তুমি সদাই বেষ্টিত।
তোমাকে দেখিলে চিত্ত হয় পুলকিত ॥
মায়ামোহে বদ্ধ তুমি নহ সদাশয়।
তুমিই সাধুর শ্রেষ্ঠ এই মনে লয় ॥
নীরবে শুনিয়া ভীল প্রভুর বচন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলা সেইক্ষণ ॥
প্রভুমুখে হরিনাম শুনি বার বার।
উছলিল তার মনে ভক্তি পারাবার ॥
লোটায়ে পড়িল ভীল প্রভুর চরণে।
কোলে করি প্রভু নাম দিলেন শ্রবণে ॥
হরিনামে মত্ত হয়ে যত দস্যুগণ।
সেই বনে করিলেক আনন্দ কানন ॥
সেই দিন হ'তে পন্থ পরিল কৌপীন।
হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥

পাপ কর্ম্ম ছাড়ি পন্থ প্রভুর কৃপায়।
হরিনাম করি সদা নাচিয়া বেড়ায় ॥
লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আসি।
আনন্দে মাতিল সেই নবীন সন্ন্যাসী ॥
যত দস্যু ছিল বনে সকলে মিলিয়া।
হরি হরি ধ্বনি করে কুকর্ম্ম ছাড়িয়া ॥
সবে মিলি সেই বনে আনন্দে মাতিল।
প্রভু লাগি পাপ কর্ম্ম সকলে ছাড়িল ॥
পন্থভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া।
চলে মোর ধর্ম্মবীর আনন্দে ভাসিয়া ॥
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে।
তবু প্রভু হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥
সে দেশের লোক সব করে কাঁই মাই।
তথাপি বিলান নাম চৈতন্য গোঁসাই ॥
কোন অভিলাষ নাই আমার প্রভুর।
যখন যেখানে যান সামগ্রী প্রচুর ॥
যেই জন প্রভুরে দেখয়ে একবার।
চলিয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার ॥
এমনি প্রভুর শক্তি কি কহিব আর।
ভক্তিসাগরের বাঁধ কাটিল আবার ॥
উথলিয়া ভক্তিসিন্ধু ডুবাইল দেশ।
কেহ বা সন্ন্যাসী কেহ হৈলা দরবেশ ॥

বিরক্ত বৈষ্ণব কেহ হৈলা সেইখানে।
আউল বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গণে ॥
এইভাবে নামে মত্ত হয়ে প্রভু মোর।
গড়াগড়ি দেন ভূমে হইয়া বিভোর ॥
জড় সম কখন থাকে না বাহ্য জ্ঞান।
পুলকিত কলেবর কদম্ব সমান ॥
আধ নিমীলিত চক্ষুঃ যেন মৃতদেহ।
এমন আশ্চর্য্য ভাব না দেখেছে কেহ ॥
কাঁটা খোঁচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়া।
কি ভাবে কখন মত্ত না পাই ভাবিয়া ॥
ত্রিরাত্রি চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায়।
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায় ॥
বহিছে হৃদয়ে দর্ দর্ অশ্রু ধারা।
শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা ॥
কভু গড়াগড়ি দেন উলাঙ্গ হইয়া।
কোলে তুলে লই মুহি যতন করিয়া ॥
চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া।
আতিথ্য করিলা তবে আটা চূর্ণ দিয়া ॥
আর এক বৃদ্ধনারী দুগ্ধ আনি দিল।
আটা দুধে গুলি প্রভু ভোগ লাগাইল ॥
তথা হতে তিনক্রোশ আছয়ে মন্দির।
গিরীশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপিত বিধির ॥

লোকে বলে বিশ্বকর্ম্মা মন্দির গঠিল।
পিতামহ নিজ হস্তে শিব আরাধিল॥
বড় এক বিল্ববৃক্ষ আছে সেইখানে।
পোয়াপথ জুড়িয়াছে শাখার বিতানে॥
ফল নাহি ধরে বৃক্ষে শুনি এই বাণী॥
হেরিলাম তথা গিয়া আশ্চর্য্য কাহিনী।
মন্দিরের তিন ভিত পর্ব্বতে বেষ্টিত।
দক্ষিণ ভাগেতে বিল্ববৃক্ষ বিরাজিত॥
নিজ হস্তে বিল্বদল তুলি প্রভু মোর।
অঞ্জলি দিলেন শিবে প্রেমেতে বিভোর॥
তার পরে প্রেমে মত্ত হয়ে গোরারায়।
আছাড়িয়া বিছাড়িয়া পড়িলা ধরায়॥
কভু হাসি কভু কান্না পাগলের মত।
দরদরে অশ্রু হৃদে পড়ে অবিরত॥
রোমাঞ্চিত কলেবর যেন জড় প্রায়।
আশ্চর্য্য প্রেমের ভাব কহনে না যায়॥
কোন ইচ্ছা নাই প্রভু মত্ত হরি নামে
কাটিল দিনেক দুই সেই শৈবধামে॥
তৃতীয় দিবসে এক জটিল সন্ন্যাসী।
পর্ব্বত শিখর হতে দেখা দিলা আসি॥
মৌন ব্রতধারী সেই সন্ন্যাসি-প্রবর।
পূজা করি চলি গেলা পর্ব্বতশিখর॥

কিছু নাহি অঙ্গে তাঁর একলি সন্ন্যাসী।
তাঁহারে হেরিলে হয় বিষয়ী উদাসী॥
চেতনা পাইলে প্রভু সন্ন্যাসীর কথা।
একে একে কহিলাম সব যথা তথা॥
শুনিয়া ন্যাসীর কথা মোর গোরা রায়।
ধাইল পর্ব্বতপানে দেখিতে তাঁহায়॥
পেছনে পেছনে ধাই আশ্চর্য্য হইয়া।
ক্রমে উপনীত মোরা সেইখানে গিয়া॥
পর্ব্বত উপরে উঠি দেখিবারে পাই।
এক বৃক্ষতলে সেই সন্ন্যাসী গোঁসাই॥
বস্ত্র নাই পাত্র নাই কিছু নাহি কাছে।
দাণ্ডাইয়া থাকিলাম চৈতন্যের পাছে॥
ধ্যানে মগ্ন ন্যাসিবর নাহি বাহ্য জ্ঞান।
যে দেখে তাঁহারে সেই হয় পুণ্যবান্॥
বিনয় করিয়া কত কহে গোরা রায়।
তবু নাহি সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হয়॥
যোড়হাতে প্রভু তবে স্তব আরম্ভিল।
তাহাতে সন্ন্যাসিবর চাহিতে লাগিল॥
প্রভুরে দেখিয়া সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর।
হাসিয়া উঠিল মনে আনন্দ প্রচুর॥
কিজানি কিসের লাগি সন্ন্যাসী হাসিল।
ক্রমে প্রভু সন্ন্যাসীর পাশেতে বসিল॥

মিলিল তথায় দুই বিরক্ত সন্ন্যাসী।
আতিথ্য লাগিয়া ন্যাসী হৈলা অভিলাষী ॥
পরটা নামেতে ফল আনি যোগাইল।
তার দুই ফল প্রভু গ্রহণ করিল ॥
মোরে দিলা চারি ফল করিতে ভক্ষণ।
প্রসাদ নহিলে মুঞি না করি গ্রহণ ॥
এত শুনি প্রভু মোর চৈতন্য গোঁসাই।
প্রসাদ করিয়া ফল দিলা মোর ঠাঁই ॥
বড় মিষ্ট সুধাসম পরটার ফল।
ফল খেয়ে চিত্ত মোর হইল চঞ্চল ॥
লোভ করি কতবার এ পাপ নয়ন।
প্রভুর ফলের পানে চাহে অনুক্ষণ ॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর তাহে ঈষৎ হাসিয়া।
নিজ ফল দুটি দিলা আমারে ধরিয়া ॥
কেমনে খাইব ফল ত্রাস হয় মনে।
অমনি পড়িল মনে অঞ্জনা-নন্দনে ॥
সাত পাঁচ ভাবি মুঞি ফল নাহি খাই।
হাসিয়া বলিলা তবে চৈতন্য গোঁসাই ॥
অস্থি নাহি বাধিবে গোবিন্দ তোর গলে।
প্রসাদ পাইতে কিছু না করিহ ছলে ॥
ফল খাইবার ইচ্ছা হয়েছে প্রবল।
আঁটি বাধিবার ভয়ে হইছ বিকল ॥

মনের কথাটী যবে কহিলা গোঁসাই।
অমনি রাখিয়া ফল চরণে লোঠাই॥
প্রভুর আদেশে শেষে খাইতে হইল।
আর দুটা ফল আনি ন্যাসী যোগাইল॥
ভোজনান্তে নিঝরেতে আঁজলি পাতিয়া।
জলপান করিলাম আনন্দিত হিয়া॥
সুশীতল সুনির্ম্মল নিঝরের জল।
পান করি সব অঙ্গ হইল শীতল॥
হরিনামে মত্ত প্রভু প্রেম উপজিল।
কদম্বের মত অঙ্গ শিহরি উঠিল॥
প্রেমভরে খুলে গেল জটার বন্ধন।
চরণে চরণ বাধি পড়িল তখন॥
কপাল কাটিয়া গেল পাথরের ঘায়।
রুধিরের ধারা কত পড়িল ধরায়॥
মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায়।
জড়ের সমান পড়ি রহে গোরা রায়॥
ইহা দেখি সন্ন্যাসীর ভক্তি উপজিল।
প্রভুর চরণে পড়ি কাঁদিতে লাগিল॥
পোড়া কাষ্ঠ সম দেহ অঙ্গে নাহি বাস।
খুলিল জটার ভার বহিল নিশ্বাস॥
শ্মশ্রু বহি অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।
প্রেমে সেই পোড়া কাষ্ঠ ফুলিয়া উঠিল॥

চেতনা পাইয়া তবে মোর প্রভুবর।
উঠিয়া বসিল অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥
ছটফটি করিতে লাগিলা ন্যাসিবর।
প্রভুরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর ॥
সন্ন্যাসীর বাক্যে প্রভু কর্ণে দিয়া হাত।
বার বার বলে ন্যাসী ছাড় ইহ বাত ॥
সন্ন্যাসী কহিলা তুমি কভু নহ নর।
প্রভু কহে ন্যাসী তুমি আমার ঈশ্বর ॥
আশ্চর্য্য তোমার প্রেম ঈশ্বরের প্রতি।
তোমাকে হেরিলে হয় পাযণ্ড সুমতি ॥
বস্ত্র নাই পাত্র নাই স্পৃহা নাহি ধনে।
কোটি কোটি নমস্কার তোমার চরণে ॥
পার্থিব সুখের বশীভূত নহ তুমি।
তোমাকে দেখিলে তুচ্ছ হয় স্বর্গভূমি ॥
তার পরে ত্রিপদীনগরে প্রভু যায়।
শ্রীরামের মূর্ত্তি দেখি পড়িলা ধূলায় ॥
বহুতর রামাত বৈষ্ণব তথা থাকে।
বিচার করিতে তারা ফেরে কত পাকে ॥
মথুরা নামেতে এক রামাত্ত পণ্ডিত।
বড়ই তার্কিক বলি নগরে বিদিত ॥
প্রভুর সম্মুখে আসি বিচার মাগয়ে।
জোড়হাতে প্রভু কন জড় সড় হয়ে ॥

মথুরা ঠাকুর মুহি বিচার না জানি।
তোমার নিকটে শতবার হারি মানি॥
শ্রীরামের ভক্ত তুমি বৈষ্ণব গোঁসাই।
তোমারে ভজিলে কত তত্ত্ব কথা পাই॥
বিরক্ত রামাত হয়ে জিগীষার বশী।
শুক্লবস্ত্রে কেন দাও দুই হাতে মসী॥
বল কিছু তত্ত্বকথা শুনিয়া শ্রবণে।
পবিত্র হউক লোক তোমার বচনে॥
শুনিতেছি তর্কে তুমি বড়ই নিপুণ।
শুষ্কতর্ক করিয়া নাহিক কোন গুণ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব জীবতত্ত্ব মায়াবাদ।
ব্যাখ্যা করি সুধারস করাও আস্বাদ॥
যেই তত্ত্বে জীবগণ চরিতার্থ হয়।
সেই কথা ব্যাখ্যা করি বল মহাশয়॥
নাহি প্রয়োজন বহু বাদ বিতণ্ডায়।
দয়া করি সূক্ষ্মতত্ত্ব বলহ আমায়॥
বলিতে বলিতে প্রভু হরিবোল বলি।
মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতূহলী॥
কোথায় বসন কোথা উত্তরীয় বাস।
লোমাঞ্চিত কলেবর ঘন বহে শ্বাস॥
আছাড় খাইয়া তবে পড়িলা ধরায়।
অচেতন হৈলা প্রভু যেন জড়প্রায়॥

যতেক রামাতগণ ভাব নিরখিয়া।
নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়া॥
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষত নয়।
চরণে পড়িয়া কেহ বিলুণ্ঠিত হয়॥
অতঃপর সেই স্থান ছাড়িয়া চলিলা।
পিছে পিছে কতদূর মথুরা ধাইলা॥
হাসিয়া মথুরানাথে করিয়া বিদায়।
পানানরসিংহে প্রভু দেখিবারে ধায়॥
নৃসিংহ দেবের ভোগ লাগে চিনিপানা।
পানানরসিংহ বলি ডাকে সর্ব্বজনা॥
নৃসিংহের স্তব করে প্রভু দয়াময়।
ইহা দেখি লোক সব মানিল বিস্ময়॥
নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভুজা।
নিত্য আসি নরসিংহ দেবে করে পূজা॥
তুলসীর মালা আনি দিলা প্রভুর গলে।
মালা পরি প্রভু মোর হরি হরি বলে॥
পূজারি প্রসাদ কিছু আনিলা ত্বরিতে।
কণামাত্র প্রসাদ লইলা প্রভু হাতে॥
হাতে করি প্রসাদের বহু স্তব করে।
প্রসাদ পাইতে দুই চক্ষে অশ্রু ঝরে॥
শর্করের পানা মোরে দিলা আনাইয়া।
পিয়ে পিয়ে খাই পানা উদর পূরিয়া॥

নৃসিংহের পানা হয় অমৃত সমান।
হেরিলে নৃসিংহ দেবে ব্রহ্মপদ জ্ঞান ॥
আঁখি মুদি বলে প্রভু মুখে হরিনাম।
ক্রমে আসি উপনীত বিষ্ণুকাঞ্চীধাম ॥
ভবভূতি নামে শেঠী বিষ্ণুকাঞ্চী স্থানে।
লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করয়ে যতনে ॥
বড় ভক্ত হয় শেঠী সাধুচূড়ামণি।
লক্ষ্মীনারায়ণগত তাহার পরাণী ॥
নিত্য সেবা ভক্তি করে শেঠী মহাশয়।
সেবার লাগিয়া করে বহু অর্থ ব্যয় ॥
মন্দির পাখালে নিত্য তাহার রমণী।
সেবার লাগিয়া ব্যস্ত সাধুশিরোমণি ॥
নিত্য দুই মণ ক্ষীরে পায়সান্ন হয়।
প্রসাদ পাইতে কত উদাসীন যায় ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রণাম করিয়া স্তব করিলা বিস্তর ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ হতে ছয় ক্রোশ দূরে।
ত্রিকাল ঈশ্বর শিব আছয়ে প্রান্তরে ॥
চারি হস্ত পরিমিত গৌরীপট্ট তাঁর।
শিব দেখি প্রভুর হইল চমৎকার ॥
সেই স্থান হতে পক্ষগিরি দেখা যায়।
তার নিম্নে পক্ষ তীর্থ ভদ্রা নদী বয় ॥

গৌরাঙ্গ সুন্দর সেই স্থানে স্নান করি।
চাম্পি ফল খায় যাহা পাই ভিক্ষা করি॥
বৃক্ষতলে রহিলাম শয়ন করিয়া।
রজনীতে আক্রমিল শার্দ্দূল আসিয়া॥
তর্জ্জন গর্জ্জন দেখি মোর গোরাচাঁদ।
হাসিয়া পাতিলা প্রভু হরিনাম ফাঁদ॥
হরিধ্বনি শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া।
পিছাইয়া গেল এক বনে লম্ফ দিয়া॥
আশ্চর্য্য প্রভাব মুহি স্বচক্ষে হেরিয়া।
সেই পদরজ মাথে লইনু তুলিয়া॥
ভদ্রানদীতীর হৈতে পঞ্চক্রোশ দূরে।
কালতীর্থ নামে তীর্থ যেখানে বিহরে॥
বরাহ দেবের মূর্ত্তি আশ্চর্য্য গঠন।
যাহা হেরি মুগ্ধ হয় মুনি ঋষিগণ॥
দর্শন করিয়া প্রভু প্রণাম করিলা।
এক পাণ্ডা প্রভুকণ্ঠে মালা আনি দিলা॥
নির্ম্মাল্য পাইয়া প্রভু পুলকিতমন।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ ঝরিল নয়ন॥
পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিলা।
ফুলে ফুলে কান্দি প্রভু আকুল হইলা॥
পঞ্চ ক্রোশ দক্ষিণেতে সম্বিত্তীর্থ আছে।
যাত্রা করিলেন প্রভু মুহি পাছে পাছে॥

নন্দা ভদ্রা দুই নদী মিলেছে সেখানে।
স্নান করিলেন গিয়া সেই সন্ধি স্থানে॥
সেই তীর্থস্বামী সদানন্দপুরী হয়।
বড়ই পণ্ডিত তেঁহ হৈল পরিচয়॥
তুলিলা অদ্বৈতবাদ সদানন্দ পুরী।
এক তর্কে পুরীর ভাঙ্গিল ভারিভূরি॥
অবশেষে সদানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া।
ভক্তি ভরে প্রভুপদে পোলো লোটাইয়া॥
তাঁরে ভক্তিতত্ত্ব দিয়া সন্ন্যাসী আমার।
চাঁইপল্লীতীর্থে যান দেখিতে আচার॥
বড় সদাচার হয় সেই তীর্থবাসী।
তথি গিয়া উপনীত শচীর সন্ন্যাসী॥
সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবী সুন্দরী।
তেজস্বিনী মহাতপা যেন মহেশ্বরী॥
অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তপে।
বসিয়া আছেন এক বিল্বমূলে জপে॥
স্থিরভাবে বসি তিনি করিছেন ধ্যান।
তাঁহারে দেখিলে পাপী পায় বহু জ্ঞান॥
শতবর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে তাঁহার।
তথাপি না চিনা যায় হেরিলে আকার॥
শৃগালী ভৈরবী নামে আর এক মূরতি।
নদীর কূলেতে হয় তাঁহার বসতি॥

ভক্তি সহকারে করি শৃগালী দর্শন।
কাবেরীর কূলে গেলা শচীর নন্দন ॥
স্নান করি কাবেরীতে গৌরাঙ্গ কিশোর।
হরিনাম সুধাপানে হইলা বিভোর ॥
অপরাহ্নে মোরে বলে ভিক্ষা করিবারে।
ভিক্ষা লাগি যাইলাম নগর মাঝারে ॥
থোড়া থোড়া চূণা আটা সংগ্রহ করিয়া।
প্রভুর সম্মুখে আনি দিলাম ধরিয়া ॥
রুটি পাকাইয়া প্রভু লাগাইলা ভোগ।
প্রসাদ পাইয়া মোর হোলো উপযোগ ॥
আমার দয়াল প্রভু নাগর নগরে।
প্রাতে উঠি চলিলেন কৃষ্ণ প্রেমভরে ॥
ধূলা মাখা জটাবাঁধা অন্য কথা নাই।
পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই ॥
নাগর নগরে আছে শ্রীরাম লক্ষমণ।
সেই খানে গিয়া প্রভু করিলা বন্দন ॥
নাগরেতে বহুতর লোক করে বাস।
সেই খানে হরিনাম করিলা প্রকাশ ॥
প্রভুর প্রেমের গতি হেরি পুরবাসী।
আবাল বনিতা সবে হইলা উদাসী ॥
তিঁন দিন নৃত্যগীত সেই খানে করে।
এই কথা প্রচারিল নগরে নগরে ॥

দশ ক্রোশ হতে লোক আসিয়া জুটিল।
একে একে সবে প্রভু হরিনাম দিল ॥
এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই।
ঘরে ঘরে নাম দেয় চৈতন্য গোঁসাই ॥
এইখানে ছিল এক দুরাত্মা ব্রাহ্মণ।
প্রভুরে কপট বলি করিল তাড়ন ॥
দলবল লয়ে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
দয়াল প্রভুরে বলে দূর দূর দূর ॥
ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে অরে জুয়াচোর।
কপট সন্ন্যাসী সেজে করিতেছ জোর ॥
গ্রাম্য লোকে মজাইছ ধর্ম্মশিক্ষা ছলে।
এইদণ্ডে তাড়াইব প্রকাশিয়া বলে ॥
প্রভুর সম্মুখে আসি কত গালি দিলা।
তার কটুবাক্য প্রভু হেঁসে উড়াইলা ॥
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া শেষে চৈতন্য গোঁসাই।
বলে মোরে মেরে তুমি হরি বল ভাই ॥
আর যত লোক ছিল তাঁর চারি ভিতে।
বিপ্রের আচার দেখি ধাইল মারিতে ॥
দয়াল চৈতন্যদেব মনে বিচারিয়া।
কহিতে লাগিলা বাণী বিপ্রে সম্বোধিয়া ॥
শুন ওহে দয়াময় ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
হরি হরি বল সুখ পাইবে প্রচুর ॥

অনিত্য দেহেতে আর কোন সুখ নাই।
হরিনামে মজিয়া আনন্দ কর ভাই ॥
জড়পিণ্ড এই দেহ মরণসময়।
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে এই ত নিশ্চয় ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ কার নয়।
সবে বস্ত্র অলঙ্কার অর্থদাস হয় ॥
শৃগাল কুক্কুরে খাবে অনিত্য শরীর।
পচিয়া গলিয়া যাবে এই কর স্থির ॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচ মোর সনে।
যাইতে হবে না আর শমন-সদনে ॥
দারা বল পুত্র বল বেদিয়ার খেলা।
দিন দুই তরে করে সংসারেতে মেলা ॥
খাবার লাগিয়া ছল করে পরিবার।
ভাব দেখি ভাই তুমি কে হয় তোমার ॥
গলে দিয়া প্রেম ফাঁশি নারী জোরে টানে।
সেই টানে বোকা কর্ত্তা মরেন পরাণে।
মুখেতে মধুর ভাষা অন্তরেতে বিষ।
অর্থ না পাইলে হাতে করে খিশমিশ ॥
যেতে নাহি দেয় কদাচন তত্ত্বপথে।
বন্ধনে ফেলিয়া ধ্বংস করে মনোরথে ॥
রমণীর প্রেম হয় গরল সমান।
অমৃত বলিয়া তাহা মূর্খ করে পান ॥

মৃত্যুকালে পুত্র কন্যা নিকটে আসিয়া।
বলে বাবা মোর তরে গেলা কি করিয়া॥
এই সব মনে করি সাধু বিপ্র ভাই।
ভক্তিসহ হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥
আমারে আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই।
প্রাণভোরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥
ভক্তিভরে হরি বল নাম সঙ্গে যাবে।
তাহাতে অনন্তকাল নিত্য সুখ পাবে॥
চারিদিকে যত লোক ছিল দাঁড়াইয়া।
প্রভুর কথায় সবে উঠিল মাতিয়া॥
হরিবোল বলি সবে নাচিতে লাগিল।
পাষণ্ড বিপ্রের চিত্ত বিশুদ্ধ হইল॥
বিপ্র মাতি হরিনামে প্রভুর কৃপায়।
প্রভুর চরণতলে পড়িলা ধরায়॥
এইরূপে ব্রাহ্মণেরে কৃতার্থ করিয়া।
চলিলা চৈতন্য দেব নাগর ছাড়িয়া॥
যাত্রা করিবার কালে সন্ন্যাসিপ্রবর।
ইঙ্গিত করিলা মোরে উঠিতে সত্বর॥
খড়ম দুখানি লই মাথায় বাঁধিয়া।
দুই কাঁধে লইলাম দুইটি খড়িয়া॥
কুলবধূ ধায় কত দেখিতে প্রভুরে।
তাঞ্জোর নগরে চলে সাত ক্রোশ দূরে॥

ধলেশ্বর নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
তাঞ্জোরে থাকেন করি কৃষ্ণের সেবন॥
রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছে তাহার মন্দিরে।
সেইখানে মোর গোরা গেলা ধীরে ধীরে॥
ধলেশ্বর ব্রাহ্মণের আঙ্গিনার মাঝে।
প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ তথায় বিরাজে॥
তথি রহে বহুতর বৈষ্ণব সন্ন্যাসী।
যে স্থান দেখিলে হয় গৃহস্থ উদাসী॥
গোসমাজ শিব রহে তার বাম ভাগে।
শিব দরশন কৈলা প্রভু অনুরাগে॥
তাহার নিয়ড়ে ছিল রম্য সরোবর।
পথ দেখাইয়া দিলা বিপ্র ধলেশ্বর॥
কুম্ভকর্ণ-কর্পরেতে সরোবর হয়।
সরসী দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময়॥
চণ্ডালু নামেতে গিরি তাহার নিকটে।
দাঁড়াইয়া আছে যেন লেখা চিত্রপটে॥
বহুতর গোফা আছে তার চারি ভি.ত।
অনেক সন্ন্যাসী থাকে তপস্যা করিতে॥
ধ্যান-পরায়ণ কত সন্ন্যাসী গোঁসাই।
আছেন মুদিয়া আঁখি অঙ্গে মাখা ছাই॥
সেইখানে ভট্টনামে এক বিপ্রবর।
প্রভুরে লইয়া গেলা আপনার ঘর॥

কৃষ্ণনাম শুনি বিপ্র পাগল হইল।
দয়াল চৈতন্য কৃপা তাহারে করিল ॥
হরিনামে সদা মত্ত ভট্ট মহাশয়।
লইতে কৃষ্ণের নাম অশ্রুপাত হয় ॥
তার প্রেমাবেশ দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বলে বিপ্র তুমি হও সাধুর প্রবর ॥
তোমারে দেখিলে নাহি রহে যমভয়।
তোমারে দেখিলে মহা পাপ হয় ক্ষয় ॥
মাথার ঠাকুর তুমি বিপ্র মহাশয়।
তোমারে দেখিলে শোক তাপ নাহি রয় ॥
প্রশংসাবাদেতে বিপ্র অতি লজ্জা পেয়ে।
প্রভুর চরণ তলে পড়ে গিয়া ধেয়ে ॥
বলে কেন কর প্রভু এত বিড়ম্বনা।
স্তববাক্যে অধমের বাড়িছে যাতনা ॥
নরকের কীট আমি পাপি-শিরোমণি।
উদ্ধারিলা মোরে কৃপা করিয়া আপনি ॥
আমাকে যে স্পর্শ করে সে নরকে যায়।
পাপক্ষয় হইল আজি তোমার কৃপায় ॥
ব্রাহ্মণের দৈন্য দেখি শচীর নন্দন।
বলে বিপ্র তুমি ধন্য তুমি সাধুজন ॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে।
তাহা হেরি ব্রাহ্মণের পুলক অন্তরে ॥

প্রধান সন্ন্যাসী এক নাম সুরেশ্বর ।
তার মধ্যে হরি সেবা করে নিরন্তর ॥
আর ছয় জন হয় তাহার অধীন ।
ভজন করেন বনে সবে উদাসীন ॥
বড় বড় গাছ চারিদিকে শোভা পায় ।
আশ্চর্য্য বনের শোভা কহনে না যায় ॥
ক্ষুদ্র এক নদী সেই বনের মাঝারে ।
বড় মনোহর বহে কুলু কুলু স্বরে ॥
ঝরণার জল সব একত্র মিলিয়া ।
নদী হয়ে যায় সেই কানন ভেদিয়া ॥
সেই খানে থাকে সবে কোথা নাহি যায় ।
গ্রাম্যলোক ভিক্ষা আনি সেখানে যোগায় ॥
বড় পুণ্যভূমি হয় সেই রম্য স্থান ॥
সেই খানে মহাপ্রভু হৈল আগুয়ান্ ॥
প্রভুরে দেখিয়া সেই বিরক্ত সন্ন্যাসী ।
পুলকে বিভোর হৈল আনন্দেতে ভাসি ।
সেই স্থানে দিন কত থাকি গোরা রায় ।
আনন্দে মাতিয়া প্রভু হরিগুণ গায় ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া তবে সুরেশ্বর ন্যাসী ।
প্রভুর সহিতে নাচে প্রেমনীরে ভাসি ॥
জয়সিংহ ভূপতির রাজ্য সেই খানে ।
কর নাহি লন রাজা সন্ন্যাসীর স্থানে ॥

বৈকুণ্ঠ ধামের তুল্য সেই স্থান হয়।
প্রবেশিলে সেই স্থানে জুড়ায় হৃদয় ॥
সেই বন ছাড়ি তবে শচীর নন্দন।
পদ্মকোট তীর্থে চলে করিতে দর্শন ॥
পদ্মকোট দেবী অষ্টভুজা ভগবতী।
সেই খানে প্রভু গিয়া করিলা প্রণতি ॥
বহু স্তুতি কৈলা তবে মোর গোরা রায়।
দেখিতে তাঁহারে শত শত লোক ধায় ॥
সেই খানে বসি প্রভু উপদেশ দিলা।
কত শত লোক তথি আসিয়া জুটিলা ॥
প্রভু বলে সবে ভাই কর হরিনাম ॥
নাম বলে সবে ভাই পাবে নিত্য ধাম ॥
বল দেখি জড় দেহে কিবা প্রয়োজন ॥
মরিলে শৃগালে কাকে করিবে ভক্ষণ ॥
মায়াজালে পড়িয়াছ তোমরা সকলে।
জাল ছিঁড়ে ফেল ভাই হরিনাম বলে ॥
কেবা কন্যা কেবা পুত্র সব মিছে ভাণ।
আমার আমার করি সবে হতজ্ঞান ॥
তুমি কার কে তোমার কেবা আত্মপর।
মায়াবিটি খেলিতেছে যেন বাজীকর ॥
যারা করে সংসারেতে বিষয়বাসনা।
যাতায়াতে পায় তারা অনেক যাতনা ॥

গর্ভের ভিতরে করে বিষ্ঠা মাঝে বাস।
মল মূত্র খাইয়া পূরায় অভিলাষ ॥
জড়দেহে চিৎ বুদ্ধি যাহাদের হয়।
কেমনে উত্তীর্ণ হবে তাহারা নিরয় ॥
যারা অবয়বে অবয়বী জ্ঞান করে।
চিরবাস করে তারা নরক ভিতরে ॥
সংসার বিষম ফাঁদ না জানিয়া লোক।
সেই ফাঁদে পড়ি সবে পায় বহু শোক ॥
আত্মার মরণ নাই মরে পাপ দেহ।
ভ্রমে মায়ামুগ্ধ জীব দেহে করে স্নেহ ॥
এই উপদেশে সবে আশ্চর্য্য হইল।
অষ্টভুজা দেবী যেন কাঁপিতে লাগিল ॥
চৈতন্য প্রভুর মুখে শুনি হরিধ্বনি।
চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইল অমনি ॥
বালক বালিকা যুবা ক্ষেপিয়া উঠিল।
অষ্টভুজা দেবী যেন দুলিতে লাগিল ॥
পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিলা বহিতে।
সেই খানে পুষ্পবৃষ্টি হৈলা আচম্বিতে ॥
যতেক রমণীজন ফুল দেয় ফেলি।
ভক্তিভরে রমণীরা করে ফুল-কেলি ॥
সেইখানে ছিল এক অন্ধ সাধুজন।
ভক্তিভরে ধরিলেক প্রভুর চরণ ॥

প্রভু বলে ছাড় মোরে অহে সাধুবর।
অন্ধ বলে কৃপা কর জগৎ-ঈশ্বর॥
প্রভু বলে এই খানে জগৎ-ঈশ্বরী।
অন্ধ বলে দীন জনে দয়া কর হরি॥
দয়া কর মোরে তুমি প্রভু দয়াময়।
না দেখিয়া তব রূপ কাঁদিছে হৃদয়॥
আমি অন্ধ দুরাচার দেখিতে না পাই।
দেখাও আমারে রূপ চৈতন্য গোঁসাই॥
প্রভু বলে চর্ম্ম চক্ষু নাহিক তোমার।
জ্ঞান চক্ষে দেখ তুমি অন্তর সবার॥
অজ্ঞ লোক চক্ষু দিয়া করে দরশন।
জ্ঞানবান্ দেখে সব মুদিয়া নয়ন॥
সেই জ্ঞানবান্ তুমি অন্ধ মহাশয়।
অন্তরে দেখিছ সব মোর জ্ঞান হয়॥
অন্ধ বলে কেন ছল করুণানিধান।
অন্ধ বলি দয়া কর তুমি ভগবান্॥
বহুকাল আছি আমি মন্দিরে পড়িয়া।
স্বপ্নে ভগবতী মোরে দিয়েছে বুঝিয়া॥
তুমি সেই ভগবান্ অগতির গতি।
বলিলা একথা মোরে স্বপ্নে ভগবতী॥
দয়াময় তোমারে জানিব তবে আমি।
দেখাও যদ্যপি রূপ আঁধালারে তুমি॥

পর্ব্বত উপাড় পিপীড়ার পদ দিয়া।
পঙ্গু লঙ্ঘে হিমালয় তোমারে স্মরিয়া ॥
অগস্ত্য শোষিলা সিন্ধু তোমার কৃপায়।
বিষপানে প্রহ্লাদের মৃত্যু নাহি হয় ॥
বস্ত্র রূপে দ্রৌপদীর রাখিলে সম্মান ॥
অন্ধ বিল্বমঙ্গলের চক্ষু দিলা দান ॥
অন্ধের শুনিয়া বাণী চৈতন্য গোঁসাই।
বলে অপরাধী মোরে কেন কর ভাই ॥
সকল হৃদয়ে হরি করেন বসতি।
জিজ্ঞাসিয়া দেখহ বলিবে ভগবতী ॥
উচ্চারিলে যে কথা শুনিতে তাহা নাই।
মিছে কেন অপরাধী কর মোরে ভাই ॥
সামান্য মনুষ্য আমি অধম পামর।
ভ্রান্তি-কূপে পড়িয়াছে তোমার অন্তর ॥
অন্ধ বলে কথায় অধিক কাজ নাই।
দেখাও তোমার রূপ এই ভিক্ষা চাই ॥
কান্দিয়া আকুল অন্ধ প্রভুর লাগিয়া।
অন্ধের নিয়ড়ে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥
অন্ধের ভকতি দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ধীরে ধীরে প্রভু তার ধরিলেন কর ॥
বাহু পশারিয়া গোরা অন্ধে আলিঙ্গিল।
প্রভুর পরশে অন্ধ শিহরি উঠিল ॥

বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র নয়ন মেলিয়া।
কৃতার্থ হইল অন্ধ প্রভুরে দেখিয়া॥
যেই দণ্ডে হেরিলেক মোর ধর্ম্মবীর।
অমনি পড়িয়া অন্ধ ত্যজিল শরীর॥
হরিবোল বলি প্রভু অন্ধকে বেড়িয়া।
নাচিতে লাগিল প্রেমে উন্মত্ত হইয়া॥
অন্ধের সমাধি সেই আঙ্গিনাতে দিয়া।
চলিলা গৌরাঙ্গ পদ্মকোট তেয়াগিয়া॥
পদ্মকোট ছাড়ি প্রভু ত্রিপাত্র নগরে।
গিয়া চণ্ডেশ্বর শিব দরশন করে॥
করিলে ববোম্ শব্দ তাঁহার মন্দিরে।
প্রতিধ্বনি করি শব্দ দণ্ড কাল ফিরে॥
প্রকাণ্ড এক বিল্ববৃক্ষ আছে সে অঙ্গনে।
সিদ্ধ বিল্ববৃক্ষ তারে বলে সর্ব্বজনে॥
সেস্থানে অনেক শৈব করেন বসতি।
সুপণ্ডিত ভর্গদেব সেই দলপতি॥
বড়ই পণ্ডিত ভর্গদেব দর্শনেতে।
করেন হরের পূজা নিত্য আনন্দেতে॥
সেই খানে মোর প্রভু শচীর নন্দন।
ভক্তিভরে স্তব করে মুদিয়া নয়ন॥
বৃদ্ধ ভর্গদেব শচীতনয়ে দেখিয়া।
সব উদাসীন জনে বলে ডাক দিয়া॥

শুনেছ সকলে এক আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী।
এই দেশে ঘুরিতেছে তীর্থ অভিলাষী॥
অদ্ভুত মহিমা তাঁর সর্ব্বলোকে কয়।
এই ত সন্ন্যাসী সেই শচীর তনয়॥
সর্ব্বদা শাম্ভবী মুদ্রা নয়ন মাঝারে।
না রহিল পাপী তাপী হেরিয়া ইহারে॥
হরিনাম সুধাদানে দেশ ভাসাইল।
আবালবনিতাবৃদ্ধে নামে মাতাইল॥
শুনেছি পাষণ্ডগণে হরিনাম দিয়া।
উদ্ধারিতে আসিয়াছে স্বদেশ ছাড়িয়া॥
এই সেই নবীন সন্ন্যাসী দেখ ভাই।
ইহাকেই বলে সবে চৈতন্য গোঁসাই॥
যেমন শুনেছি আজি দেখিলাম তাই।
আহা মরি কিবা রূপ কভু দেখি নাই॥
মানুষ না হয় এই সন্ন্যাসিপ্রবর।
ইহারে দেখিয়া কেন গলিল অন্তর॥
ঈশ্বরের অবতার হয় এই জন।
প্রণাম করহ সবে ধরিয়া চরণ॥
এই কথা বলি ভর্গ প্রণাম করিল।
দশনে রসনা কাটি প্রভু পিছাইল॥
প্রভু বলে ছি ছি ভর্গ কি বলিলে তুমি।
নদীয়ানগরে হয় মোর জন্মভূমি॥

সামান্য মানুষ আমি এইত নিশ্চয়।
অবতার বলি কেন কর মিছে ভয়॥
ঈশ্বরের অবতার বলি বারে বারে।
অপরাধী কর কেন তোমরা আমারে॥
তীর্থ করিবারে আসিয়াছি তব ঠাঁই।
হরি বলি বাহু তুলে নাচ সবে ভাই॥
অবতার বলি কেন কর গণ্ডগোল।
এস সবে মিলে বলি হরি হরি বোল॥
ঈশ্বরের অবতার না বলিও কভু।
সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি জগতের প্রভু॥
প্রতি নমস্কার করে প্রভু করপুটে।
ত্রাস পেয়ে ভর্গদেব চমকিয়া উঠে॥
চরণতলেতে ভর্গ গড়াগড়ি যায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ পড়িয়া ধরায়॥
ভর্গ বলে শুন শুন চৈতন্য গোঁসাই।
বৃদ্ধ বলি কৃপা কর এই ভিক্ষা চাই॥
ভজন সাধন মুহি কিছু নাহি জানি।
বিরক্ত সন্ন্যাসী বলি সদা অভিমানী॥
তার কাছে গিয়া প্রভু কর ভারিভুরি।
যে জন না বুঝিয়াছে লীলার চাতুরী॥
যে তোমারে না চিনেছে তার কাছে গিয়া।
রাখহ কৌশলে নিজ রূপ লুকাইয়া॥

বৃদ্ধ বলি চক্ষু দোষে দৃষ্টি মোর ঘোর।
সেই লাগি দেখিতেছি শ্যামল কিশোর॥
সোণার মতন বর্ণ তব লোকে বলে।
অভাগা হেরিছে কাল অদৃষ্টের ফলে॥
একবার দয়া করি চৈতন্য গোঁসাই।
দেখাও যদ্যপি রূপ দেখিবারে পাই॥
কৃপা করি দেহ প্রভু মোরে চক্ষুদান।
দয়া করি কর তুমি মোরে ভাগ্যবান্॥
কৃপা করি দেখা যদি দিলে অধমেরে।
চরণ তুলিয়া দেহ মাথার উপরে॥
বৃদ্ধের বচন শুনি শচীর কুমার।
বলে কেন অপরাধী কর বার বার॥
এথায় এলেম সাধুদরশন লাগি।
আছুক পুণ্যের কথা কলুষের ভাগী॥
এই বাক্য শুনি ভর্গ করি যোড় পাণি।
এথা ভিক্ষা কর আজি এই মোর বাণী॥
ত্রিপাত্র নগরে প্রভু সপ্তাহ রহিল।
বহুতর লোক তথা আসিয়া জুটিল॥
সাত দিন করে প্রভু হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হরিনামে মাতিয়া উঠিল সর্ব্বজন॥
সেই স্থানে বহু লোক বৈষ্ণব হইল।
কণ্ঠে সবে তুলসীর মালা দুলাইল॥

আমার প্রভুর কথা কি কহিব আর।
আশ্চর্য্য প্রভাব তাঁর বিচিত্র আকার॥
দিনান্তে সামান্য ভোজ্য খায় গোরারায়।
না খাইয়া দেহ তাঁর ক্ষীণ যষ্ঠি প্রায়॥
অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তাঁর।
তথাপি দেহের জ্যোতিঃ অগ্নির আকার॥
মোহিত হয়েছে সবে অঙ্গের শোভায়।
বিনা যত্নে পদ্মগন্ধ সদাকাল গায়॥
যেজন তাঁহার প্রতি আঁখি মেলি চায়।
তেজের প্রভাবে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়॥
সাত দিন পরে ভর্গে কৃপা বিতরিয়া।
চলিলা সন্ন্যাসী মোর ত্রিপাত্র ছাড়িয়া॥
সহচর হয়ে ভর্গ পেছু পেছু ধায়।
হাত ধরি ভর্গদেবে করিলা বিদায়॥
লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভুকে দেখিতে।
কাতর না হন প্রভু কৃষ্ণনাম দিতে॥
হরিনাম বিনা কেহ নাহি কহে আন।
বহু কৃষ্ণভক্ত দেখি সকলে অজ্ঞান॥
ক্ষেপা হরিবোলা বলে প্রভুরে সকলে।
ক্ষেপাইতে কতলোক হরিবোল বলে॥
হরি বুলি কতলোক পেছু পেছু ধায়।
নাম শুনি প্রভু মোর ধুলা মাখে গায়॥

হরিনামে গোরাচাঁদ উন্মত্ত হইয়া।
গড়াগড়ি দেন কভু ধূলায় পড়িয়া ॥
যবে প্রভু ভর্গদেবে বিদায় করিলা।
সেই কালে বহুশিশু সে স্থানে আইলা ॥
কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায়।
হরি হরি বলি সবে ক্ষেপাও ইহায় ॥
আরম্ভিল ক্ষেপাইতে যত শিশুগণ।
সেই সঙ্গে নাচে প্রভু শচীর নন্দন ॥
কখন হাসেন কভু করেন ক্রন্দন।
আছাড় খাইয়া কভু ধরায় পতন ॥
ক্রমে সব লোকজন কোথা গেল চলি।
পথ মধ্যে পড়িল প্রকাণ্ড বনস্থলী ॥
নাম তার ঝারিবন পঞ্চাশ যোজন।
তার মধ্যে প্রবেশিল শচীর নন্দন ॥
ভয় নাহি মনে সুড়ি পথে চলে যাই।
আগে আগে চলে মোর চৈতন্য গোঁসাই ॥
বৃক্ষতলে থাকি সেথা নাহি লোকজন।
বৃক্ষফল খেয়ে করি ক্ষুধা নিবারণ ॥
কত যে আশ্চর্য্য ফল কহিব কেমনে।
অমৃত নিছিয়া খাই সে ফল যতনে ॥
তিন দিন পরে এক সন্ন্যাসীর দল।
পাইয়া বাড়িল বড় মোর কুতূহল ॥

সেই সঙ্গে মিলি মোরা যাই ধীরে ধীরে।
একপক্ষ পরে আসি বনের বাহিরে ॥
বনের বাহিরে হয় শুদ্ধ রঙ্গধাম।
সেই স্থানে গিয়া প্রভু দেন হরিনাম ॥
রঙ্গধামে নরসিংহ দেবের মূরতি।
হেরিলে পাষণ্ডচিত্তে উপজে ভকতি ॥
প্রহ্লাদ অঞ্জলি বান্ধি সম্মুখে তাঁহার।
করিছেন প্রভু দৈত্যরাজের সংহার ॥
এমন মূরতি আমি কভু দেখি নাই।
পাগল হইল হেরি চৈতন্য গোঁসাই ॥
কভু পড়ে কভু উঠে শচীর নন্দন।
কভু ধ্যানে মগ্ন প্রভু মুদিয়া নয়ন ॥
নৃসিংহ দেখিয়া প্রেমসাগর উথলে।
আছাড় খাইয়া কভু পড়ে ভূমিতলে ॥
কখন পাগল প্রভু এলোমেলো বকে।
মুখদিয়া ফেনা উঠে ঝলকে ঝলকে ॥
কভু ঘর্ম্মজলে উত্তরীয় ভিজে যায়।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া কভু পতিত ধরায় ॥
কোথাকার পাগল এসেছে কেহ বলে।
কেহ পড়ে আসিয়া প্রভুর পদতলে ॥
যুধিষ্ঠির নামে এক সাধক ব্রাহ্মণ।
বৈষ্ণবের চূড়ামণি সাধু আচরণ ॥

বিপ্র করে এই ক্ষেত্রে বন্দন পূজন।
নিত্য গীতা পড়ি করে অশ্রু বিমোচন ॥
মূর্খ বিপ্র গীতা পড়ে সবে উপহাসে।
গ্রাহ্য নাহি করে বিপ্র তাই ভালবাসে ॥
কার কথা নাহি মানে গীতা অধ্যয়নে।
হৃদয় নিবেশ করি পড়ে নিরজনে ॥
যতক্ষণ পড়ে গীতা কান্দয়ে ব্রাহ্মণ।
অশ্রু দেখি প্রভুর গলিয়া গেল মন ॥
প্রভু বলে কেন কাঁদ ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
বিপ্র বলে গীতা পড়ি আনন্দ প্রচুর ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণে দেখিবারে পাই।
সেই লোভে গীতা পড়ি সন্ন্যাসি-গোঁসাই ॥
প্রভু বলে কৃষ্ণে তুমি পাও দরশন।
তবে মোরে দয়া করি দেহ আলিঙ্গন ॥
তোমার সমান সাধু কভু দেখি নাই।
তোমারে ভজিলে কৃষ্ণ দেখিবারে পাই ॥
ব্রাহ্মণ প্রভুর প্রতি একদৃষ্টে চায়।
প্রভুর চরণতলে লোটাইলা কায় ॥
প্রভু কহে শুন শুন বিপ্র মহাশয়।
এই কথা নাহি কবে যথায় তথায় ॥
বড় ভাগ্যবান্ তুমি সাধুশিরোমণি।
নিত্য দেখা দেন কৃষ্ণ তোমারে আপনি ॥

বিপ্র বলে তুমি কৃষ্ণ কৃতার্থ করিলা।
এত বলি পদযুগ সাপটি ধরিলা॥
বিদায় হইতে প্রভু ব্রাহ্মণে বলিলা।
সব ছাড়ি প্রভু সঙ্গে ব্রাহ্মণ ধাইলা॥
ব্রাহ্মণে বিদায় করি শচীর নন্দন।
ঋষভ পর্ব্বতে তবে করিলা গমন॥
ঋষভ পর্ব্বতে থাকে পরানন্দ পুরী।
তাহারে দেখিতে প্রভু হৈল আগুসারী॥
পুরীসহ কৃষ্ণকথা বহুত করিলা।
অতঃপর রামনাথ নগরে আইলা॥
রামনাথ নগরেতে রামের চরণ।
হেরিয়া করিলা প্রভু অশ্রু বরষণ॥
পুলকে পূরিল দেহ কাঁপিতে লাগিল।
অজ্ঞান হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল॥
পাদপদ্ম পরশিয়া মোর দয়াময়।
শিহরি শিহরি উঠে ঘনশ্বাস বয়॥
পাদপদ্ম নিরখিয়া শচীর নন্দন।
আর আর তীর্থে চলে করিতে দর্শন॥
রামেশ্বর তীর্থে গিয়া তথি স্নান করি।
শিব দরশন করে মোর গৌরহরি॥
রামেশ্বর নামে শিব আশ্চর্য্য গঠন।
শিব দেখি মহাপ্রভু করিলা বন্দন॥

বহুতর সাধু সেথা থাকে সর্ব্বক্ষণ।
একে একে সব সাধু আইলা তখন ॥
প্রভুরে দেখিয়া এক পণ্ডিত উদাসী।
বিচার করিতে বড় হৈলা অভিলাষী ॥
প্রভু বলে বিচার না করিবারে চাই।
হইলাম বিচারে পরাস্ত তব ঠাঁই ॥
আশ্চর্য্য বিনয় তাঁর হেরিয়া নয়নে।
অজ্ঞান হইয়া ন্যাসী ভাবে মনে মনে ॥
প্রভু বলে কি ভাবিছ সন্ন্যাসি-ঠাকুর।
আতাল পাতাল কথা সব কর দূর ॥
আতাল পাতাল দূর করি ভক্তি ভরে।
কৃষ্ণগুণ গাও ভাই বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
করিয়া কৃষ্ণের নাম যাও নিত্য ধাম ॥
কৃষ্ণ বিনা গতি নাই এই ত মন্ত্রণা।
বারংবার যাতায়াতে পাইবে যন্ত্রণা ॥
অহঙ্কারে কিবা কাজ ওহে সাধু জন।
বিচারে পণ্ডিত হয়ে কিবা প্রয়োজন ॥
নরকেতে ঘর বান্ধে পাপাত্মা পণ্ডিত।
এই কথা সবে বলে শাস্ত্রের লিখিত ॥
বহু শাস্ত্র জানিয়া যে হয় কামাচার।
কি করিবে সেই মূর্খ করিয়া বিচার ॥

অর্থ লাগি প্রবঞ্চনা করে যেই জন।
নাহি বুঝে সে পাষণ্ড শাস্ত্রের বচন ॥
কামিনী কণক লাগি যার ব্যস্ত মন।
বিড়ম্বনা হয় তার বেদ অধ্যয়ন ॥
মৎসর যাহার চিত্তে সদা খেলা করে।
পিতৃপতি নিজ হস্তে তার দণ্ড করে ॥
হরিনামে গলে যায় যাহার হৃদয়।
সেই ত পণ্ডিত বড় আমার নিশ্চয় ॥
হরিনাম করিতে আনন্দধারা বহে।
যাহার নয়নে তারে সুপণ্ডিত কহে ॥
পড়িয়া শুনিয়া যার কৃষ্ণে নাই রুচি।
সেই মূর্খ হয় ভাই সর্ব্বদা অশুচি ॥
শুনিয়া প্রভুর মুখে এতেক বচন।
নিঃশব্দ হইয়া যোগী রহে কতক্ষণ ॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী সব প্রভুরে বেড়িয়া।
শুনিতে লাগিল বাণী অজ্ঞান হইয়া ॥
অবশেষে গোরাচাঁদ দুই বাহু তুলি।
হরিনামে মত্ত হয়ে পড়িলেন ঢুলি ॥
পড়িলা চৈতন্য প্রভু আছাড় খাইয়া।
পাথরের ঘায় গেল থুঁতনি কাটিয়া ॥
দর দর রক্তধারা পড়িতে লাগিল।
যতনে পণ্ডিতবর তাহা মুছাইল ॥

তিন দিন সেতুবন্ধে করিয়া কীর্ত্তন।
বামে চলে মাধ্বীবন করিতে দর্শন ॥
মাধ্বীবনে থাকে এক মৌন ব্রতধারী।
তাঁহারে দেখিতে যায় আমার ভিখারী ॥
আশ্চর্য্য রূপের ছটা সন্ন্যাসীর হয়।
শ্বেতশ্মশ্রু ঢাকিয়াছে তাঁহার হৃদয় ॥
বড় বড় নখ পড়িয়াছে উলটিয়া।
বসিয়া আছেন মৌনে উলাঙ্গ হইয়া ॥
বস্ত্র দণ্ডকমণ্ডলু কিছু কাছে নাই।
স্থির ভাবে হেরিলেন চৈতন্য গোঁসাই ॥
অতি শান্তভাব তাঁর মুদ্রিত নয়ন।
বৃক্ষ তল গৃহ হয়, আকাশ বসন ॥
কোন বাঞ্ছা নাই তাঁর মগ্ন তপস্যায়।
জোড় হস্তে প্রভু মোর সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
অনেক বিনয় স্তুতি চৈতন্য করিলা।
তথাপি সন্ন্যাসিবর ফিরে না চাহিলা ॥
তিন দিন পরে ভিক্ষা আনি ফল মূল।
যোগাইয়া যান যত উদাসীনকুল ॥
তিন দিন পরে সেই যোগিমহাজন।
করেন আহার করি জীবন ধারণ ॥
ধ্যান ভাঙ্গি যোগিবর ফিরে তাকাইলা।
সেই কালে প্রভু কথা কহিতে লাগিলা ॥

কিছু নাহি বুঝে যোগী প্রভুর বচন।
সংস্কৃত ভাষায় তবে করে আলাপন ॥
স্থিরভাবে শুনি বাণী যোগিমহাশয়।
প্রভুর সহিতে দুই চারি কথা কয় ॥
দুই চারি কথা কহি যোগিমহাজন।
চাম্বনি শিঙড়ি বলি হাসিলা তখন ॥
চাম্বনি শিঙড়ি বলি অতি শুদ্ধ মনে।
হাসিয়া প্রণাম করে প্রভুর চরণে ॥
প্রতি নমস্কার করি মোর গোরারায়।
আনন্দে ভাসিয়া তবে কৃষ্ণগুণ গায় ॥
প্রণাম করিতে দেখি সেই যোগিবরে।
সকল সন্ন্যাসী তবে প্রভুপদ ধরে ॥
সেই খানে ইষ্ট গোষ্ঠী করি গোরারায়।
তথা হতে সাত দিন পরে বাহিরায় ॥
তত্ত্বকুণ্ডী নামে তীর্থ আছে সেই স্থানে।
স্নান করিবারে প্রভু চলিলা সেখানে ॥
তার পরে তাম্রপর্ণী নদী দেখা দিল।
স্নান করিবারে প্রভু সেখানে চলিল ॥
মাঘী পূর্ণিমার দিনে তাম্রপর্ণীধারে।
বহুত অতিথি আসে স্নান করিবারে ॥
সেই স্থানে একপক্ষ অপেক্ষা করিয়া।
মাঘী পূর্ণিমার দিন স্নান করি গিয়া ॥

তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে।
প্রভু কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে ॥
পর্ব্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই।
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই ॥
বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া সেই খানে।
ঈশ্বরের গুণগান করিছে সজ্ঞানে ॥
সে ভাব দেখিলে চিত্ত হয় আনন্দিত।
ভাবের উদয়ে দেহ হৈল পুলকিত ॥
পর্ব্বত সমান বালি হয়ে স্তূপাকার।
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার ॥
হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর।
কিকব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে যার শুদ্ধ মনঃ ॥
গোবিন্দ বলিয়া প্রভু মোরে ডাক দিয়া।
স্নান করিবারে বলে ঈষৎ হাসিয়া ॥
বেগে আসিতেছে ঢেউ পর্ব্বত সমান।
ভক্তিভাবে সেই খানে করিলা স্নান ॥
স্নান করি প্রভু মোর কান্দে হরি বলি।
হৃদয়ের প্রেম যেন পড়িল উথলি ॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কপাল ঘামিল।
সেই শীর্ণ দেহ তাঁর পুলকে পূরিল ॥

স্নান করি গোরারায় মনে মনে ভাবে।
আমারে ডাকিয়া বলে কোন দিকে যাবে॥
কহিলাম যেই দিকে প্রভুর গমন।
সেই দিকে যাবে দাস করিতে সেবন॥
স্নান করি বড় এক সন্ন্যাসীর দল।
ফিরিয়া চলিল তারা পর্ব্বত সাঁতল॥
তাহাদের সঙ্গে মিশি চলিলা নিমাই।
ছায়ার সমান আমি পেছু পেছু যাই॥
পঞ্চদশ ক্রোশ গিয়া মিলিল সাঁতল।
সেই খানে স্থিতি করে সন্ন্যাসীর দল॥
এক বৃক্ষতলে গিয়া চৈতন্য গোঁসাই।
কি ভিক্ষা করিব কোথা ভাবিয়া না পাই॥
অন্তরের ভাব বুঝি ঈষৎ হাসিয়া।
বলে প্রভু ভাব তুমি কিসের লাগিয়া॥
হরিনাম সুধাপানে রজনী কাটাব।
প্রভাতে উঠিয়া যথা ইচ্ছা চলি যাব॥
ইহা বলি গোরাচাঁদ নয়ন মুদিয়া।
স্থির ভাবে বসিলেন বৃক্ষে ঠেস দিয়া॥
খঞ্জনী বাজায়ে যত সন্ন্যাসী ঠাকুর।
গান আরম্ভিলা বড় শুনিতে মধুর॥
হেন কালে এক শ্রেষ্ঠী সেখানে আসিয়া।
সকলেরে ভিক্ষা দিয়া গেলেন চলিয়া॥

গোটা গোটা ফল মূল দুগ্ধ আর চিনি।
ভক্তি করি সকলেরে ভিক্ষা দেন তিনি॥
ভিক্ষা পেয়ে মন মোর পুলকে পূরিল।
দুগ্ধ চিনি লয়ে প্রভু ভোগ লাগাইল॥
সন্ন্যাসি-ঠাকুর সব প্রভাতে উঠিয়া।
চলিলা ত্রিবঙ্কু দেশে পর্ব্বত ভেদিয়া॥
ত্রিবঙ্কু দেশের রাজা বড় পুণ্যবান্।
পালন করেন প্রজা পুত্রের সমান॥
নগরের লোক সব অতিথি কুশল।
অতিথি লইয়া সবে করে কোলাহল॥
অতিথি লইয়া সবে টানাটানি করে।
অতিথির সেবা করে বড়ই আদরে॥
এথাকার রাজা তার নাম রুদ্রপতি।
কাঙালের মাতা পিতা অগতির গতি॥
এ রাজার রাজ্যে প্রজা বড় সুখী হয়।
রাজার লাগিয়া সবে ব্যাকুল হৃদয়॥
কত হাতী ঘোড়া বাঁধা রাজার দুয়ারে।
অন্নের অভাব নাই তাঁহার ভাণ্ডারে॥
নগরের তিন স্থানে অন্নছত্র হয়।
অতিথি পথিক আসি সেই ছত্রে রয়॥
যাঁর যত দিন ইচ্ছা রহে সেই খানে।
ধন্য ধন্য রাজা বলি সকলে বাখানে॥

সন্ধ্যাকালে আসিলাম ত্রিবঙ্কু নগরে।
বৃক্ষতলে বসে প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে॥
একজন গ্রাম্য লোক চূণা আনি দিলা।
বৃক্ষতলে থাকি প্রভু রজনি যাপিলা॥
পরদিন এই কথা রটিয়া পড়িল।
নগরের লোক ক্রমে আসিয়া জুটিল॥
গোরার আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া সকলে।
জোড় হস্তে আসিয়া দাঁড়ায় সেই স্থলে॥
হরিনাম করে গোরা মুদ্রিত নয়নে।
দাঁড়াইয়া স্তব করে সবে শুদ্ধ মনে॥
বসিয়া আছেন প্রভু অঙ্গ নাহি নড়ে।
নয়নের কোণ বাহি অশ্রুধারা পড়ে॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে।
ভাব দেখি গ্রাম্যলোক কত স্তব করে॥
কেহ বলে মোর গৃহে চলহ সন্ন্যাসী।
কেহ বলে তোমারে দেখিতে ভালবাসি॥
কেহ কেহ ফল মূল আনিয়া যোগায়।
নয়ন খুলিয়া মোর প্রভু নাহি চায়॥
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়।
ইহারে দেখিয়া কেন এত ভক্তি হয়॥
ইচ্ছা হয় এরে দেখি বিষয় ছাড়িতে।
মন নাহি যায় আর সংসার করিতে॥

কেহ বলে আজি সুখে রজনী পোহালো।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর চিত্ত শুদ্ধ হলো॥
একজন বুড়া আসি বলে ভক্তি ভরে।
কোথায় সন্ন্যাসী আছে দেখাও আমারে॥
তাহার আগ্রহ দেখি মোর গোরা রায়।
তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে যায়॥
প্রভুর সম্মুখে বৃদ্ধ প্রণাম করিয়া।
ফল মূল চূণা আনি দেয় যোগাইয়া॥
এই কথা লয়ে সবে করে কাণাকাণি।
দর্শন মানসে আসে কত শত জ্ঞানী॥
একজন ব্রহ্মবাদী নিকটে আসিয়া।
তুলিলা অদ্বৈতবাদ চৈতন্য হাসিয়া॥
বেদ বেদান্তের কথা শাস্ত্রের প্রমাণ।
বলিয়া বুঝান তারে শুনিয়া অজ্ঞান॥
প্রভু বলে শুন শুন জ্ঞানী মহাশয়।
সর্ব্ব সাধনের সিদ্ধি রাধাপ্রেম হয়॥
রাধিকার সূক্ষ্ম প্রেম পর্ব্বত সমান।
ভক্তি বিনা কেহ তার না পায় সন্ধান॥
আত্মসুখ তেয়াগিয়া রাধিকাসুন্দরী।
কৃষ্ণ সুখে পাগলিনী সব পরি হরি।
শ্রীরাধার গাঢ় প্রেম বুঝে যেই জন।
পুনঃ পুনঃ সেজনার না হয় মরণ॥

যেই জন মায়াবাদে ভাসে অনুক্ষণ।
তার কাছে ভক্তিতত্ত্ব না পায় স্ফুরণ॥
প্রেমের বাছনি সার মহা ভাব হয়।
সেই মহাভাবময়ী শ্রীরাধা নিশ্চয়॥
এই তত্ত্ব যেই বুঝে বৃদ্ধ মহাশয়।
জন্ম মৃত্যু পুনঃ পুনঃ তার নাহি হয়॥
প্রভুর মহিমা পরে দেশে প্রচারিল।
নানা লোক আসি ক্রমে জুটিতে লাগিল॥
এ দেশের রাজা কত আগ্রহ করিয়া।
প্রভুকে লইতে দিলা লোক পাঠাইয়া॥
প্রভু বলে সেথা মোর নাহি প্রয়োজন।
বিষয়ীর কাছে আমি না করি গমন॥
রাজদূত বলে শুন সন্ন্যাসিঠাকুর।
কেন নাহি যাবে পাবে সম্পত্তি প্রচুর॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি যাহা তুমি চাবে।
তথা তুমি অনায়াসে সেই ধন পাবে॥
দূতমুখে অভিপ্রায় ভাবেতে বুঝিয়া।
কহিতে লাগিলা তবে তারে বুঝাইয়া॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু বলিলা বচন।
শুন রাজদূত ধনে নাহি প্রয়োজন॥
বিষয়ের কীট যারা তাদের সংস্রবে।
কভু নাহি যাই মুহি কি হবে বিভবে॥

বিষয়ের কীট করে ধনে অভিলাষ।
অনর্থের মূল ধন এই ত বিশ্বাস ॥
ধনমদে মত্ত যারা ভুলি তত্ত্ব কথা।
বিষয় নরকে তারা থাকয়ে সর্ব্বথা ॥
অনিত্য শরীর ধনী ইহা নাহি জানে।
জীবনের সার্থক বলিয়া ধনে মানে ॥
এই কথা শুনি তবে দূত করি ক্রোধ।
রাজদ্বারে চলি গেলা দিতে প্রতিশোধ ॥
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি রাজা রুদ্রপতি।
কিছু নাহি ক্রোধ করে সন্ন্যাসীর প্রতি ॥
গোটা গোটা বাত শুনি দূতের বদনে।
সন্ন্যাসী দেখিতে ইচ্ছা করিলা আপনে ॥
সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্রপতি।
ভক্তিভরে বাহিরিয়া আসে শীঘ্রগতি ॥
হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূর দেশে।
সন্ন্যাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে ॥
দুই চারি মন্ত্রী সহ রাজা মহাশয়।
প্রভুর নিয়ড়ে আসি ভক্তিভরে কয় ॥
জোড় হস্তে রুদ্রপতি কহে বার বার।
দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥
না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে।
সেই অপরাধ মোর ক্ষম এই বারে ॥

জ্ঞান শিক্ষা দেহ মোরে অধমতারণ।
শোক দুঃখ পায় জীব কিসের কারণ ॥
বড়ই পণ্ডিত রাজা নানা শাস্ত্রে হয়।
ভাগবতে বড় জ্ঞানী সর্ব্ব লোকে কয় ॥
দুই চারি পণ্ডিত গোঁসাই তাঁর সনে।
উপনীত হইয়াছে শিক্ষার কারণে ॥
প্রভু কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান্।
ভাগবত জান তুমি কি কহিব আন ॥
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি বড় জ্ঞানী।
রাধাকৃষ্ণ বিনা আমি কিছু নাহি জানি ॥
লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল।
দর দর অশ্রু ধারা পড়িতে লাগিল ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া।
নাচিতে লাগিল দুই বাহু পশারিয়া ॥
গোরা বলে হরিবোল অজ্ঞান হইয়া।
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া ॥
পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিলা।
সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিলা ॥
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল।
নয়নের জলে তাঁর হৃদয় ভাসিল ॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে পূরিল।
ধূলায় পড়িয়া অঙ্গ ধূসর হইল ॥

দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই।
কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই॥
হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা।
সেইজন হয় মোর নয়নের তারা॥
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়।
জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি মহারাজে বিদায় করিয়া।
স্নান করিবারে প্রভু গেলেন চলিয়া॥
বহুতর ফল মূল রাজা পাঠাইল।
আহ্নিক করিয়া প্রভু ভোগ লাগাইল॥
লোক জন রাখি রাজা প্রভুর সেবায়।
প্রফুল্ল অন্তরে রাজধানী চলি যায়॥
কেহ ফল মূল আনে কেহ আনে আটা।
কেহ চূণা আনি দেয় অতিথির বাটা॥
বিশ্বম্ভর লাগি লোক করে হানা পানা।
মাঝে মাঝে বহু লোক আসি দেয় থানা॥
যার যাহা ইচ্ছা হয় আনিয়া যোগায়।
ভাল মন্দ কিছু নাহি কহে গোরা রায়॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত দেশ দেখিতে সুন্দর।
ঝরণার জল চলে অতি মনোহর॥
বড় বড় নিম্ববৃক্ষ চারিদিকে হয়।
আশ্চর্য্য তাহার শোভা কহনে না যায়॥

রামগিরি নামে গিরি আছে সেই খানে।
আশ্চর্য্য মহিমা তার সকলে বাখানে ॥
সবে বলে রামচন্দ্র ইহার উপরে।
সীতা সহ তিন দিন আসি বাস করে ॥
লঙ্কার সমর জিনি রাম গুণধাম।
এই গিরিকূটে উঠি করেন বিশ্রাম ॥
সীতাসহ রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এই খানে বিরাম করেন তিন জন ॥
শুনিয়া প্রভুর মনে লালসা বাড়িল।
সেই স্থান দেখিবারে পর্ব্বতে উঠিল ॥
যেই স্থানে রাম সীতা বিশ্রাম করিলা।
সেই খানে মোর গোরা গিয়া প্রণমিলা ॥
ভক্তিসহ সেই রামগিরি নিরখিতে।
কতশত লোক উঠে প্রভুর সহিতে ॥
আড়ে দীঘে এই দেশ বড়ই বিস্তর।
এক পক্ষকাল গেল তাহার ভিতর ॥
তার পর পয়োষ্ণি নগরে প্রবেশিলা।
শিব নারায়ণ দেখি প্রফুল্ল হইলা ॥
শিঙারির মঠে থাকে শঙ্করের চেলা।
সেই খানে গিয়া প্রভু করিলেন মেলা ॥
শঙ্করের শিষ্য যত একত্র হইয়া।
বিচার করিতে বসে তত্ত্ব বিচারিয়া ॥

দেশশুদ্ধ হরিবোলা করিয়াছ তুমি।
তোমার কিঞ্চিত গুণ নাহি দেখি আমি॥
শুনেছি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু মুখে নাহি কথা।
ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথাতথা॥
বিদ্যা নাই জ্ঞান নাই বিচার করিতে।
তবে কেন মূর্খলোক ভোলে আচম্বিতে॥
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া।
সূক্ষ্ম তত্ত্ব সর্ব্বলোকে দেহ দেখাইয়া॥
এদেশের মূর্খলোকে হরিবোলা করি।
কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী॥
শক্তি যদি থাকে তবে করহ বিচার।
এইবারে বুদ্ধি শুদ্ধি বুঝিব তোমার॥
এত বলি ভারতী গোঁসাই দৌড় দিল।
তিন সঙ্গিসহ পুনঃ আসিয়া বসিল॥
চারিজনে বসিলা প্রভুর চারি ভিতে।
এই রঙ্গ দেখি প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
ভারতী বলিলা তুমি উড়াও হাসিয়া।
মুহি যাহা বলি তাহা দেখ আলোচিয়া॥
কে হয় উপাস্য দেব বলহ আমারে।
প্রভু বলে কৃষ্ণ ভিন্ন কি আছে সংসারে॥
ভারতী বলেন শুন শাস্ত্রের প্রমাণ।
এক ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর বেদের বাখান॥

যেদিকে তাকাই দেখি সব ব্রহ্মময়।
এ বাদের নিরাস বলহ কিসে হয় ॥
প্রভু বলে বিচার না করিবারে জানি।
মানিলাম সর্ব্বতত্ত্বে তুমি হও জ্ঞানী ॥
বিচারে বড়ই তুমি পণ্ডিত গোঁসাই।
তোমার নিকটে হলো পরাস্ত নিমাই ॥
চাহ যদি জয়পত্র লিখে দিতে পারি।
তোমার বিচারে আজি মানিলাম হারি ॥
এত শুনি যোগী করে খুটুর খাটুর।
প্রভু বলে ভক্তি কর তর্ক বহুদূর ॥
ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ এইত বিচার।
বেদ বেদান্তের মত কর ছার খার ॥
বহুশাস্ত্র আলোচিয়া বল কিবা ফল।
কৃষ্ণ বিনা নাহি আছে দাঁড়াবার স্থল ॥
এত বলি প্রভু মোর নয়ন মুদিল।
লোমাঞ্চিত কলেবর ভক্তি উছলিল ॥
পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বাহিয়া।
কৌপীনের গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিয়া ॥
থর থরি হৃৎকম্প শরীর ঘামিল।
কৃষ্ণবলি ডাক দিয়া ঢুলিতে লাগিল ॥
কৃষ্ণহে কোথায় আছ প্রভু দয়াময়।
ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ হৃদয় ॥

এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
মনের আবেগ যেন দ্বিগুণ বাড়িল ॥
ভাল মন্দ নাহি শুনে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরন্তর ॥
তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়া ॥
এই ভাব দেখি যোগী আপন নয়নে।
জড়াইয়া ধরে তবে প্রভুর চরণে ॥
যোগী বলে বিচার না করিবারে মাগি।
উৎকণ্ঠা বাড়িছে মোর এবে কৃষ্ণ লাগি ॥
দেখিয়া তোমার ভাব নবীন সন্ন্যাসী।
বিচার করিতে মুহি নাহি অভিলাষী ॥
অপূর্ব্ব রতন ভক্তি দেহ মোর মনে।
এই নিবেদন করি তোমার চরণে ॥
যোগীর এতেক বাণী শুনিতে না পায়।
অশ্রু জলে প্রভু মোর পৃথিবী ভিজায় ॥
মহা ভাবাবেশে অঙ্গ স্তম্ভিত হইল।
সোণার দোসর দেহ ধূলায় পড়িল।
কৃষ্ণ বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়ি যায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ বিন্ধিল কাঁটায় ॥
সম্মুখে বসিয়া যোগী কান্দিতে লাগিল।
অমনি তাহার প্রতি দয়া উপজিল ॥

ভারতীর ভক্তি দেখি পৃষ্ঠে দিলা হাত।
পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলে দুই চারি বাত ॥
যোগীর হইল ভক্তি প্রভুর পরশে।
মজিল তাঁহার মন কৃষ্ট ভক্তিরসে ॥
কেমন প্রভুর কৃপা কহনে না যায়।
প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধূলায় লুটায় ॥
যোগী বলে তুমিই আমার কৃষ্ণ হবে।
পুনঃ আসি প্রভু মোরে দেখা দিবে কবে ॥
প্রভু বলে এহ বাণী না কহিও আর।
বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণ এই ত বিচার ॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণ তত্ত্ব না হয় উদয়।
ভক্তিডোরে বাঁধা কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥
যোগী বলে বুঝেছি তোমার ভারি ভূরি।
চক্ষে ধূলা দাও কেন করিয়া চাতুরী ॥
ভক্তিডোরে আজি আমি তোমারে বাঁধিব।
খড়ম দুখানি আজি কাড়িয়া লইব ॥
ঈশ্বর ভারতী তবে এতেক বলিয়া।
জোরে টানাটানি করে খড়ম ধরিয়া ॥
প্রভু বলে কৃষ্ণে তুমি করহ বিশ্বাস।
আজি হৈতে তব নাম হইল কৃষ্ণদাস ॥
এত বলি চলে প্রভু ছাড়ি চণ্ডপুর।
যোগিবর সঙ্গে সঙ্গে আসে বহুদূর ॥

হাসিয়া যোগীরে প্রভু করিলা বিদায়।
প্রণাম করিয়া তবে যোগিবর যায় ॥
দুই দিবা রাত্রি যায় পর্ব্বত ভেদিয়া।
এর মধ্যে গ্রাম পুরী না পাই খুজিয়া ॥
বড়ই দুর্গম পথ চলিতে না পারি।
কেবল কদম্ববৃক্ষ দেখি সারি সারি ॥
কদম্বের গাছ দেখি প্রভু মোরে বলে।
মোর কৃষ্ণ কেলি করে এই বৃক্ষ তলে ॥
এত বলি কান্দিয়া আকুল প্রভু মোর।
ঢুলিতে ঢুলিতে চলে কৃষ্ণ প্রেমে ভোর ॥
চলিতে চলিতে দেখি ক্ষুদ্র জলাশয়।
সেইখানে এক ব্যাঘ্র দেখে হয় ভয় ॥
ইঙ্গিত করিয়া ব্যাঘ্র প্রভুরে দেখাই।
ভালমন্দ প্রভুমুখে শুনিতে না পাই ॥
জলপান করিতেছে ব্যাঘ্র সেই স্থানে।
প্রভুপার্শ্বে গুড়ি গুড়ি যাই সাবধানে ॥
চলিলা ডাইনে গোরা ব্যাঘ্র রাখি বামে।
আবেশে অবশ অঙ্গ মত্ত হরিনামে ॥
ফিরে না চাহিল ব্যাঘ্র মোদিগের প্রতি।
পিছনে তাকাই আর চলি দ্রুতগতি ॥
মোর ভাবগতি দেখে ঈষৎ হাসিয়া।
বলে প্রভু ভয় কর কিসের লাগিয়া ॥

হরিনাম বলে নাহি রহে যমভয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয় ॥
এই কথা শুনি মোর শক্তি সঞ্চারিল।
শরীরের বল যেন দ্বিগুণ বাড়িল ॥
চলিতে চলিতে এক ক্ষুদ্র পল্লীপাশে।
উপনীত হইলাম আশ্রয়ের আশে ॥
অতি ক্ষুদ্র পল্লী সব দুঃখী অধিবাসী।
সেইখানে গিয়া বসে নিমাই সন্ন্যাসী ॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত পল্লী দেখিতে সুন্দর।
ভিক্ষা লাগি যাই আমি গ্রামের ভিতর ॥
বড়ই দরিদ্র হয় একই ব্রাহ্মণ।
ভিক্ষা করি কোনরূপে কাটায় জীবন ॥
ভিক্ষা করিবারে আমি তার গৃহে যাই।
বিপ্র বলে ক্ষণেক অপেক্ষা কর ভাই ॥
কিছুক্ষণ বৈস এথা ফিরে না যাইবে।
অতিথি ফিরিলে মোর নরক হইবে ॥
ভিক্ষা মাগি এনে দিব ভিক্ষা তব ঠাঁই।
কিছুকাল এখানে অপেক্ষা কর ভাই ॥
এত বলি সেই বিপ্র ভিক্ষায় চলিল।
দুটী নারিকেল আনি মোরে ভিক্ষা দিল ॥
ভিক্ষা আনি প্রভুরে যোগাই বৃক্ষতলে।
ফলভোগ লাগাইলা প্রভু কুতূহলে ॥

ব্রাহ্মণের কথা শুনি মোর গোরা রায়।
সন্ধ্যার সময়ে বিপ্রে দেখিবারে যায় ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুটী থাকে সেই স্থানে।
গোপালের সেবা লাগি ভিক্ষা মেগে আনে ॥
আপনার ঘরে বিপ্র প্রভুরে দেখিয়া।
জোড়হস্তে দাঁড়াইলা সম্মুখে আসিয়া ॥
বিপ্র বলে কি দিয়া পূজিব অতিথিরে।
কেমনে বলিব প্রভু যাহ তুমি ফিরে ॥
গোপালের সেবা লাগি আছি এইখানে।
ভিক্ষা করে সেবা করি আমরা দুজনে ॥
আসন নাহিক মোর কি দিব বসিতে।
ব্রাহ্মণী বলিলা বিপ্র মাথা দাও পেতে ॥
বিদ্যুত খেলিছে দেখ অতিথির গায়।
তুলসী আনিয়া দেহ অতিথির পায় ॥
তাড়াতাড়ি বিপ্র তবে তুলসী আনিয়া।
প্রভুর চরণে দিতে গেলেন ধাইয়া ॥
হাত ধরি বিপ্রে তবে চৈতন্য বুঝায়।
তুলসী অর্পণ কর গোপালের পায় ॥
এই কথা শুনি বিপ্র কান্দিতে লাগিল।
অমনি দয়াল প্রভু তারে আলিঙ্গিল ॥
প্রভু বলে তুমি বিপ্র বড় ভাগ্যবান্।
তব গৃহে বিরাজেন নিজে ভগবান্ ॥

কি কব ভাগ্যের কথা ঠাকুর তোমার।
গোপাল তোমার গৃহে করেন বিহার ॥
সাক্ষাৎ কমলা হন তোমার ঘরণী।
মনে বিচারিয়া তুমি দেখহ আপনি ॥
বিপ্র বলে ভাগ্য মানি তোমার কৃপায়।
সামান্য মানুষ তুমি নহ দয়াময় ॥
তব অঙ্গে সৌদামিনী খেলা করে কেন।
তব দেহে পদ্মগন্ধ অনুমানি হেন ॥
তুমি যদি ভগবান্ নহ দয়াময়।
তবে কেন তব অঙ্গে পদ্মগন্ধ বয় ॥
মোর মাথে তুলে দেহ তোমার চরণ।
এত বলি মাথা পাতি দিলেন ব্রাহ্মণ ॥
এই বাক্যে দশনেতে রসনা কাটিয়া।
দয়াল চৈতন্যদেব গেলেন পিছিয়া ॥
ব্যাকুল হইয়া বিপ্র ব্রাহ্মণীর সাথে।
ধেয়ে গিয়া পদতলে নোয়াইলা মাথে ॥
বাহু পশারিয়া প্রভু ব্রাহ্মণে তুলিলা।
তারপরে ভক্তিভরে গান আরম্ভিলা ॥
ব্রাহ্মণের গৃহ যেন হৈল বৃন্দাবন।
হরিনাম শুনিবারে আসে গ্রাম্যজন ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥

দয়াল চৈতন্য এই গান আরম্ভিল।
সেই সঙ্গে শ্রোতা সব মাতিয়া উঠিল ॥
নাম শুনি গ্রাম্যলোক প্রভুর বদনে।
গড়াগড়ি দেয় সবে প্রভুর চরণে ॥
গাইতে গাইতে গান রাত্রি পোহাইল।
প্রাতঃকালে মোর প্রভু বিদায় লইল ॥
বিদায় লইয়া যবে প্রভু বাহিরায়।
তাকাইয়া রহে লোক পুতুলের প্রায় ॥
ইঙ্গিত করিলা মোরে গোবিন্দ বলিয়া।
কাঁধে তুলি লইলাম তখনি খড়িয়া ॥
কাণ্ডার দেশের কাছে শোভে নীলগিরি।
অপরাহ্নে সেইখানে যাই ধীরি ধীরি ॥
কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে।
ধ্যানে মগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে ॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়।
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায় ॥
বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আরোহিয়া।
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া ॥
ঝরঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল।
তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল ॥
পর্ব্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই।
নবীন নবীন শোভা দেখিবারে পাই ॥

কতশত লতা বৃক্ষে করিয়া বেষ্টন।
আদরেতে দেখাইছে দম্পতী-বন্ধন॥
ময়ূর বসিয়া ডালে কেকারব করে।
নানাজাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥
রজনীতে কত লতা ধগধগি জ্বলে।
গাছে গাছে জোনাকী জ্বলিছে দলে দলে॥
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরুঝুরু স্বরে।
তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে॥
রজনীতে বসি গিয়া এক বৃক্ষতলে।
আজি রাত্রি যাপ ইহ প্রভু মোরে বলে॥
এইমাত্র বলি গোরা মুদিয়া নয়ন।
হরিনামে করিলেন রজনী যাপন॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি লাগে প্রভুর কৃপায়।
সেই লাগি পড়ে থাকি যথায় তথায়॥
যেই দিন বলে প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
সেইদিন যাই মুহি গৃহস্থের দ্বারে॥
প্রাতে উঠি যাই মোরা গুর্জরী নগরে।
বহুতর লোক এথা সুখে বাস করে॥
এইখানে বহু অট্টালিকা শোভা পায়।
নগরের ধারে গিয়া বৈসে গোরারায়॥

এস্থানে অগস্ত্যকুণ্ড নামে কুণ্ড হয়।
কুণ্ডে স্নান করি হৈলা আনন্দ উদয় ॥
গোরারায় অগস্ত্য কুণ্ডেতে করি স্নান।
কুণ্ডতীরে বসি করে হরিগুণ গান ॥
ক্রমে দুই চারি জন লোক দেখা দিল।
এক বিপ্র দুগ্ধ চিনি আনি কাছে দিল ॥
কেহ বলে অতিথি হে মোর গৃহে চল।
কেহ বলে পুনঃ তুমি কৃষ্ণনাম বল ॥
তব মুখে হরিনাম বড়ই মধুর।
নাম শুনি শোক তাপ সব হৈল দূর ॥
তব মুখে কৃষ্ণনাম অমৃত সমান।
কহ কহ কৃষ্ণকথা জুড়াক পরাণ ॥
কার কথা কেবা শোনে না কহিলা বাণী।
দেখিতে প্রভুরে আসে কত কত জ্ঞানী ॥
চক্ষু মুদি গোরাচাঁদ দুলিতে লাগিল।
নয়ন ফাটিয়া অশ্রু আসি দেখা দিল ॥
লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায়।
কৃষ্ণ হে বলিয়া কান্দি মৃত্তিকা ভিজায় ॥
ফোঁপারি ফোঁপারি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
বাঁধন খুলিয়া পৃষ্ঠে জটা এলাইল ॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কান্দিয়া আকুল।
আলুথালু বেশে প্রভু কহে নানা ভুল ॥

কভু প্রভু মত্ত হয়ে গড়াগড়ি যায়।
আছাড়ি বিছাড়ি কভু পড়য়ে ধরায় ॥
ঐ মোর প্রিয়সখা মুকুন্দ মুরারি।
এই বলি ধেয়ে যান চৈতন্য ভিখারী ॥
কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি।
কৃষ্ণনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি ॥
এই ভাবে নানাকথা কহে গোরারায়।
ভাবে মত্ত হয়ে প্রভু ছুটিয়া বেড়ায় ॥
আশ্চর্য্য প্রভাব শুনি যত মহাজন।
প্রভুর সমীপে সব করে আগমন ॥
অর্জ্জুন নামেতে এক পণ্ডিত মহান্।
বুঝায় প্রভুরে বলি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
অর্জ্জুন বলিলা জীবতত্ত্ব নাহি মানি।
আত্মতত্ত্ব জীবতত্ত্ব দুই এক জানি ॥
প্রভু কহে আপনি পণ্ডিত মহাশয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ শুনি করহ নিশ্চয় ॥
দ্বাসুপর্ণা এ শ্রুতির মর্ম্ম যদি জান।
তবে কেন দুই তত্ত্ব এক বলি মান ॥
বেদান্তের সূক্ষ্ম কথা তুলি গোরারায়।
তন্ন তন্ন করি সব অর্জ্জুনে বুঝায় ॥
জীব আত্মা পরমাত্মা এই ভাবে রয়।
আত্মা মহাবৃক্ষ জীব তার পত্র হয় ॥

কি পাঠ পড়িলে তুমি পণ্ডিত ঠাকুর।
আতাল পাতাল কথা সব কর দূর॥
ঈশ্বরের ছায়া মায়া তাতে লিপ্ত নয়।
তাঁহার ইচ্ছায় জীব হয় মায়াময়॥
নাম বলে যেই মায়া ছাড়িবারে পারে।
সেই ত মহান্ মুনি হয় এ সংসারে॥
মায়া যবনিকা মধ্যে আছে এক জন।
যবনিকা তুলে তাঁরে কর দরশন॥
এত বলি কৃষ্ণহে বলিয়া ডাক দিল।
সেস্থান অমনি যেন নিঃশব্দ হইল॥
প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত।
আজি কিন্তু দেহ মোর হৈল পুলকিত॥
রাম রাম বলি প্রভু ডাকিতে লাগিল।
সেস্থান তখন যেন বৈকুণ্ঠ হইল॥
অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল।
দলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল
শত শত লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নিঃশব্দ হইয়া॥
নাম শুনিবার যেন স্বর্গে দেবগণ।
মাথার উপরি আসি করিছে শ্রবণ॥
ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি।
অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌর হরি॥

প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন।
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥
বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥
পশ্চাৎ ভাগেতে মুহি দেখি তাকাইয়া।
শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া॥
ভক্তিভরে হরিনাম শুনিছে সকলে।
নারীগণ অশ্রুজল মুছিচে আঁচলে॥
অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া॥
উপদেশে এই দেশ মাতাইলা প্রভু।
এমন প্রভাব মুহি দেখি নাই কভু॥
কখন তামিল বুলি বলে গোরারায়।
কভু বা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে মাতায়॥
এইরূপে হরিনাম করিতে করিতে।
অজ্ঞান হইয়া প্রভু লাগিল নাচিতে॥
এলাইল জটাজুট খসিল কৌপীন।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ যেন অতি দীন॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইয়া।
ভূমির উপরে তবে পড়ে আছাড়িয়া॥
পড়িয়া রহিল প্রভু জড়ের সমান।
ইহা দেখি লোক সব হৈল আগুয়ান॥

কেহ জল আনি দেয় প্রভুর বদনে।
কেহবা ধরিয়া তোলে অতি সাবধানে ॥
দুই দণ্ড পরে প্রভু উঠিল বসিয়া।
হরিধ্বনি করে সবে আশ্চর্য্য হইয়া ॥
অপরাহ্ণে এক বিপ্র ভিক্ষা আনি দিল।
বৃক্ষতলে প্রভু মোর ভোগ লাগাইল ॥
গুর্জ্জরী নগর ছাড়ি মোর গোরারায়।
পূর্ণ নগরে প্রভু যাইবারে চায় ॥
সাতদিন ইষ্টগোষ্ঠী কভু না করিলা।
একেবারে বিজাপুরে পর্ব্বতে উঠিলা ॥
পথের সম্বল মাত্র আছে হরিনাম।
পর্ব্বতে উঠিয়া প্রভু করিলা বিশ্রাম ॥
এইস্থানে পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া।
আনন্দ পাইল হরগৌরী নিরখিয়া ॥
পর্ব্বত হইতে নামি চৈতন্য গোঁসাই।
চলিলা উত্তরে মুহি পিছে পিছে যাই ॥
একেবারে দেখা গেল সহ্য কুলাচল।
কুলাচল দেখি প্রভু আনন্দে বিহ্বল ॥
মহেন্দ্র মলয় গিরি দেখেছি নয়নে।
সহ্যগিরি শোভা আহা না যায় কথনে ॥
দূর হৈতে নীলবর্ণ রেখা দেখা যায়।
সেই স্থানে দেখিবারে মোর প্রভু ধায় ॥

গম্ভীর ভাবেতে গিরি আছে দাঁড়াইয়া।
গিরি দেখি চিত্ত যেন উঠিল নাচিয়া॥
প্রভু বলে এই গিরি আনন্দের ধাম।
আনন্দের ধাম বলি করিলা প্রণাম॥
সহ্যকুলাচল দেখি হয় অগ্রসর।
পুলকে পূরিল যেন প্রভু বিশ্বম্ভর॥
চলিলা উত্তরে সহ্য গিরি ত্যাগ করি।
অপার আনন্দ মুখে বলে হরি হরি॥
কোন অভিলাষ নাই অতি দীনবেশ।
ভক্তিরসে ভাসাইলা প্রভু নানা দেশ॥
কৌপীন পরণে ধূলা মাখা সর্ব্বগায়।
দেখিলে পাগল বটে এই মনে হয়॥
ক্রমে গোরাচাঁদ পূর্ণনগরে আইলা।
বহুত পণ্ডিত তথা আসি ঝাঁকি দিলা॥
বহু লোক করে হেথা শাস্ত্র অধ্যয়ন।
ক্রমে ক্রমে বহু লোক দিলা দরশন॥
অচ্ছসর নামে এক জলাশয় আছে।
বসিলা নিমাই মোর গিয়া তার কাছে॥
বিস্তৃত বকুল বৃক্ষ শোভে তদুপরি।
মোর প্রভু বৈসে তার তলে আড্ডাকরি॥
শত শত পণ্ডিত বিরাজে এই খানে।
রাত্রিদিন নানা শাস্ত্র পণ্ডিতে বাখানে॥

শত শত পড়ুয়া আসিয়া এই খানে।
নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গুরুস্থানে॥
এই স্থানে বহু লোক নিপুণ বিদ্যায়।
শত শত চতুষ্পাঠী মধ্যে শোভা পায়॥
ভাগবত যেই জন করে অধ্যয়ন।
তাহারে পণ্ডিত বলি মানে সর্ব্বজন॥
গীতা আর ভাগবত যেই নাহি জানে।
তাহারে পণ্ডিত বলি কেহ নাহি মানে॥
একই পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করে।
তাহা শুনি প্রভুর নয়নে অশ্রু ঝরে॥
এক জন ব্রহ্মবাদী পণ্ডিত আইল।
তার সব তর্ক বাদ প্রভু খণ্ডাইল॥
অনেক বৈষ্ণব সাধু একত্রে হইয়া।
প্রভুর ভকতি দেখি উঠিল জাগিয়া॥
নয়ন মুদিয়া প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
নয়ন বহিয়া অশ্রু পড়ে বক্ষঃস্থলে॥
প্রভু বলে মোর প্রাণ মুকুন্দ মুরারি।
আসিয়া উদিত হও হৃদয়ে আমারি॥
রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিময় বিশ্বাধার।
কৃষ্ণ বিনা এ বিশ্বের কেবা লয় ভার॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে।
সেই প্রাণকৃষ্ণে মুহি হেরিব কিরূপে॥

মাটি খেয়ে মার কোলে মুখ বিস্তারিল।
অমনি জননী মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখিল॥
সেই কৃষ্ণ লাগি মোর ব্যাকুল অন্তর।
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর হয়েছে কাতর॥
একজন পণ্ডিত বলিলা আসি কাছে॥
এই সরোবর মধ্যে তব কৃষ্ণ আছে॥
এই বাণী শুনি প্রভু চমকি উঠিলা।
লোমাঞ্চিত কলেবরে উঠে দাণ্ডাইলা॥
এমন অশ্রুর বেগ কভু দেখি নাই।
কৃষ্ণের বিরহে কেঁদে আকুল নিমাই॥
কৃষ্ণ বলি ফুলে ফুলে কাঁন্দিতে লাগিল।
বলে কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বিফল হইল॥
অশ্রুজলে ভিজাইলা পৃথিবীর কোল।
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে মুখে বলে হরিবোল॥
একবার বলে মোরে একি বিড়ম্বনা।
কৃষ্ণ বিনা আর প্রাণে সহেনা যাতনা॥
পুনরপি সেইজন বলে তপাসিয়া।
সন্ন্যাসী তোমার কৃষ্ণ জলে লুকাইয়া॥
এইবারে মহাপ্রভু শুনি তার বাণী।
প্রেমাবেশে জলে ঝাঁপ দিলেন অমনি॥
সরোবর মধ্যে পড়ি বহুতর লোক।
ডাঙ্গায় প্রভুরে তুলি করে নানা শোক॥

যেইজন ব'লেছিল কৃষ্ণ আছে জলে।
সমস্ত পণ্ডিত তারে মন্দ কথা বলে॥
প্রভু বলে কেন বৃথা ভর্ৎস মহারাজে।
জলে স্থলে শূন্যে কৃষ্ণ নিয়ত বিরাজে॥
আশে কৃষ্ণ পাশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগময়।
সেই দেখিবারে পায় যেই ভক্ত হয়॥
ভক্তিই পরম তত্ত্ব সংসার ভিতরে।
ভক্তিমান মুক্তি শিরে পদাঘাত করে॥
যেজন মায়ার চক্র বুঝিতে না পারে।
বড়ই দুর্ভাগ্য সে হয় এ সংসারে॥
মিছা হিটা মিছা ভিটা মিছা বাড়ী ঘর।
খাবার লাগিয়া মূর্খ বিকল অন্তর॥
কেবা আত্মপর হয় কেবা পিতা মাতা।
কার গলে হাত দিয়া বল তুমি ভ্রাতা॥
স্ত্রীপুরুষে ভেদ নাই চর্ম্মগত ভেদ॥
এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছে বেদ॥
মোহ অন্ধকারে জীব আপনা পাশরি।
বদনেতে একবার নাহি বলে হরি॥
ঐশ্বর্য্যের মিছা গর্ব্ব না করিও ভাই॥
হরেকৃষ্ণ বলি কাল কাটাও সদাই॥
এই বিশ্ব ঢাকিয়াছে পাপ অন্ধকারে।
হরি ভিন্ন কিছু সত্য নাহিক সংসারে॥

পাখী দুটী দেহবৃক্ষ যেদিন ছাড়িবে।
সেইদিন জড় দেহ পড়িয়া রহিবে॥
জাগিয়া স্বপন আর কেন দেখ ভাই।
কেহ না বাঁচিবে চির মরিবে সবাই॥
এস ভাই সবে মিলে হরিধ্বনি করি।
নাম শুনে কৃতান্ত কাঁপিবে থর হরি॥
বড়ই প্রভাবী রাজাধিরাজ সম্রাট।
একদিন অবশ্য ভাঙ্গিবে রাজ্যহাট্॥
রাজ্য করে মহারাজ আপনার দাপে।
তবে কেন তাঁর চিত্ত দহে তিন তাপে॥
বহুমূল্য মণিমুক্তা সঙ্গে নাহি যাবে।
অসার অনিত্য ধন বুঝ অনুভাবে॥
ভক্তিসহ হরে কৃষ্ণ বল ভাই মুখে।
সকলে থাকিবে তবে সদানন্দ সুখে॥
মায়ায় মোহিত হয়ে ভুলিয়াছ সব।
কিসের লাগিয়া সবে করহ গৌরব॥
সপ্ত কুলাচল কালে ঘুচিয়া যাইবে।
জড় জগতের মধ্যে কিছুনা রহিবে॥
ভক্তিসহ ভাব সেই সত্য সনাতন।
আঁটিয়া ধরহ সবে তাঁহার চরণ॥
সর্ব্বতাপ হরিবেন প্রভু গদাধর।
বৈকুণ্ঠ সমান হবে এই চরাচর॥

বিষয় বিভবে লিপ্ত হয় যেই জন।
কাটিতে না পারে সেই বিষম বন্ধন ॥
ইচ্ছাকরি যেই জন পড়য়ে বন্ধনে।
তাহারে বিষম মূর্খ কহে সর্ব্বজনে ॥
হরিনাম অস্ত্রে কাট মায়ার বন্ধন।
অনায়াসে নিত্যধামে করিবে গমন ॥
জন্ম মৃত্যু জরা নাহি হবে বার বার।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক ঘুচিবে আঁধার ॥
প্রারব্ধ কাটাও সবে অতি দীন ভাবে।
তবে শোক তাপ দুঃখ দূরে চলি যাবে ॥
ঝাঁকিল বহুত লোক প্রভুরে দেখিতে।
অসংখ্য পণ্ডিত আসে বিচার করিতে ॥
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়।
কেহ বলে এই জন মহাজন হয় ॥
কাহারো কথায় প্রভু বাক্য নাহি কহে।
হরিনামে দুনয়নে প্রেমধারা বহে ॥
দুই চক্ষু মুদি প্রভু হরিনাম করে।
উলটি পালটি পড়ে ভূমির উপরে ॥
প্রভু বলে কোন তীর্থে যাব অতঃপর।
পথ বাতালিয়া দেহ কোথা ভোলেশ্বর ॥
পাটস গ্রামের কাছে আছে গোর ঘাট।
সেইখানে ভোলেশ্বর নামে মহাপাট ॥

ভোলেশ্বরে মহাদেব করেন বিরাজ।
এই উপদেশ দিলা তুন্নু মহারাজ ॥
তুন্নু নামে বিপ্রবর বড়ই পণ্ডিত।
তাহার কথায় প্রভু হইলা বিদিত ॥
তুন্নু বলে ভোলেশ্বর আছে সেই খানে।
শুনিয়া চলিলা প্রভু শিব বিগ্ভমানে ॥
ভোলেশ্বরে মেলা হয় বৎসর বৎসর।
শুনিয়া প্রভুর তবে নাচিল অন্তর ॥
মোর পানে চেয়ে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
বলে চল ভোলেশ্বর যাই পিছাইয়া ॥
পর্ব্বতে পর্ব্বতে তবে বহু পথ হাটি।
ভোলেশ্বরে গিয়া দেখি তীর্থ পরিপাটি ॥
প্রকাণ্ড মন্দির আছে পর্ব্বত উপরে।
তার মধ্যে দেখিলাম প্রভু ভোলেশ্বরে ॥
এইখানে সিদ্ধকূপ আছে বিদ্যমান।
তার জল তুলি তবে প্রভু করে স্নান ॥
ভোলেশ্বর দেখি প্রভুর প্রেম উপজিল।
জোড় হস্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল ॥
অজ্ঞান হইয়া গোরা পড়িয়া ধরায়।
উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায় ॥
ভোলেশ্বর দরশন করি গোরা রায়।
নিকটে দেবলেশ্বর দেখিবারে ধায় ॥

দেখিয়া দেবলেশ্বর প্রভু গুণমণি।
প্রণাম করিয়া তবে লুঠায় ধরণি ॥
প্রেমে গদ গদ হয়ে বহুস্তব করে।
প্রভুরে দেখিতে লোক আসে ভক্তিভরে ॥
বিরাজে দেবলেশ্বর পর্ব্বত উপরি।
তার বহুদূরে শোভে জিজুরী নগরী ॥
খাণ্ডবা নামেতে দেব আছে জিজুরীতে।
প্রভুর সহিতে যাই খাণ্ডবা দেখিতে ॥
যে নারীর বিবাহ না হয় নানা বাদে।
তার পরিণয় হয় খাণ্ডবা প্রসাদে ॥
খাণ্ডবার কাছে কন্যা পিতামাতা আনি।
খাণ্ডবারে কন্যা দেয় বহু ভক্তি মানি ॥
দরিদ্র পিতার কন্যা এখানে থাকিয়া।
খাণ্ডবার সেবা করে আদর করিয়া ॥
খাণ্ডবারে পতি ভাবি কত শত নারী।
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে পথের ভিকারী ॥
প্রতারিত হয়ে সবে খাণ্ডবার স্থানে'
বেশ্যাবৃত্তি কত নারী করিছে এখানে ॥
খাণ্ডবার পত্নী বলি পাপ কর্ম্ম করে।
তাহাদের বড়ই দুর্গতি হয় পরে ॥
তীর্থ করিবারে এথা আসে বহুজন।
কৌশলে তাদের করে নরকে পাতন ॥

এইস্থানে আসে যত দরিদ্র কুমারী।
বিয়ে করে বলে মোরা খাণ্ডবার নারী॥
ইহা শুনি দেখিবারে প্রভু নারীগণে।
উপস্থিত হৈলা তথা অতি সঙ্গোপনে॥
ইহাদের ডাকে লোকে মুরারি বলিয়া।
প্রভুর হইল দয়া মুরারি দেখিয়া॥
মুরারি গণের দুঃখ শুনিলে শ্রবণে।
দয়া উপজয়ে অতি নিঠুরের মনে॥
কেমন নিঠুর পিতা বলিতে না পারি।
কেমনে মুরারি করে আপন কুমারী॥
এই বাক্য শুনি প্রভু যত নারীগণে।
উদ্ধার করিতে যায় মুরারি প্রাঙ্গণে॥
মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই।
না শুনিলা মোর বাণী চৈতন্য গোঁসাই।
মুরারিপল্লীর মধ্যে মোর প্রভু গিয়া।
পবিত্র করিল সবে হরিনাম দিয়া॥
রমণীগণের দুঃখ সহিতে না পারি।
উদ্ধার করিতে চাহে যতেক মুরারি॥
আশ্চর্য্য প্রভুর ভাব শুনি নিজ কাণে।
ক্রমে ক্রমে বহুনারী আসে এই স্থানে॥
নারীগণে বলে প্রভু কর হরিনাম।
নাম বলে অবশ্য পাইবে নিত্যধাম॥

বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি।
তাঁহাকে ভাবহ সবে নিজ নিজ পতি ॥
কৃষ্ণকে পাইতে পতি যত গোপীগণ।
কাত্যায়নী ব্রত করে হয়ে শুদ্ধমন ॥
কৃষ্ণ পতি হইলে না রবে ভবভয়।
কৃষ্ণ সকলের পতি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা ডাক ভক্তি ভরে।
সর্ব্বদা বলহ মুখে হরে কৃষ্ণ হরে ॥
এত বলি প্রভু মোর নাম আরম্ভিল।
অমনি তাঁহার দেহ পুলকে পূরিল ॥
দেখিয়া প্রভুর ভাব যত নারীগণ।
পূজিতে লাগিলা সবে প্রভুর চরণ ॥
প্রভুবলে ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে।
নিতান্ত অস্পৃশ্য মুহি ছুঁওনা আমারে ॥
ভক্তি করি হরি বল ঘুচিবেক তাপ।
নামবলে ভস্ম হবে সকলের পাপ ॥
না বুঝিয়া যেই জন পাপে মগ্ন হয়।
হরি নাম বলে তার পাপ হয় ক্ষয় ॥
উপদেশ শুনি যত খাণ্ডবার নারী।
প্রভুর নিকটে দাঁড়াইলা সারি সারি ॥
আসিয়া ইন্দিরা বাই কর জোড়ে কয়।
দয়া কর আমারে সন্ন্যাসী মহাশয় ॥

বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি কুকর্ম্ম করিয়া।
উদ্ধার করহ মোরে পদধূলি দিয়া ॥
এত বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়।
নামদিয়া প্রভু উদ্ধারিল ইন্দিরায় ॥
হরিনাম পেয়ে তবে ইন্দিরা সুন্দরী।
গৃহ থেকে বাহিরিল সব ত্যাগ করি ॥
সেই দিন হৈতে যত খাণ্ডবার নারী।
মত্ত হৈলা হরিনামে চক্ষে বহে বারি ॥
এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই।
কত পাপী উদ্ধারিলা লেখা জোখা নাই ॥
মুরারিগণের ভক্তি দেখিয়া নয়নে।
প্রভাতে যাইতে চাহে চোরানন্দী বনে ॥
গ্রামালোক বলে সেথা কিবা প্রয়োজন।
পাপের আকর হয় চোরানন্দী বন ॥
চোরানন্দী বনে বহু ডাকাতের বাস।
সেখানে যাইতে কেন কর অভিলাষ ॥
প্রভুবলে যাব মুহি চোরানন্দী বন।
চোরানন্দী দেখে সিদ্ধ হবে প্রয়োজন ॥
গ্রাম্যলোক বলে সেথা না যাও সন্ন্যাসী।
সাধুর গমন সেথা নাহি ভালবাসি ॥
বহুচোর বহু দস্যু থাকে সেই স্থানে।
জীবন সংশয় হবে যাইলে সেখানে ॥

প্রভু বলে কিবা মোর লবে দস্যুগণ।
এখনি সেখানে মুহি করিব গমন ॥
রাম স্বামী বলে প্রভু চোরানন্দী বন।
কোন তীর্থ নহে তথা কিবা প্রয়োজন ॥
যদি কোন অমঙ্গল করে দস্যুগণ।
তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন ॥
প্রভু বলে ভয় নাহি কর রাম স্বামী।
হরিনামে দস্যুগণে মাতাইব আমি ॥
এত বলি প্রভু চোরানন্দীতে চলিল।
চোরানন্দী গিয়া বৃক্ষতলায় বসিল ॥
এই স্থানে আড্ডা করি বহু দুষ্টজন।
ডাকাতি করিয়া করে জীবনযাপন ॥
একজন লোক আসি কাঁই মাই করি।
কি কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি ॥
তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমজিয়া।
কাঁই মাই করি তারে দিলেন বুঝিয়া ॥
সেই লোক ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।
ইতি উতি তাকাইয়া বনে প্রবেশিল ॥
নারোজী নামেতে এক মহাবলবান্।
অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি হৈল আগুয়ান ॥
দুই চারিজন ক্রমে আসি দেখা দিলা।
সন্ন্যাসী দেখিয়া সবে প্রণাম করিলা ॥

নারোজী বলিলা তুমি চল মোর স্থানে।
আজিকার রজনীতে থাকিবে সেখানে ॥
নারোজীর কথা শুনি প্রভু তবে বলে।
রাত্রি কাটাইব আজি থাকি বৃক্ষতলে ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য নারোজী শ্রবণে।
ভিক্ষা আনি দিতে বলে দুই চারি জনে ॥
নারোজীর কথা শুনি ছুটিল সবাই।
যোগাসনে হরিনামে বসিল নিমাই ॥
কেহ কাষ্ঠ চিনি আনে কেহ বা তণ্ডুল।
কেহ দুগ্ধ কেহ ঘৃত কেহ ফল মূল ॥
রাশি রাশি খাদ্য আনি তারা যোগাইল।
বহু খাদ্য দেখে মোর লালসা বাড়িল ॥
বহু দেশ ভ্রমিলাম প্রভুর সহিতে।
এত খাদ্য কোন স্থানে না পাই দেখিতে ॥
নানা দ্রব্য যোগাইয়া চারিদিক ঘেরি।
দাঁড়াইলা নারোজীর লোক সারি সারি ॥
হরিনাম করিতে করিতে প্রভু মোর।
সেইকালে কৃষ্ণ প্রেমে হইলা বিভোর ॥
কোথা রহে দুগ্ধ চিনি কোথায় তণ্ডুল।
পদস্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন হৈলা ফল মূল ॥
দুই চারি জন বলে কেমন সন্ন্যাসী।
ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাদ্যদ্রব্য রাশি ॥

নারোজী বলিল কভু দেখি নাই হেন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর প্রাণ কাঁদে কেন ॥
কত পাপ করিয়াছি কে পারে বলিতে।
আজি কেন ইচ্ছা হয় কৌপীন পরিতে ॥
কিসের লাগিয়া আজি প্রাণ মোর কাঁদে।
আমি কি দিলাম পদ সন্ন্যাসীর ফাঁদে ॥
নষ্ট হৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয়।
পুনঃ যোগাইব আনি এই দ্রব্য চয় ॥
এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নারোজী আপনি।
এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে গোরা গুণমণি ॥
প্রভুর নয়ন বাহি অশ্রুধারা বহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাঁড়াইয়া রহে ॥
এই কথা শুনি ক্রমে ডাকাতের দল।
একে একে দেখা দিল ছাড়ি বনস্থল ॥
অপরাহ্ণ কালে মোর গোরা গুণমণি।
প্রেমে মূরছিত হয়ে পড়িলা ধরণি ॥
প্রেমে গদগদ তনু ধূলায় ধূসর।
অশ্রুধারা হৃদয়েতে পড়ে দর দর ॥
কান্দিয়া নারোজী বলে শুনহ সন্ন্যাসী।
কি মন্ত্র পড়িলে তুমি বলহ প্রকাশি ॥
দেখিয়া তোমার ভাব হয় মোর মনে।
আর না করিব পাপ থাকি এই বনে ॥

ষাটি বর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে আমার।
পাপ কার্য্য না করিব ছাড়িব সংসার ॥
অতি দুরাচার আমি ব্রাহ্মণতনয়।
মোরে পদধূলি দিতে না কর সংশয় ॥
ছেলে পিলে নাহি মোর নাহিক সংসার।
তবে কেন পাপ কর্ম্ম করি আমি আর।
উদর পোষণ হয় লোকে ভিক্ষা দিলে।
তবে কেন থাকি মুহি দস্যুসহ মিলে ॥
বড় ঘৃণা হইয়াছে কুকর্ম্মের প্রতি।
আর না রহিব মুহি দস্যুদলপতি ॥
এত বলি নারোজী দলের প্রতি চায়।
অস্ত্র শস্ত্র সেই দণ্ডে টানিয়া ফেলায় ॥
প্রভু কহে নারোজী আমার কথা শুন।
আর কত কহিব তোমারে পুনঃ পুনঃ ॥
কৌপীন পরিয়া কর লজ্জা নিবারণ।
মাঙ্গিয়া যাচিয়া কর উদর পোষণ ॥
কাহার লাগিয়া অর্থ করহ সঞ্চয়।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয় ॥
এক মুষ্টি অন্নে যদি দেহরক্ষা হয়।
তবে কেন পাপে কর অর্থের সঞ্চয় ॥
অঞ্জলি পাত্রেতে পিয় ঝরণার জল।
বহু পাত্র সংগ্রহ করিয়া কিবা ফল ॥

কুবের সমান যত আছে ধনিগণ।
একদিন প্রেতপুরে করিবে গমন॥
যে পথে দরিদ্র যাবে এ দেহ ত্যজিয়া।
অবশ্য সম্রাট যাবে সেই পথ দিয়া॥
আমার আমার করি বৃথা কেন মর।
প্রেম ভক্তি সহ ভাই হরিনাম কর॥
এই উপদেশ শুনি নারোজী ব্রাহ্মণ।
আমাদের সঙ্গে চাহে করিতে গমন॥
নারোজী কহিলা সব তীর্থ দেখাইব।
তীর্থে তীর্থে আপনার পেছনে যাইব॥
এত দিন চক্ষু অন্ধা ছিল ভ্রান্তি ধূমে।
আজি হৈতে অস্ত্র শস্ত্র ফেলিলাম ভূমে॥
এই হস্তে কত নরহত্যা করিয়াছি।
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি॥
আর না রহিব মুহি ডাকাতের পতি।
কি পথ দেখালে মোরে অগতির গতি॥
জঙ্গলের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়া।
পাপে দেহ জর জর না দেখি ভাবিয়া॥
এত বলি দস্যুপতি সব তেয়াগিয়া।
চলিল প্রভুর সঙ্গে কৌপীন পরিয়া॥
কে কোথা চলিয়া গেল তবে দস্যুগণ।
নারোজী মোদের সঙ্গে করে আগমন॥

তার পরে চোরানন্দী কানন হইতে।
যাত্রা করি চলে প্রভু খণ্ডলা দেখিতে॥
মূলানদী বহে এথা অতি বেগবতী।
খণ্ডলায় গিয়া প্রভু কহে মোর প্রতি॥
প্রভু বলে এই নদী পুণ্যতীর্থ হয়।
এখানে করিলে স্নান পাপ হবে ক্ষয়॥
প্রভুর আজ্ঞায় মুহি সিনান করিয়া।
নগরের মধ্যে যাই ভিক্ষার লাগিয়া॥
নারোজী ঠাকুর মোর পিছে পিছে যায়।
ভিক্ষা করি ফিরিলাম অধিক বেলায়॥
ক্রমে দুই চারিজন খণ্ডলা নিবাসী।
প্রভুর নিয়ড়ে সব দেখাদিল আসি॥
শুদ্ধমনে চারি ধারে বসিলা সকলে।
কেহ বলে চল প্রভু আমার মহলে॥
বড় আতিথেয় হয় যত খণ্ডলিয়া।
টানাটানি করে সবে প্রভুরে লইয়া॥
অবশেষে সকলে বিবাদ বাধাইল।
খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল॥
এক জন বলে মুহি আগে দেখিয়াছি।
আর জন বলে আমি ভিক্ষা আনিয়াছি॥
এইরূপে বিবাদ করয়ে পরস্পরে।
ভাব দেখি প্রভু মোর হাসিলা অন্তরে॥

এক জন ধনী বলে আমার বাগানে।
ভিক্ষা দিব আজি গিয়া রহ সেই খানে॥
পরিধানে বস্ত্র নাই একি বিড়ম্বনা।
একখানি বস্ত্র দিতে করেছি বাসনা॥
যদি কিছু অর্থ চাহ পথের লাগিয়া।
যা চাহিবে তাই দিব তখনি আনিয়া॥
হাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহারাজ।
বিলাস বিভবে মোর নাহি কোন কাজ॥
পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র বহু করে মানি।
কোন প্রয়োজন অর্থে নাহি এই জানি॥
বিভবের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে অহঙ্কার।
সেই অহঙ্কারে বাড়ে কলুষের ভার॥
এই যে ব্রহ্মাণ্ড তুমি দেখিছ নয়নে।
কোথায় চলিয়া যাবে ভেবে দেখ মনে॥
বিলাস বিভব সব বিলুপ্ত হইবে।
কেবল ব্রহ্মাণ্ড পতি বিরাজ করিবে॥
ভিক্ষা আনিয়াছে মোর সঙ্গী দুইজন।
অধিক ভিক্ষায় আর কিবা প্রয়োজন॥
কোনরূপে দেহ রক্ষা না করিলে নয়।
তাই কোন দিন কিছু ভিক্ষা নিতে হয়॥
তবে বহু খাদ্য লয়ে বল কি হইবে।
দরিদ্র দুঃখীরে দেহ অভাব পূরিবে॥

প্রেমসহ হরি বল বসি বৃক্ষ তলে।
বন্ধন কাটিতে তবে পারিবে সকলে ॥
মায়ার বন্ধনে থাকি কোন সুখ নাই।
প্রেম ভক্তি সহ মুখে হরি বল ভাই ॥
ঈশ্বরের প্রেম ভক্তি রসেতে গঠন।
ভক্তে জানে বিষামৃতে একত্র মিলন ॥
কালসূত্রে স্বর্গ ভোগ যেই কৃষ্ণ ভজে।
বৈকুণ্ঠ নরক তার যেই কৃষ্ণ ত্যজে ॥
এত বলি প্রভু মোর বাক্য না কহিল।
নয়ন মুদিয়া হরি বলিতে লাগিল ॥
পুলকের ভরে জটা খসিয়া পড়িল।
খুলে গেল বহির্বাস নাচিতে লাগিল ॥
প্রেমেতে বিভোর অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
কি কব প্রেমের কথা কহিতে বিস্তর ॥
হরিনাম করি রাত্রি বসিয়া কাটায়।
কাছে বসি স্বেদবারি নারোজী মুছায় ॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু নাসিক নগরে।
চলিলা করিতে তীর্থ বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
শূর্পণখা রাক্ষসীর নাসিকা ছেদন।
এই স্থানে করেছিলা ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
ইহার উত্তর ভাগে ত্রিমুকের কাছে।
রামের কুটীর ক্ষেত্র বিদ্যমান আছে ॥

সেই খানে মহাপ্রভু করিয়া গমন।
স্তব স্তুতি করি শেষে করিলা কীর্ত্তন ॥
রামের চরণচিহ্ন আছে এই খানে।
ইহা শুনি ধাইয়া চলিল বন পানে ॥
নিবিড় মনের মধ্যে ঝরণার ধারে।
চরণ দুখানি শোভে প্রস্তর উপরে ॥
চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ।
গাঢ়তর প্রেমভরে হইলা অবশ ॥
পুলকে মাথায় জটা নাচিয়া উঠিল।
সেই ক্ষীণ দেহ যেন ফুলিতে লাগিল ॥
প্রভু বলে কোথা রাম প্রাণের ঈশ্বর।
হৃদয়ে দেখা দিয়া জুড়াহ অন্তর ॥
অবশেষে মোর কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিয়া।
কোথা মোর রাম বলি উঠিল কান্দিয়া ॥
পদ্মগন্ধ বাহিরিছে প্রভুর শরীরে।
সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে ॥
কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই ॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায় ॥
কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া।
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া ॥

উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন।
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ॥
তার পরে পঞ্চবটী করিয়া প্রবেশ।
লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত দেখিলা গণেশ॥
একদিন গুহামধ্যে পঞ্চবটী বনে।
ভিক্ষা হতে এসে মুহি দেখি সঙ্গোপনে॥
নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন।
মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন॥
ঝিম ঝিম করিতেছে বনের ভিতর।
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
অঙ্গ হৈতে বাহির হয়েছে তেজোরাশি।
ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী॥
এই ভাব হেরে মোর ধাঁধিল নয়ন।
গুড়ি গুড়ি কাছে যাই করিতে দর্শন॥
নারোজী গিয়াছে কোথা ফল আনিবারে।
দাণ্ডাইয়া রহিলাম মুহি এক ধারে॥
পদশব্দ পেয়ে প্রভু যেন আচম্বিতে।
সব ভাব সংবরিল দেখিতে দেখিতে॥
কোথা হতে ফল মূল নারোজী আহরি।
দাঁড়াইলা সম্মুখেতে জোড় হাত করি॥
ভোগদিয়া কিঞ্চিৎ খাইয়া গোরা রায়।
বসিয়া বসিয়া সব রজনী কাটায়॥

পঞ্চবটী তেয়াগিয়া মোর গৌর হরি।
প্রভাতে চলিয়া যায় দমন নগরী ॥
একদিন দমন নগরে না রহিল।
দমন ছাড়িয়া প্রভু উত্তরে চলিল ॥
তার পর পক্ষকালে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
পথে পথে কাটাইলা গোরা বিনোদিয়া ॥
ক্রমে ক্রমে সুরথের রাজ্যে চলি যায়।
অষ্টভুজা দেখি প্রভু ধরণি লুটায় ॥
অষ্টভুজা ভগবতী দেখিয়া নয়নে।
তিন দিন বাস করে প্রভু সেই খানে ॥
অষ্টভুজা প্রতিষ্ঠিত সুরথ রাজার।
ভগবতী দেখে হৈল আনন্দ অপার ॥
দেবীর মন্দিরে ছিল একই সন্ন্যাসী।
প্রভুরে পুছিতে কিছু হৈলা অভিলাষী ॥
ন্যাসী বলে এস এস সন্ন্যাসী গোঁসাই।
তোমায় সমান সাধু কভু দেখি নাই ॥
তোমারে দেখিয়া ভক্তি উপজিছে মনে।
সংসার সাগর বল তরিব কেমনে ॥
কিরূপে ভজিতে হয় পরম ঈশ্বর।
ইহা বলি ব্যাকুলতা ঘুচাও আমার ॥
প্রভু বলে সার তত্ত্ব কিছু নাহি জানি।
মনের আঁধার সব ঘুচাবে ভবানী ॥

সুন্দর নায়ক দেখি সামান্য নায়িকা।
যেই ভাবে দেখে তারে হয়ে রাগাত্মিকা॥
সেই ভাবে কৃষ্ণকে ডাকহ বার বার।
আপনি ঘুচিয়া যাবে মনের আঁধার॥
কহিতে কহিতে কথা একই ব্রাহ্মণ।
ছাগ বলি দিতে আসে দেবীর সদন॥
প্রভু বলে বলি দাও ভক্ষণের তরে।
নাহি জান কোথায় হইবে গতি পরে॥
পবিত্র মূরতি দেবী শাস্ত্রের বচন।
কেমনে করেন তিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ॥
লক্ষ বলি দিয়াছিল সুরথ ভূপতি।
প্রেত পুরে লক্ষ অসি পড়ে তার প্রতি॥
আলোচনা নাহি কর শাস্ত্রের বচন।
পশু হিংসা করি কর ধর্ম্ম আচরণ॥
মাংসাশী রাক্ষসগণ খাইবার তরে।
ব্যবস্থা দিয়াছে পশু হিংসা করিবারে॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
জীবে দয়া কর হবে আনন্দ উদয়॥
আঁটি সাঁটি করি মায়া করেছে বন্ধন।
বিনা অস্ত্রে কিরূপেতে করিবে ছেদন॥
তামস আহারে রতি তাই মেষ ছাগ।
কাটিতে দেবীর কাছে কর অনুরাগ॥

পশু হিংসা করিয়া পাইবে পরিত্রাণ।
সেই লাগি এসেছ করিতে বলিদান ॥
আত্মারে বাহির কর শরীর হইতে।
মৃত দেহ মধ্যে আত্মা পার কি পূরিতে ॥
দেবীর সম্মুখে যদি কেহ ভক্তি ভরে।
নরবলি রূপে তব শিরশ্ছেদ করে ॥
কেমন তোমার চিত্ত করে বল ভাই।
পশু ছাড়ি দেহ মুহি চক্ষে দেখে যাই ॥
অষ্টভুজা ভগবতী মদ্যমাংস খাবে।
একথা শুনিলে সাধু হাসিয়া উড়াবে ॥
সনাতন ধর্ম্মে দেহ নিজ নিজ মনঃ।
শাস্ত্র অনুসারে ছাড় মন্দ আচরণ ॥
পরম বৈষ্ণবী দেবী মাংস নাহি খায়।
তবে কেন বলিদানে ভুলাও তাঁহায় ॥
করিলে জীবের হিংসা যদি ধর্ম্ম হয়।
তবে কেন দস্যুগণে সাধু নাহি কয়
প্রতিদিন মৎস্যজীবী বহু মৎস্য মারে।
তবে কেন ধার্ম্মিক না কহিব তাহারে ?
নরহত্যা পশুহত্যা হয় মহা পাপ।
এই পাপ আচরিলে বাড়িবে ত্রিতাপ ॥
অষ্টভুজা ভগবতী দেখিবারে গিয়া।
এই উপদেশ দিলা শাস্ত্র বিচারিয়া ॥

দুর্গারে পূজিতে এসেছিল যেই জন।
ভক্তি করি প্রভু বাক্য করিলা শ্রবণ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য বৈরাগ্য হইল।
বলির ছাগল তবে ব্রাহ্মণ ছাড়িল ॥
পুষ্প আর বিল্বদলে পূজি বিপ্রবর।
আনন্দে ফিরিয়া গেল আপনার ঘর ॥
দেবীর সম্মুখে প্রভু আঁটিয়া বসিল।
জোড় হস্তে ভবানীর স্তব আরম্ভিল ॥
স্তুতি নতি ভবানীরে করি গোরা রায়।
মহাতীর্থে তাপতী নদীর দিকে ধায় ॥
তিন সন্ধ্যা স্নান করি তাপতীর জলে।
বামন দেবের মূর্ত্তি দেখিবারে চলে ॥
একই প্রান্তর ভূমে তাপতীর কাছে।
বামন দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ॥
বলি রাজা এই মূর্ত্তি করিলা স্থাপন।
তাপতী হইল তীর্থ ইহার কারণ ॥
বামন করিলা স্নান তাপতীর জলে।
সেই লাগি তাপতীরে মহাতীর্থ বলে ॥
বামন দেবের পদে নমস্কার করি।
যজ্ঞ কুণ্ড দেখিবারে যায় গৌর হরি ॥
ভঁরোচ নগরে যজ্ঞ কুণ্ড দেখিবারে।
তাপতী ছাড়িয়া যায় নর্ম্মদার ধারে ॥

ভঁরোচেতে যজ্ঞ কুণ্ড বলিরাজা করে।
কুণ্ড দেখিবারে যায় প্রফুল্ল অন্তরে॥
প্রকাণ্ড কুণ্ডের খাত দেখিয়া নয়নে।
অপার আনন্দ হইল চৈতন্যের মনে॥
মহাতীর্থ নর্ম্মদায় সিনান করিয়া।
বরোদা নগরে যায় গোরা বিনোদিয়া॥
বরোদার পূর্ব্বভাগে ডাঁকোরজী ঠাকুর।
ডাঁকোরজী দেখিতে ইচ্ছা হইল প্রভুর॥
ডাঁকোরজীর আঙ্গিনায় প্রকাণ্ড নমাল।
তার নিম্নে দাণ্ডাইলা শচীর দুলাল॥
ডাঁকোরজী দেখিয়া প্রভু নতি স্তুতি করি।
ফিরিয়া আইলা পুনঃ বরোদা নগরী॥
বরোদার রাজা বড় পুণ্যবান্ হয়।
গোবিন্দ সেবায় রত রাজা মহাশয়॥
গোবিন্দের মন্দির স্বহস্তে মুক্ত করে।
অম্বরীষ সম রাজা ঘোষে পরস্পরে॥
সদা ব্যস্ত মহারাজ গোবিন্দের লাগ।
গোবিন্দ সেবায় রাজা সদা অনুরাগী॥
স্বহস্তে তুলিয়া রাজা তুলসীমঞ্জরী।
গোবিন্দের পাদপদ্মে দেন ভক্তি করি॥
সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের বাড়ী গোরা যায়।
গোবিন্দ দেখিয়া প্রেমে লুণ্ঠিত ধরায়॥

ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ।
সদা উন্মত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ ॥
সব অঙ্গে ধূলা মাখা মুদ্রিত নয়ন।
গোবিন্দ দেখিয়া অশ্রু করে বরষণ ॥
তিন দিন পরে এথা বিপদ ঘটিল।
জ্বর রোগে নারোজীর মরণ ঘটিল ॥
মৃত্যু কালে সম্মুখে বসিয়া গোরা রায়।
পদ্ম হস্ত বুলাইলা নারোজীর গায় ॥
যেই কালে নারোজীর নয়ন মুদিল।
আপনি শ্রীমুখে কর্ণে কৃষ্ণনাম দিল।
নারোজী ঠাকুর হয় বড় ভাগ্যবান্।
তার কানে কৃষ্ণনাম দিলা ভগবান্ ॥
নারোজী মরণকালে জোড় হাত করি।
তাকায়ে প্রভুর দিকে বলে হরি হরি ॥
নারোজীরে কোলে করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
তমালের তল হৈতে করে স্থানান্তর ॥
ভিক্ষা করি নারোজীর সমাধি হইল।
সমাধি বেড়িয়া প্রভু কীর্ত্তন করিল ॥
এই কথা মহারাজ শুনি কাণা কাণি।
সন্ন্যাসীরে ঝাঁকি দিতে আইলা আপনি ॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল।
ভাল মন্দ কোন কথা প্রভু না কহিল ॥

আদরেতে রাজা বলে ভিক্ষা করিবারে।
প্রভু বলে ভিক্ষা পাই গৃহস্থের দ্বারে॥
বিলাসের ভিক্ষায় নাহিক প্রয়োজন।
তব দ্বারে ভিক্ষা নাহি চাহি একারণ॥
হাত জোড়ি রাজা কহে ভিক্ষা লইবারে।
অগত্যা লইতে ভিক্ষা কহিলা আমারে॥
প্রভুর ইঙ্গিতে তবে ভূপতির ঠাঁই।
সামান্য লোকের ন্যায় মুষ্টি ভিক্ষা চাই॥
ভিক্ষা দিয়া মহারাজ করিলা গমন।
নিত্য ক্রিয়া গোরা চাঁদ করে সমাপণ॥
পশ্চিমেতে প্রভাতে উঠিয়া চলে যাই।
কিছু দূর গিয়া মোরা মহানদী পাই॥
বড় বেগবতী নদী দেখিতে সুন্দর।
তার মধ্যে বেগে চলে বিস্তর পাথর॥
নদী পার হয়ে মোর গোরা বিনোদিয়া।
আমেদাবাদের কাছে পৌঁছিলা গিয়া॥
আশ্চর্য্য আমেদাবাদ জাঁকের সহর।
কতই উদ্যান কত গৃহ মনোহর॥
বড় বড় অট্টালিকা মধ্যে শোভা পায়।
নিরত দেশের লোক অতিথি সেবায়॥
গ্রাম্য লোক অতিথিরে দেবতুল্য মানে।
অতিথির সেবা তারা করে প্রাণপণে॥

প্রভুর রূপেতে লোক মোহিত হইয়া।
ভক্তি ভাবে চারিদিকে দাঁড়ায় আসিয়া॥
কেহ বলে শুন শুন নবীন সন্ন্যাসী।
ভিক্ষা দেই সেবা কর মোর গৃহে আসি॥
প্রভু বলে না যাইব গৃহীর আগারে।
আজি রাত্রি কাটাইব নন্দনীর ধারে॥
নন্দনী নামেতে এক বাগিচা সুন্দর।
তার ধারে আড্ডা করে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
ইহা দেখি গ্রাম্য লোক ভিক্ষা আনি দিল।
রজনীতে গোরা চাঁদ ভোগ লাগাইল॥
বহু লোক জন আসি প্রভুরে বেষ্টিয়া।
ভক্তি ভরে কথা কহে সন্ন্যাসী দেখিয়া॥
এক জন পণ্ডিত আসিয়া দেখা দিল।
শ্রীভাগবতের শ্লোক পড়িতে লাগিল॥
প্রভু বলে কৃষ্ণগুণ গাহ ভাল করি।
ইচ্ছা হয় শ্লোক শুনি সমস্ত পাশরি॥
ভাগবত নিত্য তুমি কর আলোচনা।
তোমারে দেখিলে ঘুচে সংসার যাতনা॥
প্রতিদিন কর তুমি কৃষ্ণগুণগান।
ধন্য ধন্য বিপ্র তুমি বড় ভাগ্যবান্॥
প্রভুর সহিত বিপ্র করি আলাপন।
সমস্ত লোকেরে ডাকি কহিলা তখন॥

ভাল করি কর সবে সন্ন্যাসীর সেবা।
সন্ন্যাসী সামান্য নহে হবে কোন দেবা॥
ইহারে দেখিলে হয় বৈরাগ্য উদয়।
সামান্য মানুষ নহে জানিহ নিশ্চয়॥
না পারি লোকের বুলি সমস্ত বুঝিতে।
যাহা পারি তাহা লিখি আকার ইঙ্গিতে॥
এই দেশে তীর্থ পর্য্যটিয়া দীর্ঘকাল।
সকলের বুলি বুঝে শচীর দুলাল॥
দুই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া।
করচা করিয়া রাখি মনে বিচারিয়া॥
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে।
করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে॥
সদা উন্মত্ত প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায় দেশে দেশে॥
আমেদাবাদের মধ্যে বহু লোক জুটি
প্রভুরে দেখিতে সব আসে গুটি ॥
বহু লোক চারি পাশে দেখি গোরা রায়।
আনন্দে মাতিয়া নাম সকলে বিলায়॥
প্রভু বলে ভক্তি ভরে নাম কর সবে।
সব তাপ দূরে যাবে দুঃখ নাহি রবে॥
কাহাকেও না করিবে ঘৃণা গর্ব্ব ভরে।
গর্ব্ব শূন্য হয়ে বল হরে কৃষ্ণ হরে॥

বিদ্যার গৌরবে নহে পণ্ডিত সে জন।
ভক্তি রসে যে জনের শুদ্ধ নাহি মনঃ ॥
কোটি বিঘ্ন যেই জন তৃণ সম গণি।
প্রেমে মত্ত হয় তারে ভক্ত বলি মানি ॥
প্রেম ভক্তি সার তত্ত্ব শ্রুতি ইহা কহে।
প্রেমে মত্ত হরিভক্ত মুক্তি নাহি চাহে ॥
প্রেম ভক্তি হয় যার কণ্ঠের ভূষণ।
নিত্য পরিকর হয় কৃষ্ণের সে জন ॥
কৃষ্ণপ্রেম শিখরিণী যে করে আস্বাদ।
সেবিতে তাহার পদ না করি বিবাদ ॥
এই দেহে যেই জন কাটিয়া বন্ধন।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয় ঠাকুর সেজন।
মহামায়া জ্ঞানচক্ষে ধূলি প্রক্ষেপিয়া
দিয়াছে চৈতন্যে জড়ে গ্রন্থি লাগাইয়া ॥
সে কারণ মূর্খ লোক এই চরাচরে।
মুগ্ধ হয়ে জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করে ॥
জড় দেহে অভিমান ছাড়ে যেই জন।
মাথার ঠাকুর সেই বেদের কথন ॥
কৃষ্ণ প্রেমে নিমগন পরম বৈষ্ণব।
বহু গণ্ডগোল করি না করে কৈতব ॥
বেদান্তের মুখ্য অর্থ যেই নাহি জানে।
সেই জন জীব ব্রহ্মে এক করি মানে ॥

এত বলি পর দিন গোরা বিনোদিয়া।
চলিলা পশ্চিম ভাগে নগর ছাড়িয়া॥
কিছু দূর গিয়া দেখি নদী শুভ্রামতী।
কুলু কুলু স্বরে গান করে রসবতী॥
নদী পারে গিয়া দেখি দুই চারি জন।
দ্বারকায় যাইতেছে তীর্থের কারণ॥
দেখিলাম তার মধ্যে বাঙ্গালি দুজনে।
মহাভক্ত রামানন্দ গোবিন্দ চরণে॥
বহু কাল পরে গৌড়বাসীরে দেখিয়া।
আনন্দে মানস যেন উঠিল নাচিয়া॥
পুছিলাম রামানন্দে কোথা তব ঘর।
রামানন্দ বলে ভাই কুলীন নগর॥
শুভ্রামতী নদী মধ্যে প্রভু করে স্নান।
হেন কালে রামানন্দ করে আলাপন॥
রামানন্দ বলে তুমি চলেছ কোথায়।
মুহি বলি প্রভু সঙ্গে যাই দ্বারকায়॥
চৈতন্য দেবের নাম রামানন্দ শুনি।
প্রফুল্ল বদন যেন হইল অমনি॥
ধেয়ে গিয়া রামানন্দ প্রণাম করিল।
দুই চারি বাত তারে চৈতন্য পুছিল॥
পরম বৈষ্ণব হয় রামানন্দ দাস।
রামানন্দ দাসে প্রভু দিলেন আশ্বাস॥

প্রভু বলে রামানন্দ তোমারে দেখিয়া।
গৌড়ের ভাব মনে উঠিল জাগিয়া॥
কত দিন গৃহত্যাগ করিয়াছ তুমি।
কত দিন আসিয়াছ এই পুণ্যভূমি॥
চল তবে এক সঙ্গে দ্বারকা যাইব।
আনন্দে দ্বারকাধীশে সকলে হেরিব॥
এত শুনি প্রভুমুখে রামানন্দ দাস।
থাকিতে প্রভুর সঙ্গে পাইল উল্লাস॥
সিনান করিয়া প্রভু ধীরে ধীরে যায়।
যোগা নামে গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌঁছায়॥
বারমুখী নামে বেশ্যা থাকে এই ঠাঁই।
তাহার ধনের কথা কহিবারে নাই॥
বেশ্যাবৃত্তি করি সাধিয়াছে বহু ধন।
বহু মূল্য হয় তার বসন ভূষণ॥
প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে বারমুখী থাকে।
হরিতে ধনীর ধন ফিরে পাকে পাকে॥
পেশয়াজি পরিধানে ডগমগি চায়।
কত শত কামাচার তার গৃহে যায়॥
বহু দাস দাসী লয়ে থাকে এই খানে।
জাঁক পশারের কথা সর্ব্ব লোকে জানে॥
প্রকাণ্ড বাগিচা নাম পিয়ার কানন।
কাননের ধারে প্রভু করিলা গমন॥

অতি বড় নিম্ব বৃক্ষ আছে এই স্থানে।
কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বসিলা সেখানে॥
আজ্ঞা পেয়ে মুহি যাই গৃহস্থের দ্বারে।
ফল মূল আদি কিছু ভিক্ষা করিবারে॥
ভিক্ষা করি আইলাম দিবা দ্বিপ্রহরে।
ভোগ লাগাইলা প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে॥
প্রসাদ পাইনু তবে মোরা তিন জনে।
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণে॥
হাসিয়া গোবিন্দ মুহি মিতে বলি ডাকি।
প্রভু বলে রামানন্দে কেন দেহ ফাঁকি॥
গোবিন্দ যদ্যপি মিতে হইল তোমার।
তবে রামানন্দ মিতে হইল আমার॥
হাসিতে হাসিতে রামানন্দে মিতে বলি।
নাম আরম্ভিলা প্রভু দিয়া করতালি॥
প্রভু মুখে রামানন্দ একথা শুনিয়া।
এক পার্শ্বে দাণ্ডাইলা হাত কচালি ॥
বহুতর লোক জুটে নাম শুনিবারে।
অশ্রুবহে প্রভুর নয়নে শত ধারে॥
পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
তাহা দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল॥
দেখিয়া প্রভুর সেই হরিসঙ্কীর্ত্তন।
মাতিয়া উঠিল প্রেমে দুই চারি জন॥

গ্রাম্য লোক জনের নয়নে বহে বারি।
বহু লোক আসি দাড়াইলা সারি সারি॥
কেমন ভক্তির ভাব কহনে না যায়।
অনিমিষে প্রভুর বদন পানে চায়॥
কখন হাসিছে প্রভু কখন কাঁদিছে।
কখন বা বাহু তুলি নাচিছে গাইছে॥
থর থর কাঁপে কভু ঘর্ম্ম বারি বহে।
কখন বা প্রেমা বেশে চুপ করি রহে॥
কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে।
প্রাণ কৃষ্ণ বলি কভু ডাকে উচ্চস্বরে॥
ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত নবীন সন্ন্যাসী।
এই কথা কাণা কাণি করে গোগাবাসী॥
হরি হরি বলিতে আনন্দ ধারাবহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাণ্ডাইয়া রহে॥
আধ নিমীলিত চক্ষু জটা এলায়েছে।
ধূলা মাটী মেখে অঙ্গ মলিন হয়েছে॥
কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ এই বলি ডাকে।
কখন বা হাত তুলি ঊর্দ্ধ মুখে থাকে॥
গোবিন্দ রে কাঁহা কৃষ্ণ মিলাও আনিয়া।
কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ দেহ দেখাইয়া॥
এক বার ঐ বলি ধাইয়া যাইল।
বাহু পশারিয়া নিম্বে জড়ায়ে ধরিল॥

ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই।
এমন উন্মাদ মুহি কভু দেখি নাই॥
বহু দিন সঙ্গে থাকি ফিরি নানা দেশ।
দেখি নাই কোন দিন এমন আবেশ॥
রামানন্দ গোবিন্দ চরণ দুই ধারে।
তালি দিয়া হরি ধ্বনি করে বারে বারে।
প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত ছিল সড়কের ধারে।
আবেশে গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে॥
এক জন দুষ্ট আসি করি হানা পানা।
প্রভুরে বলিলা কেন কর প্রবঞ্চনা॥
গ্রাম্য লোকে ভুলাইয়া অর্থ লবে হরি।
তাই বেড়াইছ তুমি হরিধ্বনি করি॥
সন্ন্যাসীর পরীক্ষা লইতে আসিয়াছি।
কত শত কপট সন্ন্যাসী দেখিয়াছি॥
সে পাষণ্ড এই কথা কহিলা যখন।
প্রহার করিতে তারে চাহে গ্রাম্য জন॥
প্রভু বলে ভাই সব মারিবে কাহারে।
হরিনাম সুধা পান করাও উহারে॥
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হয়েছে উহার।
উহার বদনে সুধা দেহ এক ধার॥
ভক্তি বিনা শুকায়েছে উহার হৃদয়।
নাম দিয়া নাশহ উহার যমভয়॥

মরুভূমি সম হয় পাষণ্ডের মনঃ।
উৎপাদিকা শক্তি তাহে করহ অর্পণ ॥
এস সাধু মোর কাছে হরিনাম দিব।
তোমার পাপের ভার উতারিয়া নিব ॥
সব তাপ দূর হবে এই মন্ত্র বলে।
হরিনাম মন্ত্র পাঠে সদ্য ফল ফলে ॥
এই মহামন্ত্র পাঠ করে যেই জন।
সে পাপী নরকে কভু না করে গমন ॥
এমন সুলভ মন্ত্র থাকিতে জগতে।
পাপী কেন অনর্থক ফিরে মন্দ পথে ॥
এত বলি মহাপ্রভু তার কাছে গিয়া।
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া ॥
দয়াল চৈতন্য জীবে করিতে নিস্তার।
ভ্রমিছেন ইতি উতি হয়ে নির্ব্বিকার ॥
জানালা হইতে দেখি এসব ব্যাপার।
বারমুখী মনে মনে করয়ে বিচার ॥
আশ্চর্য্য প্রভুর দয়া দেখিয়া নয়নে।
আপনারে ধিক দেয় বসিয়া নির্জনে ॥
বারমুখী বলে ছি ছি অর্থের লাগিয়া।
দিনে শত বার দেহ ফেলাই বেচিয়া ॥
পাপমূর্ত্তি পরপুরুষের সঙ্গে মেলি।
ছি ছি নিত্য নিত্য আমি করি কাম-কেলি ॥

এই যে সন্ন্যাসী দেখি ঈশ্বর সমান।
সব ছাড়ি যাই মুহি এর বিদ্যমান ॥
সন্ন্যাসীর টাকা কড়ি সঙ্গে কিছু নাই।
তবে কেন উহারে দেখিয়া সুখ পাই ॥
কেন বা নরক ভোগ ঘরে বসে করি।
আমার প্রতি কি দয়া না করিবে হরি ॥
বালাজী দুষ্টের কাণে কি মন্ত্র পড়িয়া।
এইত সন্ন্যাসী দিলা উদ্ধার করিয়া ॥
ইহার নিকটে গিয়া পাপ ক্ষয় করি।
কাছে গিয়া জড়াইয়া পদ চাপি ধরি ॥
জানালা হইতে ইহা বারমুখী বলে।
তার কথা শুনে সুখী হইলা সকলে ॥
লোক জন চারি ধারে একথা তুলিয়া।
মহা কোলাহল করে হাসিয়া হাসিয়া ॥
ক্ষণকাল পরে বেশ্যা নামিয়া আসিল।
মিরানামে তার দাসী পেছনে চলিল ॥
বারমুখী বলে তবে বিনয়ে মিরারে।
আজি হৈতে সর্ব্ব ধন দিলাম তোমারে ॥
বহু অর্থ আছে মোর সব তুচ্ছ করি।
আজি হৈতে হইলাম পথের ভিকারী ॥
এলাইয়া দিলা কেশ বারমুখী দাসী।
স্থির বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘরাশি ॥

নিতম্ব ছাড়ায়ে পড়ে দীর্ঘ কেশ জাল।
নয়ন মুদিয়া রহে শচীর দুলাল॥
আশ্চর্য্য রূপের ছটা সকলে দেখিয়া।
তাহার বদন পানে রহে তাকাইয়া॥
বারমুখী হাত জোড়ি কহে বার বার।
বন্ধন কাটিয়া দেহ সন্ন্যাসী আমার॥
বড়ই পাপিষ্ঠ মুহি নরকের কীট।
যদি দয়া নাহি কর যাব পিট পিট॥
দাসীরে বলিয়া দেহ কিসে ত্রাণ পাব।
মরণান্তে যমভয় কিরূপে এড়াব॥
এই পাপ দেহে আর কিবা প্রয়োজন।
এত বলি দীর্ঘ কেশ করিলা ছেদন॥
সামান্য বসন পরি লজ্জা নিবারিল।
জোড় হস্তে প্রভুর সংম্মুখে দাঁড়াইল॥
প্রভু বলে বারমুখী দুই চারি কথা।
তোমারে কহিয়া দেই করহ সর্ব্বথা॥
এই স্থানে করি তুমি তুলসী কানন।
তার মাঝে থাকি কর কৃষ্ণের সাধন॥
তুমি কৃষ্ণ তুমি হরি বারমুখী বলে।
এই মাত্র বলি পড়ে প্রভু-পদতলে॥
বারমুখী পদতলে যখন পড়িল।
তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল॥

আর যত লোক ছিল কাছে দাঁড়াইয়া।
ধন্য ধন্য করে সবে বেশ্যারে দেখিয়া॥
মিরাবাই দাসী বহু কান্দিতে লাগিল।
হাসিমুখে বারমুখী তাহারে কহিল॥
কাণ দিয়া শুন মিরা আমার বচন।
তোমারে দিলাম মোর যত আছে ধন॥
ভাল রূপে সেবা কোরো অতিথি আইলে।
হরিনামে মন দিও বসিয়া বিরলে।
না করিবে পাপ কর্ম্ম মোর দিব্য লাগে।
ভজিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম অনুরাগে॥
প্রেম করা ভাল বটে ধূর্ত্ত সহ নয়।
কৃষ্ণের সহিত মিরা করিও প্রণয়॥
দেহ মনঃ প্রাণ সব কৃষ্ণে সমর্পিবে।
তাহা হৈলে নিত্য ধন কৃষ্ণেরে পাইবে॥
শুনহ আমার কথা মিরা মন দিয়া।
কারো সঙ্গ না করিবে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া॥
অবশ্য কৃষ্ণের কৃপা তোমারে হইবে।
প্রাণ পণে কৃষ্ণ ধনে কভু না ছাড়িবে॥
প্রভুর কৃপায় মোর কেটেছে বন্ধন।
আজি হৈতে বাসস্থান তুলসী কানন॥
এত বলি বারমুখী লয়ে জপ মালা।
তুলসী কানন করে ভুলি সব জ্বালা॥

বারমুখী কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া।
সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া॥
জাফরাবাদের দিকে প্রভু চলি যায়।
বহু কষ্টে তিন দিনে পৌঁছায় তথায়॥
জাফরাবাদের লোক বড় দুঃখী হয়।
কিন্তু অতিথির বহু সম্মান করয়॥
গ্রামবাসী বহু লোক ভিক্ষা আনি দিল।
রুটি করি প্রভু মোর ভোগ লাগাইল॥
প্রবেশিয়া একজন মালীর বাগানে।
যাপিলাম রাত্রি মোরা আনন্দিত মনে॥
প্রভাতে উঠিয়া মোরা সোমনাথে যাই।
ছয় দিন পরে গিয়া সেখানে পৌঁছাই॥
নাহিক পূর্ব্বের শোভা নাহি সে মন্দির।
দুঃখের অবস্থা দেখি চক্ষে বহে নীর॥
ঢিবি ঢাবা ভাঙ্গা চিহ্ন আছে সেই খানে।
দেখিয়া আঘাত বড় লাগিল পরাণে॥
মন্দির বাড়ীর শোভা গিয়াছে চলিয়া।
ইহা দেখি প্রভু মোর আকুল কাঁদিয়া॥
কান্দিয়া আমার প্রভু বলিতে লাগিল।
দুরাত্মা যবন আসি কি দশা করিল॥
কোথা লুকাইলে প্রভো যবনের ভয়ে।
একবার দেখাদিয়া জুড়াও হৃদয়ে॥

হায় হায় ইহ দুঃখ কহনে না যায়।
সোমনাথে উদ্দেশিয়া কান্দে গোরা রায় ॥
প্রভু বলে এত শোভা কেবা হরে নিল।
অর্থের লাগিয়া দুষ্ট এদশা করিল ॥
অহে প্রভো সোমনাথ তোমারে দেখিতে।
আকু বাকু করে প্রাণ না পারি সহিতে ॥
তোমার বিরহ আর সহ্য নাহি হয়।
তোমারে উদ্দেশ করি ফাটিছে হৃদয় ॥
হায় হায় ভক্তগণ কি পাপ করিল।
কি পাপে তোমারে দেব আর না হেরিল ॥
তোমার বিরহে শত শত পাণ্ডাগণ।
দুঃখের সাগরে আছে হয়ে নিমগন ॥
তুমি কি যবন ভয়ে কৈলাসে যাইয়া।
প্রিয় ভক্তগণে এবে রহিলে ভুলিয়া ॥
এ সকল দেখি মোর হৃদয় ফাটিছে।
বুকের মাঝারে অশ্রু বাহিয়া পড়িছে ॥
আহা মরি ভগ্নশেষ রয়েছে পড়িয়া।
পাপ চক্ষুঃ সহ্য করে কেমন করিয়া ॥
এস প্রভু সোমনাথ অন্তরে আমার।
হৃদয়ের মধ্যে হেরি মুরতি তোমার ॥
কোথায় লুকালে প্রভু না দেখি তোমারে।
কেমন করিছে প্রাণ কহিব কাহারে ॥

হায় হায় গঙ্গাধর তোমারে দেখিতে।
আর না আসিবে লোক বিদেশ হইতে॥
দেখিতে আসিত যাত্রী গৌরব করিয়া।
এবে কিন্তু সে গৌরব গিয়াছে মুছিয়া॥
দ্বেষ ভরে যবনেরা অত্যাচার করি।
মণি মুক্তা আদি ধন লইয়াছে হরি॥
হায় প্রভু স্মরহর কোথায় রহিলে।
কৃপা করি ভক্ত জনে দেখা নাহি দিলে॥
এই রূপে প্রভু মোর পরিতাপ করে।
হেন কালে ঝড় উঠে আকাশ উপরে॥
ধূলা উড়ে চারিদিক কৈলা অন্ধকার।
পাণ্ডাগণ বন্ধ করে কুটীরের দ্বার॥
বাহিরের দ্বারে বসি আমরা সকলে।
হরিবোলা প্রভু আসি বসে মধ্যস্থলে॥
হেন কালে অবধৌত সন্ন্যাসী আসিয়া।
বার বার গোরা চাঁদে দেখে তাকাইয়া॥
সব গায় ভস্ম মাখা নাহিক বসন।
উভ করি জটা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন॥
লোহিত বরণ তাঁর হয় চক্ষুর্দ্বয়।
মুখে হর হর শব্দ পবিত্র হৃদয়॥
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি দেখিতে সুন্দর।
আশীর্ব্বাদ করে আসি ঊর্দ্ধ করি কর॥

উঠিলা আমার প্রভু তাঁহারে দেখিয়া।
অন্তর্হিত হৈলা তবে কি যেন বলিয়া॥
ধূলা উড়ে চারিদিক্ করেছে আঁধার।
অবধৌত কোথা গেল নাহি দেখি আর॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে চৈতন্য আমার।
সোমনাথ পরিক্রম করে তিন বার॥
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ।
প্রভুর সহিত করি হরি সঙ্কীর্ত্তন॥
সোমনাথ ঠাকুরের প্রীতির লাগিয়া।
কীর্ত্তন করেন প্রভু প্রেমেতে গলিয়া॥
দুই চারি জন পাণ্ডা আসিয়া মিলিল।
আমাদের কাছে কিছু মাগিতে লাগিল॥
হাসিয়া বলিলা প্রভু সন্ন্যাসীর ঠাঁই।
টাকা কড়ি অন্নবস্ত্র কিছু দিতে নাই॥
এই বাত শুনি কাণে গোবিন্দ চরণ।
দুই মুদ্রা পাণ্ডা হস্তে করিলা অর্পণ॥
পবিত্র কুণ্ডের ধারে পাণ্ডা লয়ে যায়।
জল লয়ে প্রভু মোর দিলেন মাথায়॥
সোমনাথ ছাড়ি মোরা জুনাগড়ে যাই।
বড় গ্রাম বটে কিন্তু কোন তীর্থ নাই॥
চারি দিকে বহু অট্টালিকা শোভা পায়।
জুনাগড়ে দুদিন কাটায় গোরা রায়॥

রণছোড় জীর সেবা আছে এক ঠাঁই।
সন্ধ্যাকালে দর্শন করিতে তথা যাই ॥
মিরাজী নামেতে বিপ্রবর সেবা করে।
মোরা গিয়া উপস্থিত হই তার ঘরে ॥
ভক্তি সহ মিরাজিউ আদর করিল।
তাহার বাড়িতে প্রভু রজনী যাপিল ॥
দুগ্ধ চিনি আটা আনি ব্রাহ্মণ যোগায়।
আনন্দ করিয়া প্রভু রজনী কাটায় ॥
নিকটে গৃণার গিরি অতি মনোহর।
তাহার নিকটে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
মিরাজী নিকটে আসি ভক্তিসহকারে।
প্রভুরে থাকিতে বিপ্র কহে বারে বারে ॥
বিনয় করিয়া প্রভু ব্রাহ্মণেরে বলে।
গৃণার পাহাড়ে মোরা যাইব সকলে ॥
গুরুদত্তা চরণ দেখিব সেই খানে।
ছেড়ে দেহ এই ভিক্ষা চাহি তব স্থানে ॥
শুনিয়া প্রভুর কথা বিপ্র মহাশয়।
ভাল মন্দ আর কোন কথা নাহি কয় ॥
যাত্রা করি বাহিরায় চৈতন্য গোঁসাই।
ছায়ার মতন মোরা পিছে পিছে যাই ॥
একদল সন্ন্যাসী আসিয়া এই খানে
বসিয়া আছেন সবে বিরস বয়ানে ॥

ভর্গদেব নামে তাঁহাদের দলপতি।
পীড়িত হইয়া তথা করেন বসতি ॥
বৃক্ষতলে ভর্গদেব ছট ফট করে।
উপনীত হৈলা প্রভু সেখানে সত্বরে ॥
ভর্গদেবে পীড়িত দেখিয়া গোরা রায়।
আমারে আদেশ করে তাহার সেবায় ॥
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ।
রোগীর সেবায় লেগে যাই তিন জন ॥
প্রভু কহে নিম্বরস পিয়াইতে তারে।
নিম্বরস করি মোরা পিয়াই তাহারে ॥
রোগ হৈতে ভর্গদেব পেয়ে অব্যাহতি।
প্রভুর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি ॥
ভর্গদেব উঠিয়া প্রভুর স্তব করে।
হাত কচালিয়া ভর্গ বলে ভক্তিভরে ॥
মোরে কৃপা কর প্রভু তুমি দয়াময়।
তোমার লাগিয়া ব্যগ্র হতেছে হৃদয় ॥
অধমেরে রোগ হৈতে করিলে নিস্তার।
কৃপা করি মায়া-পাশ কাটহ আমার ॥
কার কাছে ফাকি দেহ নবীন সন্ন্যাসী।
তোমার চরণ পেতে মুহি অভিলাষী ॥
ক্ষুদ্র জনে দয়া যদি নাহি করা হয়।
তবে কেন তোমারে কহিব দয়াময় ॥

বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি নয়নের ভুল।
তোমার হৃদয়ে দেখি সোণার পুতুল॥
সকলে তোমারে কহে সোণার বরণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখে কিন্তু আমার নয়ন।
তাই বলি চক্ষু দোষ ঘটেছে আমার।
দয়া করি এ পাপীরে করহ উদ্ধার॥
কৃপা করি ভর্গদেবে শক্তি সঞ্চারিল।
অমনি তাহার চিত্তে ভক্তি উথলিল॥
কি কহিল ভর্গদেবে প্রভু আঁখি ঠারি।
অমনি তাহার চক্ষে বহে অশ্রু বারি॥
সন্ন্যাসীর চেলা সূক্ষ্ম তত্ত্ব না বুঝিল।
প্রভুর সহিত ভর্গ গৃণারে চলিল॥
গৃণার পাহাড় বড় উচ্চতর হয়।
গুরুদত্ত্বা চরণযুগল সেথা রয়॥
গৃণারের উচ্চশিরে চরণ যুগল।
চরণ দেখিতে চলে সন্ন্যাসীর দল॥
প্রভাতে চরণযুগ দেখিবারে যাই।
অপরাহ্ণে চরণের নিকটে পৌঁছাই॥
প্রস্তর উপরি শোভে দুখানি চরণ।
চরণ দেখিয়া প্রভু করিলা বন্দন॥
ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ শোভয়ে পদতলে।
পাদপদ্ম দেখি প্রভু হরি হরি বলে॥

এক জন পাণ্ডা ইহ থাকে নিরন্তর।
চরণের কথা তারে পুছে বিশ্বম্ভর ॥
পাণ্ডা বলে যদুগণ যখন মরিল।
তখন শ্রীবলদেব এখানে আইল ॥
বলদেব আসি এথা তপের কারণ।
তপ আরম্ভিলা প্রভু করি যোগাসন ॥
যোগাসনে বলদেব তপেতে বসিল।
প্রভাসে যাদবগণ যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
মধু পানে মত্ত হয়ে যত যদু বীর।
পরস্পরে যুদ্ধ করে ছুটিল রুধির ॥
সাত্যকি প্রভৃতি ছিল যত বীরগণ।
একে একে যমালয়ে করিল গমন ॥
কৃষ্ণের ইচ্ছায় সব যদুগণ মরে।
শেষে দেখা দিলা কৃষ্ণ পর্ব্বত উপরে ॥
এই খানে বলদেবে দেখি যদুপতি।
কহিতে লাগিলা প্রভু আপনার গতি
বলদেবে কহে কৃষ্ণ গোলোকে যাইব।
সিদ্ধ হৈল নিজ কার্য্য আর না রহিব ॥
যাদবগণের পাপে পৃথিবী পূরিল।
এই জন্য যদুগণ উচ্ছিন্ন হইল ॥
মোর লাগি কান্দে যদি পাণ্ডুপুত্রগণ।
তাহাদের শোক তুমি করিবে মোচন ॥

প্রাণ হৈতে প্রিয় বস্তু দ্রুপদকুমারী।
তারে আগে শান্ত কোরো এই ভিক্ষা করি ॥
এত শুনি বলদেব উঠিল কান্দিয়া।
এই বাক্য বলে তবে বিনয় করিয়া ॥
বিদুর উদ্ধব আদি যত ভক্ত আছে।
তুমি গেলে কি বলিব তাহাদের কাছে ॥
কোন চিহ্ন রেখে যাহ তাহাদের লাগি।
যে চিহ্ন দেখিবে তারা হয়ে অনুরাগী ॥
তুমিত তাদের প্রাণ জানিয়া শুনিয়া।
গোলোকে যাইবে তুমি কেমন করিয়া ॥
কৃষ্ণবই তাহারা ত কিছু নাহি জানে।
কিরূপে তাদের ফেলি যাবে নিজ স্থানে ॥
পাঞ্চালী করিবে যবে হাহাকার ধ্বনি।
কি বলে বুঝাব তারে বুঝহ আপনি ॥
এত শুনি কৃষ্ণ এথা পদভর দিলা।
অমনি চরণচিহ্ন এখানে রহিলা ॥
এই কথা বলি পাণ্ডা বুঝাইয়া দিল।
অমনি প্রভুর হৃদে প্রেম উপজিল ॥
আনন্দের ধাম গোরা প্রেম নিকেতন।
স্থির দৃষ্টে পদচিহ্ন করে দরশন ॥
দেখিতে দেখিতে চিহ্ন প্রেমের নিঝর।
সহসা উথলি তাঁর উঠিল অন্তর ॥

ভাবে গদ গদ প্রভু ধীরে ধীরে বলে।
পাণ্ডা ভাই তুমি সাধু কি রত্ন দেখালে॥
নিত্য তুমি সুখলাভ কর দরশনে।
তব সম পুণ্যবান্ দেখি না নয়নে॥
পাষাণ হৃদয়ে যদি এ চিহ্ন পড়িত।
ব্রহ্মানন্দ সুখ তবে নিত্য উপজিত॥
পদচিহ্নে রাখি শির গোরা বিনোদিয়া।
তদুপরি বার বার পড়ে লোটাইয়া॥
বেত্রযষ্টি সম সেই ক্ষীণ কলেবর।
ফুলিয়া উঠিল প্রেমে পেয়ে অবসর।
চরণ পরশি প্রভু নয়ন মুদিল।
হৃদয় বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল॥
পদ প্রদক্ষিণ করে করতালি দিয়া।
কটিবন্ধ জটাবন্ধ পড়িল খসিয়া॥
ভাব দেখি রামানন্দ অজ্ঞান হইল।
গোবিন্দ চরণ ভূমে লোটায়ে পড়িল॥
পর্ব্বত হইতে নামি মোর গোরা রায়।
ভদ্র নামে নদীতীরে রজনী কাটায়॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে নদী পারে যাই।
ধন্বিধর ঝারি ক্রমে দেখিবারে পাই॥
অত্যন্ত বিস্তৃত হয় ধন্বিধর ঝারি।
ঝারি খণ্ড দেখে ত্রাস হইল আমারি॥

সিংহ ব্যাঘ্র নানা জন্তু থাকে এই স্থানে।
ইহা ভাবি ভয় বড় হইল পরাণে ॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া প্রভু মোর অভিলাষ।
হাসিয়া বলিলা কেন বৃথা কর ত্রাস ॥
হরিনামে যমভয় যদি দূর হয়।
তবে কেন ঝারি খণ্ড দেখে পাও ভয় ॥
দলশুদ্ধ লয়ে মোরা হই ষোল জন।
ঝারি মধ্যে প্রবেশিলা শচীর নন্দন ॥
জঙ্গলের শোভা হয় অতি মনোহর।
কি কব শোভার কথা কহিতে বিস্তর ॥
কত বন্য পুষ্প ফুটি গন্ধ যোগাইছে।
কত শত বৃক্ষ লতা বাতাসে দুলিছে ॥
ডালে বসি নানা পক্ষী করিতেছে গান।
সে গান শুনিলে হয় আকুল পরাণ ॥
মধ্যে এক পথ মাত্র দুধারে জঙ্গল।
মাঝে মাঝে দেখা যায় সন্ন্যাসীর দল ॥
মাথার উপর সূর্য্য দেখিবারে পাই।
অমনি ক্ষুধার তরে ইতি উতি চাই ॥
ভিক্ষার লাগিয়া এবে কার দ্বারে যাব।
গ্রাম্য লোক নাহি এথা ভিক্ষা কোথা পাব ॥
দুই ধারে নানা বৃক্ষে ধরিয়াছে ফল।
ফল দেখে আমার বাড়িল কুতূহল ॥

আশ্চর্য্য ফলের কথা কহিতে না পারি।
কত ফল পাকিয়া শোভিছে সারি সারি॥
কামরাঙ্গা সম হয় ফলের গঠন।
হেন ফল কভু করি নাই আস্বাদন॥
আশ পাশে পড়িয়াছে ফল রাশি রাশি।
দুই হাতে ফল খায় যতেক সন্ন্যাসী॥
আজ্ঞা বিনা ফল নাহি খাইবারে পারি।
কিন্তু ফল দেখে লোভ হইল আমারি॥
গুটিকত ফল লই প্রভুর কারণ।
অপরাহ্ণে প্রভু ফল করে নিবেদন॥
দুই চারি ফল তবে আস্বাদ করিয়া।
মোদের খাইতে বলে গোরা বিনোদিয়া॥
উদর পূরিয়া ফল যত পারি খাই।
খড়িয়ার মধ্যে লই আর যত পাই॥
টুপ টাপ খায় ফল গোবিন্দ চরণ।
রামানন্দ ধীরে ধীরে করে আস্বাদন॥
আশ্চর্য্য ফলের গুণ দেখিল সকলে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই হরে সেই বন্য ফলে॥
চৌশিরা সিজ সম যেই গাছ শোভে।
আশ্চর্য্য তাহার ফল খাই অতি লোভে॥
যত খাই নানা ফল দেখিবারে পাই।
খড়িয়াতে লই আর পেট ভোরে খাই॥

মানুষের গন্ধ নাই নিবিড় জঙ্গলে।
মাঝে মাঝে হরিধ্বনি করিছে সকলে॥
না হইতে সন্ধ্যা পথে হইল আঁধার।
এক বৃক্ষতলে বৈসে শচীর কুমার॥
মাঝে মাঝে রাজা স্থান দিয়াছে করিয়া।
সেই স্থানে প্রভু সঙ্গে উতরাই গিয়া॥
বন্য কাষ্ঠে ঘেরা স্থান ঘর দ্বার নাই।
সন্ন্যাসীরা এই খানে বসিলা সবাই॥
করতালি দিয়া প্রভু নাম আরম্ভিল।
নাম শুনি সন্ন্যাসীরা মাতিয়া উঠিল॥
কাষ্ঠ আহরিয়া দিলা অগ্নিকুণ্ড জ্বালি।
ভর্গদেব নাম করে দিয়া করতালি॥
সেই জঙ্গলের মাঝে ভয় নাহি পাই।
হরিনাম করি সবে রজনী পোহাই॥
পরদিন প্রাতঃকালে হরিধ্বনি করি।
বাহির হইলা গোরা স্মরিয়া শ্রীহরি॥
যত পথ যাই তত জঙ্গল গভীর।
দেখিলে সে ঝারি খণ্ড কাঁপয়ে শরীর॥
বহুদূর গিয়া পাই ক্ষুদ্র এক খাল।
সেই খানে স্নান করে শচীর দুলাল॥
স্নান করি দ্রুতগতি অগ্রে চলে যাই।
কতদূর অগ্রে গিয়া বসিলা সবাই॥

ফল আনিবারে প্রভু রামানন্দে বলে।
রামানন্দ ফল আনি রাখে সেই স্থলে ॥
নানাবিধ ফল আনে সংগ্রহ করিয়া।
পূজা করি ভোগ দেয় গোরা বিনোদিয়া ॥
এমন মধুর ফল কভু দেখি নাই।
সবে মিলি উদর পূরিয়া ফল খাই ॥
সহস্র লোকের খাদ্য পথে পড়ে থাকে।
ঈশ্বরের কত দয়া কহিব কাহাকে ॥
মধ্যাহ্নে সারিয়া কাজ মোরা চলে যাই।
অপরাহ্নে গিয়া সবে আর আড্ডা পাই ॥
জঙ্গলের পাশে স্থান ঘেরা খুঁটি দিয়া।
সেই স্থানে প্রবেশিলা গোরা বিনোদিয়া ॥
কাষ্ঠ আনি সন্ন্যাসীরা আগুণ জ্বালিল।
করতালি দিয়া প্রভু গান আরম্ভিল ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরে।
যখন তখন প্রভু এই গান করে ॥
গাইতে গাইতে দেখি হইল অস্থির।
পুলকে পূরিল প্রভু কাঁপিল শরীর ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল গোরা রায়।
দেখিয়া তাঁহার ভাব ভর্গ ফুকরায় ॥
পরদিন যাই চলে প্রভাতে উঠিয়া।
এক দল যাত্রী পথে আসিছে ফিরিয়া ॥

পথমধ্যে দেখা যবে হৈল দুই দলে।
আনন্দেতে হরিধ্বনি করিল সকলে ॥
এইরূপে সাত দিনে ধম্বিধর ঝারি।
পার হয়ে যাই সবে আনন্দ বিথারি ॥
নিকটে অমরাপুরী গোপীতলা নাম।
সেই খানে যাই সবে আনন্দের ধাম ॥
ইহাকে প্রভাস তীর্থ বলে সর্ব্বজনে।
প্রভাস দেখিয়া বড় প্রীতি পাই মনে ॥
যদুগণ যেখানে ত্যজিল কলেবর।
সেই খানে প্রভু গিয়া কান্দিলা বিস্তর ॥
মধু পানে মত্ত হয়ে যত যদুবীর।
পরস্পর যুদ্ধ করি ত্যজিল শরীর ॥
কেবা নিজ কেবা পর না করি গণন।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মরে যদুবীর গণ ॥
চারুদেষ্ণ স্বরত্নি সাত্যকি যুযুধান।
শাম্ব গদ প্রভৃতি যতেক মতিমান্ ॥
পরস্পর যুদ্ধ করি মরে সেই খানে।
বিরস বদনে প্রভু কান্দে সেই স্থানে ॥
কান্দিয়া এতেক হর্ষ কেহ নাহি পায়।
কাঁন্দিয়া আনন্দ প্রভু ধরায় ছড়ায় ॥
জগতের শোক দুঃখ করিতে হরণ।
প্রচারে হরির নাম যখন তখন ॥

হরিনাম প্রেম ভক্তি হরির ভজন।
শিক্ষা দেয় জগজনে প্রভু সর্ব্বক্ষণ ॥
দিন নাই রাত্রি নাই ফিরি দ্বারে দ্বারে।
বিতরে হরির নাম জগৎ মাঝারে ॥
কে লবে রে হরিনাম হও আগুয়ান।
বিনা মূল্যে এই রত্ন করি সবে দান ॥
অমূল্য রতন সবে লহ যত্ন করি।
অনায়াসে সংসারসাগর যাবে তরি ॥
একবার মুখে উচ্চারিলে হরিনাম।
বন্ধন কাটিবে যাবে সবে নিত্যধাম ॥
বড়ই কঠিন গ্রন্থি মায়ার দড়িতে।
হরিনাম অস্ত্র ভিন্ন কে পারে কাটিতে ॥
এই কথা বলি প্রভু ফিরে দ্বারে দ্বারে।
প্রেমরস ছড়াইলা জগৎ সংসারে ॥
অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়া।
আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥
পাগলের ন্যায় যেন ইতি উতি ধায়।
আবেশে উন্মত্ত হয়ে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞান হারা।
মিশিয়া গিয়াছে ঊর্দ্ধে নয়নের তারা ॥
পৃষ্ঠদেশে এলায়ে পড়েছে জটাভার।
হৃদয় মাঝারে অশ্রু পড়ে অনিবার।

পাগলের মত বেশ শিথিল অম্বর।
সর্ব্বাঙ্গে উড়িছে খড়ি ধূলায় ধূসর॥
কোথায় যজ্ঞের কুণ্ড বলে গোরা রায়।
পাণ্ডাগণ সঙ্গে থাকি প্রভাস দেখায়॥
প্রভাসের দক্ষিণ ভাগেতে মোরা যাই।
সেই খানে গিয়া কুণ্ড দেখিবারে পাই॥
এই কুণ্ড কাটি যদুপতি যজ্ঞ করে।
সেই যজ্ঞে যদুগণ যুদ্ধ করি মরে॥
যেই খানে সত্যভামা করি কাম্য বন।
মাঝে মাঝে কৃষ্ণসহ করি আগমন॥
পরম আনন্দে বাস করিতেন সতী।
সেই স্থান দেখিয়া গৌরাঙ্গ মহামতি॥
কান্দিয়া উঠিলা প্রভু করি চীৎকার।
ফুকারি ফুকারি প্রভু কান্দে অনিবার॥
ক্রমে দশজন পাণ্ডা আসিয়া জুটিল।
একে একে সব স্থান দেখাতে লাগিল॥
এই খানে ইস্ট গোষ্ঠী তিন দিন করি।
যাইতে কহিলা পরে দ্বারকা নগরী॥
প্রভাসেতে আর তীর্থ দেখিবার নাই।
পহিলা আশ্বিনে মোরা দ্বারকায় যাই॥
কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভু যায়।
সমুদ্রের ধারে ধারে যাই দ্বারকায়॥

সাগরের খাড়ি পাই চারিদিন পরে।
পার হৈতে হইবেক দড়ার উপরে॥
দড়ার উপর দিয়া দ্বারকায় যাই।
রৈবতক নামে গিরি দেখিবারে পাই॥
ভাবে ঢুলু ঢুলু গোরা পর্ব্বত দেখিয়া।
মুচকি মুচকি প্রভু উঠিল হাসিয়া॥
কি যেন করিয়া মনে প্রফুল্ল বয়ানে।
মহাপ্রভু হাসিয়া চাহিলা মোর পানে॥
মোর পানে চেয়ে বলে দ্বারকায় গিয়া।
চরিতার্থ হও সবে প্রণাম করিয়া॥
সব অঙ্গে মাখ রজঃ অতি ভক্তি করি।
দেখিলে পুণ্যের ফলে দ্বারকা নগরী॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনমের সুকৃতের বলে।
দ্বারকা নগরী আজি দেখিলে সকলে॥
এত শুনি সবে মিলি প্রণাম করিল।
গোরার আনন্দ কূপ উথলি উঠিল
হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে।
ক্রমে উতরিলা প্রভু হেলিতে দুলিতে॥
ভাবসিন্ধু উথলিল মর্য্যাদা লঙ্ঘিয়া।
কার সাধ্য রাখে আর প্রভুরে ধরিয়া॥
উলটি পালটি পড়ে পৃথিবী উপরে।
ক্রমে ক্রমে প্রবেশিল পুরীর ভিতরে॥

লোমাঞ্চিত কলেবর কাঁপিতে লাগিল।
নয়ন ফাটিয়া যেন অশ্রু বাহিরিল॥
কোথা হে দ্বারকাধীশ এই কথা বলি।
অশ্রুজলে ভাসাইলা দ্বারবতী স্থলী॥
সব এলোথেলো জটা খসিয়া পড়িল।
অতি উচ্চরবে গোরা কাঁদিয়া উঠিল॥
কি কব ভাবের কথা কহনে না যায়।
বার বার কৃষ্ণ বলি প্রভু ফুকরায়॥
দ্বারকাধীশের বাড়ী যবে প্রবেশিলা।
অমনি দ্বিগুণ ভাবে আনন্দে মাতিলা॥
কদম্বের ন্যায় শিহরিল কলেবর।
উলটি পালটি পড়ি ধূলায় ধূসর॥
ভাবে মাতোয়ারা প্রভু ঢুলু ঢুলু চায়।
দ্বারকাধীশের আগে ধরণি লোটায়॥
চারিদিকে পড়ে যেন ভক্তি উছলিয়া।
ফুলে ফুলে কান্দে মোর গোরা বিনোদিয়া॥
নয়ন মুদিয়া কভু অন্তরেতে চায়।
অন্তরের মধ্যে যেন কি দেখিতে পায়॥
কখন বা উর্দ্ধমুখে তাকাইয়া রহে।
নয়ন হইতে অশ্রু দর দর বহে॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া তনু পুলকে পূরিল।
এক দৃষ্টে তাঁর প্রতি চাহিয়া রহিল॥

শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করে তিন বার।
নম্র হয়ে প্রতিবার করে নমস্কার॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গোরা বিনোদিয়া।
তাহা দেখি ভর্গদেব পড়ে লোটাইয়া॥
দ্বারকার মধ্যে ক্রমে হৈল জানা জানি।
সকলে প্রভুর কথা করে কাণা কাণি॥
কেহ বলে সন্ন্যাসী দেখিতে চল ভাই।
এমন সন্ন্যাসী কেহ কভু দেখে নাই॥
কি কব ইহার কথা কহনে না যায়।
এমন সন্ন্যাসী বুঝি না আছে ধরায়॥
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই।
সন্ন্যাসীর রূপে গুণে বলিহারি যাই॥
দেখিলে তাহারে ভক্তি উপজয়ে মনে।
অশ্রু আসি দেখা দেয় আপনি নয়নে॥
ইচ্ছা হয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে যাই।
বন্ধন কাটয়ে তারে দেখ যদি ভাই॥
দেখিলে সংসারে আর নাহি থাকে রুচি।
সেরূপ দেখিলে পাপী হয় সদ্য শুচি॥
এমন দয়াল আর নাহি দেখা যায়।
দয়া করে হরিনাম সকলে বিলায়॥
মাথা ভরা জটা পহিরণে বহির্বাস।
দেখিলে তাহার রূপ পূরে অভিলাষ॥

ঈশ্বরের অবতার দেখে বোধ হয়।
ভক্তিরসে পূর্ণ সদা তাহার হৃদয়।
ভাবাবেশে সদা মত্ত নবীন সন্ন্যাসী।
মাতাইয়া তুলিয়াছে দ্বারকা নিবাসী॥
কাম নাই ক্রোধ নাই নাহি অভিলাষ॥
দ্বারকাধীশের প্রতি অটুট বিশ্বাস॥
হরিনাম দান করে পাপীরে ডাকিয়া।
তাহারে দেখিলে চিত্ত উঠে তপাসিয়া॥
এক পক্ষ দ্বারকায় থাকি গোরা রায়॥
দ্বারকাপতির কাছে নিত্য আসে যায়॥
নিত্য গিয়া দরশন করে প্রাণ ভরি।
ভক্তি রসে মাতাইলা দ্বারকানগরী॥
দ্বারকানিবাসী যত ভক্তিপরায়ণ॥
প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন।
সকলের সঙ্গে প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করে।
কীর্ত্তন করিয়া সবে নাচে প্রেমভরে॥
ধর্ম্মের ভাবেতে পুরী করে টল মল।
সকলের চিত্ত যেন হইল নির্ম্মল॥
মন্দমন্দ বায়ু সদা বহিতে লাগিল।
পুষ্পগন্ধে চারি দিক্ যেন আমোদিল॥
সব লোক আনন্দিত প্রভুসঙ্গ পেয়ে।
কিবা নারী কিবা নর সবে আসে ধেয়ে॥

চারিদিকে মঙ্গলের চিহ্ন দেখা দিল।
হরিনামে দিক সব প্রসন্ন হইল ॥
কিবা পাণ্ডা কিবা গৃহী সকলে মিলিয়া।
ধর্ম্ম উপদেশ শুনে শ্রবণ পাতিয়া ॥
যেই জন নাহি বুঝে তাহারে বুঝায়।
নানা বুলি বলি প্রভু তাহারে মাতায় ॥
কখন বা মোর প্রভু কাঁই মাই বলে।
কাঁই মাই বাত বলি বুঝায় সকলে ॥
কেমন বুঝায় লোকে সর্ব্ব শক্তিমান্।
উপদেশ শুনি সবে হইল অজ্ঞান ॥
কিবা জ্ঞানী কিবা মূর্খ সকলে আসিয়া।
পুলকিত হৈল সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥
এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রভু ধীরে ধীরে।
উপনীত হৈলা গিয়া কৃষ্ণের মন্দিরে ॥
বহুতর লোক যায় প্রভুর পেছনে।
ভাল মন্দ নাহি বলে শচীর নন্দনে ॥
মন্দিরের দ্বারে গিয়া অষ্টাঙ্গ করিল।
তাহা দেখি লোক সব গড়াগড়ি দিল ॥
জোড় হস্ত করি প্রভু বহু স্তব করে।
অমনি নয়নহৈতে অশ্রুজল ঝরে ॥
প্রেমরসে ডগমগ প্রভুর হৃদয়।
যে দিকে তাকায় দেখে সব কৃষ্ণময় ॥

চক্ষু মুদি কৃষ্ণ বলি ডাকিতে লাগিল।
প্রেমভরে কলেবর শিহরি উঠিল ॥
সেইভাব যে জন না দেখেছে নয়নে।
মুহি অতি মূর্খ তারে বুঝাব কেমনে ॥
যেই খানে মরুক্ষেত্র কিছু মাত্র নাই।
সেখানে বহাল নদী চৈতন্য গোঁসাই ॥
সমস্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল।
ভক্তি দিয়া পাপিগণে প্রভু উদ্ধারিল ॥
একদিন পাণ্ডাগণ আনন্দ করিয়া।
মহামহোৎসব করে ভোগ লাগাইয়া ॥
অতিথি বৈষ্ণব গণে করি নিমন্ত্রণ।
ক্ষীর দধি পুরী আদি করয়ে বণ্টন ॥
পঙ্গুদের মধ্যে গিয়া গোরা গুণমণি।
প্রসাদ বণ্টক প্রভু করেন আপনি ॥
রজনীতে সবে মেলি কুটীরেতে যাই।
পরম আনন্দে মোরা রজনী কাটাই ॥
এইরূপে পক্ষকাল ইষ্টগোষ্ঠী করি।
পর দিন ছাড়ে প্রভু দ্বারকা নগরী ॥
প্রভু বলে এইবার নীলাচলে যাব।
নীলাচলে সবে মেলি আনন্দে কাটাব ॥
চল বিদ্যানগরে যাইব সবে মেলি।
একা না যাইব পুরী রামরায়ে ফেলি ॥

বড়ই ভজনানন্দী রামানন্দ হয়।
তার কথা মনে হৈলে জুড়ায় হৃদয় ॥
সাধকের শিরোমণি রামানন্দ রায়।
নির্জনে বসিয়া রায় কৃষ্ণগুণ গায় ॥
হরে কৃষ্ণ বলিতে যাহার অশ্রু বহে।
বিরক্ত বৈষ্ণব তারে ভাগবতে কহে ॥
মুচি যদি ভক্তি সহ ডাকে কৃষ্ণ ধনে।
কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে ॥
কৃষ্ণভক্ত রামানন্দ হয় পূজনীয়।
রামানন্দরায় মোর প্রাণহৈতে প্রিয় ॥
প্রাণের সমান রামানন্দে ভালবাসি।
পরম বৈষ্ণব রায় বিরক্ত সন্ন্যাসী ॥
বিষয়েতে অনাসক্ত হয় রাম রায়।
নিত্য রাধাকৃষ্ণে রায় দেখিবারে পায় ॥
বস্তু অর্থ রামানন্দ তৃণ সম গণি।
প্রেম সহ কৃষ্ণে ডাকে দিবস রজনী ॥
দেখিয়াছি কৃষ্ণ বলি ডাকিতে ডাকিতে।
প্রেমে মত্ত হয়ে রায় থাকয়ে কাঁপিতে ॥
কৃষ্ণ নামে প্রেম অশ্রু বিসর্জ্জন করে।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে পৃথিবী উপরে ॥
রায়ের বিরহ আর নাহি সহে প্রাণে।
চল শীঘ্র যাই সবে রায় সন্নিধানে ॥

এই কথা বলি প্রভু বাহির হইল।
শত শত লোক তাঁর পেছনে চলিল॥
মিষ্টবাক্যে গ্রাম্য লোকে করিয়া বিদায়।
খাড়ীর নিকটে চলে মোর গোরা রায়॥
ভর্গদেব দল বল লয়ে আপনার।
খাড়ীর ধারেতে আসে হইবারে পার॥
একে একে সকলেতে পার হয়ে আসি।
গুর্জরাটে আসে মোর নদের সন্ন্যাসী॥
আশ্বিনের শেষ দিনে বরদা নগরে।
ফিরে আসি প্রভু মোর হরিনাম করে॥
গোবিন্দ চরণ মুহি ভিক্ষা করিবারে।
উপস্থিত হইলাম গৃহস্থের দ্বারে॥
ফল মূল আটা চূর্ণ যাহা ভিক্ষা পাই।
শুদ্ধভাবে সেই গুলি আনিয়া যোগাই॥
বৃক্ষতলে আড্ডা করি প্রভু ভোগ দিল।
প্রসাদ পাইয়া সবে কৃতার্থ হইল॥
পরদিন যাত্রা করি বরদা হইতে।
দক্ষিণ ভাগেতে প্রভু লাগিল চলিতে॥
ষোল দিন পরে আসি নর্ম্মদার তীরে।
স্নান করি সবে মোরা নর্ম্মদার নীরে॥
প্রভু বলে ভর্গদেব যাবে কোন স্থলে।
যাইবে কি মোর সঙ্গে তুমি নীলাচলে॥

প্রভুর সম্মুখে ভর্গ হাত কচালিয়া।
বলে মুহি দক্ষিণেতে যাইব চলিয়া॥
মোহন্ত আদিত্য রাজ বোম্ বোম্ নগরে।
ভক্তি সহ রণছোড় জীর সেবা করে॥
মোর পরণাম প্রভু করহ গ্রহণ।
কৃপা করি দেহ মোর মস্তকে চরণ॥
এত বলি ভর্গদেব লুটায়ে পড়িল।
দুই হস্তে পদযুগ চাপিয়া ধরিল॥
ভর্গ বলে তুমি কৃষ্ণ তুমি মোর হরি।
ভিক্ষা দেহ চরণ স্মরিয়া যেন মরি॥
আপনার লীলা খেলা আপনি দেখিতে।
দ্বারকায় গেলে তুমি লোকেরে ছলিতে॥
যাহোক মাথায় মোর দেহ পদ তুলি।
ভুলাইতে না পারিবে আর নাহি ভুলি॥
প্রভু বলে ভর্গ তুমি কেন হেন কহ।
কেমনে এমন কথা আমারে বলহ॥
পথে পথে ভ্রমি মুহি হয়ে উদাসীন।
অন্ন নাই বস্ত্র নাই অতি দীন হীন॥
ভিক্ষার লাগিয়া মুহি ফিরি দ্বারে দ্বারে।
হেন বাক্য আর কভু না কহ আমারে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল সদা বিশ্বাস করিয়া।
কৃষ্ণেতে বিশ্বাস কৃষ্ণ দিবে মিলাইয়া॥

চিদানন্দ ঘন সেই পরাৎপর হরি।
ভাব তাঁর পাদপদ্ম ভবার্ণবে তরি ॥
প্রেমভক্তি সহ ভাব হরির চরণ।
অবশ্য তোমারে তিনি দিবেন দর্শন ॥
বড়ই দয়াল হরি ভক্ত জন প্রতি।
চিন্তা কর তাঁরে তিনি অগতির গতি ॥
এত বলি ভর্গদেবে প্রভু পরশিল।
অমনি ভর্গের দেহ পবিত্র হইল ॥
জোড়হাতে দাঁড়াইয়া ভর্গদেব চায়।
চরিতার্থ হয়ে শেষে লইল বিদায় ॥
ভর্গসহ ছিল আর যতেক সন্ন্যাসী।
প্রভুর সম্মুখে সবে দাঁড়াইলা আসি ॥
একে একে প্রভুর চরণে প্রণমিল।
মিস্ট বাক্যে প্রভু সবে বিদায় করিল ॥
ভর্গদেব চলি গেলা দক্ষিণ বিভাগে।
প্রভু নীলাচলে যাত্রা করে অনুরাগে ॥
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ।
নর্ম্মদার ধারে করি সেদিন যাপন ॥
পরদিন নর্ম্মদার ধারে ধারে যাই।
দোহদ নগরে গিয়া সকলে পৌঁছাই ॥
কিছু আটা আনিলাম মুহি ভিক্ষা করি।
রুটি করি ভোগ দেয় প্রভু গৌর হরি ॥

রজনী কাটাই মোরা দোহদ নগরে।
বৃক্ষতলে গোরাচাঁদ হরি ধ্বনি করে॥
প্রভাতে উঠিয়া কুক্ষী নগরেতে যাই।
অনেক বৈষ্ণব এথা দেখিবারে পাই॥
যথা যাই তথা দেখি তুলসী কানন।
গ্রাম্য লোক মাত্রে দেখি কৃষ্ণপরায়ণ॥
সন্ধ্যাকালে সব লোক হরিধ্বনি করে।
ইহা দেখি প্রভু মোর আনন্দে শিহরে॥
এই স্থানে থাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তার ঘরে আছে এক লক্ষ্মীজনার্দ্দন॥
ভক্তি সহ পূজে বিপ্র লক্ষ্মীজনার্দ্দনে॥
ইহা শুনি প্রভু যায় তাঁহার ভবনে।
আতিবিথি করে বিপ্র প্রভুরে দেখিয়া।
বহু অভ্যর্থনা করে অতিথি ভাবিয়া॥
বিপ্রবলে আমি হই দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
আমার ভবনে কেন কৈলা পদার্পণ॥
সন্ন্যাসীর সেবা মুই করিব কেমনে।
ধর্ম্ম নস্ট হৈল বুঝি আমার ভবনে॥
প্রভু বলে কোন চিন্তা না কর ঠাকুর।
যার সৃষ্টি তিনি খাদ্য দিবেন প্রচুর॥
কার জন্য কেবা ভাবে সকলি ত ভুল।
সর্ব্বদা ভাবেন কৃষ্ণ শুন এই স্থূল॥

কর্ত্তা বলে খেতে দেই আমি হ সকলে।
তবে কেন বন্ধুহীন খায় বৃক্ষ তলে॥
বন মধ্যে ক্ষুদ্র কীটে কে দেয় আহার।
তবে কেন বিপ্র তুমি ভাব মিছে আর॥
হেনকালে এক বৈশ্য ব্রাহ্মণের ঘরে।
দুগ্ধ চিনি আটা আনি যোগায় তাহারে॥
বৈশ্য বলে শুন শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
তোমার উপরে কৃপা হয়েছে প্রভুর॥
স্বপ্নে দেখিয়াছি তব লক্ষ্মীজনার্দ্দন।
পায়স খাইতে চাহে আমার সদন॥
নররূপে নারায়ণ তব গৃহে থাকে।
স্বপ্নে নারায়ণ ইহা দেখালে আমাকে॥
গত রাত্রি যোগে ইহা দেখেছি স্বপনে।
দুগ্ধ চিনি আনিয়াছি তাহার কারণে॥
নারায়ণে দেহ বিপ্র পায়স রন্ধিয়া।
এই কাণ্ড শুনি বিপ্র আকুল কান্দিয়া॥
বিপ্র বলে কোথা হৈতে আইল দুগ্ধ চিনি।
প্রভু বলে নারায়ণ যোগান আপনি॥
বিপ্র বলে দুঃখী মুতি এ যে চমৎকার।
প্রভু বলে নারায়ণ
বিপ্র বলে ভেবেছিনু তোমার লাগিয়া।
প্রভু বলে নারায়ণ দিলা যোগাইয়া॥

প্রভুর বদনপানে বৈশ্য তাকাইয়া।
কি দেখিছে বার বার অজ্ঞান হইয়া॥
বিপ্র বলে বৈশ্য তুমি কি দেখিছ ভাই।
বৈশ্য বলে ধন্ধ লাগিয়াছে তাই চাই॥
শুন অহে বিপ্রবর কি কব তোমারে।
স্বপ্নে নররূপে মুহি দেখেছি ইহারে॥
এই কথা শুনি প্রভু বৈশ্যে কহে আর।
মিছে কেন গণ্ডগোল কর বার বার॥
কারে দেখিয়াছ তুমি অলীক স্বপনে।
তবে কেন গণ্ডগোল কর অকারণে॥
বৈশ্য ভাই তুমি সাধু বড় ভাগ্যবান্।
তাই স্বপ্নে দেখাদিলা প্রভু ভগবান্॥
সামান্য সন্ন্যাসী মুহি ভোজনের তরে।
উপস্থিত হইয়াছি ব্রাহ্মণের ঘরে॥
বিপ্র বলে ওকথায় কিবা প্রয়োজন।
অতিথির সেবা লাগি ভাবে নারায়ণ॥
প্রভুরে ব্রাহ্মণ তবে বলিলা কান্দিয়া।
আপনি লাগান ভোগ পায়স রান্ধিয়া॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু পায়স রান্ধিল।
নিকটে থাকিয়া বিপ্র টহল করিল॥
প্রসাদ পাইল সবে আনন্দ করিয়া।
নিজ হস্তে প্রভু দেন প্রসাদ বাটিয়া॥

মহা মহোৎসব হৈল ব্রাহ্মণের ঘরে।
পর দিন প্রাতে উঠি প্রভু যাত্রা করে॥
যাত্রাকালে নিকটে আসিয়া বিপ্রবর।
কাকুতি করিল কত জুড়ি দুটী কর॥
বিপ্রের নিকটে তবে লইয়া বিদায়।
বাহির হইল প্রাতে মোর গোরা রায়॥
ঘাঁতি দিয়াছিল সেই বৈশ্য লুকাইয়া।
ধরিল প্রভুরে পথে পাছু পাছু গিয়া॥
চরণ ধরিয়া বৈশ্য কান্দিতে লাগিল।
দয়াল চৈতন্য তারে ধরিয়া তুলিল॥
প্রভু বলে সাধু তুমি কি করহ ভাই।
বৈশ্য বলে দয়া কর আমারে গোঁসাই॥
ছাড়িবার নহি চিনিয়াছি আপনারে।
পাদধূলি দিয়া কৃপা করহ আমারে॥
হাসিয়া চৈতন্য প্রভু শ্রবণে তাহার।
সুমধুর হরিনাম দিলা একবার॥
তার পাপ ক্ষয় হৈল প্রভুর কৃপায়।
সর্ব্বত্যাগী হয়ে তবে বৈশ্য চলি যায়॥
প্রভুর কৃপায় বৈশ্য বিষয় ছাড়িয়া।
তুলসী কানন করি রহে দূরে গিয়া॥
লোকের সহিত নাহি করে আলাপন।
সদা ধ্যান করে কৃষ্ণ মুরলীবদন॥

মুখে বলে অহে হরি মোরে দয়া কর।
কৃপা করি এপাপীর সব তাপ হর॥
কুটীরে বসিয়া থাকে গৃহে নাহি যায়।
হরি বলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খায়॥
বৈশ্যরে করিয়া কৃপা প্রভু বিশ্বম্ভর।
চলিলা জঙ্গল দিয়া ছাড়িয়া নগর॥
গভীর জঙ্গল ভাঙ্গি মোরা সবে যাই।
দুদিন নগর গ্রাম দেখিতে না পাই॥
দুই দিন পরে যাই জঙ্গল ছাড়িয়া।
আমঝোরা নগরেতে পৌঁছাই গিয়া॥
ক্ষুধার জ্বালায় মোরা ছট ফট করি।
নির্বিকার প্রভু মোর বলে হরি হরি॥
প্রভু বলে হরি যবে খাদ্য মিলাইবে।
সেই দিন ভিক্ষা পেয়ে আসিয়া জুটিবে॥
দুই সের আটা মুহি ভিক্ষা করে আনি।
ষোল খানা রুটি প্রভু করিলা আপনি॥
হেন কালে এক নারী বালক লইয়া।
বলে কিছু দেহ মরি ক্ষুধায় জ্বলিয়া॥
অন্ন নাই বস্ত্র নাই খেতে নাহি পাই।
পথে পথে শিশু সঙ্গে ভিক্ষা মেগে খাই॥
শুনিয়া তাহার বাণী প্রভু দয়া ময়।
আপনার ভাগ তুলে দিলেন তাহায়॥

দুঃখিনী চলিয়া গেল সন্তুষ্ট হইয়া।
অনাহারে দিলা প্রভু দিন কাটাইয়া ॥
রজনীতে কিছু ফল ভিক্ষা মেগে আনি।
ফল সেবা করি প্রভু কাটায় রজনী ॥
লক্ষ্মণের কুণ্ড এক আছে এই খানে।
প্রভাতে শুনিয়া মোরা যাই তথা স্নানে ॥
নগরের প্রান্তে কুণ্ড অতি মনোহর।
পর্ব্বতে বেষ্টিত কুণ্ড অল্প পরিসর ॥
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ জানকী হইলা।
বাণ মারি এই কুণ্ড লক্ষ্মণ কাটিলা ॥
লক্ষ্মণের কুণ্ড বলি প্রসিদ্ধ হইল।
এই কুণ্ড মহাতীর্থ জানকী বলিল ॥
অতি রমণীয় কুণ্ড অত্যন্ত গভীর।
স্নান করি সুশীতল হইল শরীর ॥
এই তীর্থে স্নান করি গোরা দয়াময়।
হরিধ্বনি করে শুনি চিত্ত দ্রব হয় ॥
পর দিন যাই বিন্ধ্যগিরির উপর ॥
যেই খানে শোভা পায় মন্দুরা নগর ॥
পর্ব্বতের মাঝে এক গুহার ভিতরে।
এক জন তপস্বী থাকিয়া তপ করে ॥
তপস্বীর কথা শুনি মোর গোরা রায়।
সেইখানে তপস্বীরে দেখিবারে যায় ॥

ধ্যানেতে আছেন বসি সন্ন্যাসী ঠাকুর।
তপস্বীর মূর্ত্তি হয় অতি সুমধুর ॥
গলিত কাঞ্চন সম অঙ্গের বরণ।
চারিদিকে বাহিরিছে তেজের কিরণ ॥
দীর্ঘ দীর্ঘ নখ পড়িয়াছে পালটিয়া।
শ্বেত শ্মশ্রু পড়িয়াছে হৃদয় ঢাকিয়া ॥
অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট ক্ষীণ কলেবর।
দেখা যাইতেছে তাঁর শরীরে পঞ্জর।
নিশ্চল ভাবেতে আছে উলঙ্গ হইয়া।
ভক্তির উদয় হৈল সে মূর্ত্তি দেখিয়া ॥
কাঠের মূরতি সম দেখিবারে পাই।
চক্ষু মেলি বার বার মুখ পানে চাই ॥
মহাপ্রভু সম্মুখে গিয়া দাণ্ডাইলা।
তপস্বী ভাঙ্গিয়া ধ্যান চাহিতে লাগিলা ॥
যেই ক্ষণে চারি চক্ষে হইল মিলন।
অমনি তপস্বিবর হাসিলা তখন ॥
তপস্বীর সঙ্গে প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করি।
পর্ব্বতের নিম্নে আসে মণ্ডল নগরী ॥
বামে শোভে বিন্ধ্যগিরি নর্ম্মদা ডাহিনে।
তথা হৈতে দেবঘর যাই তিন দিনে ॥
একজন কুষ্ঠরোগী ছিল দেবঘরে।
এই রোগী আদি নারায়ণ নাম ধরে ॥

বণিকের শ্রেষ্ঠ হয় আদি নারায়ণ।
বহু ধন আছে কিন্তু সদা ক্ষুণ্ণ মন ॥
গ্রামের বাহিরে এক বট বৃক্ষ আছে।
দয়াময় প্রভু গিয়া বৈসে তার কাছে ॥
প্রভুর শোভায় চারি দিক আলো করে।
লোক জানাজানি ক্রমে হইল নগরে ॥
সন্ন্যাসী দেখিতে আসে দুই চারি জন।
নগরেতে যাই মুহি ভিক্ষার কারণ ॥
রামানন্দ যায় তবে পুষ্প আনিবারে।
গোবিন্দ চরণ গেলা নদীর কিনারে ॥
সেদিন ভিক্ষায় পাই আতপ তণ্ডুল।
রামানন্দ লয়ে আসে নানাবিধ ফুল ॥
স্নান করি প্রভু মোর পূজা আরম্ভিল।
গোবিন্দ চরণ শুষ্ক কাষ্ঠ আনি দিল ॥
ভোগ দিয়া নাম আরম্ভিলা গোরা রায়।
করিতে করিতে নাম পুলক বাঢ়য় ॥
প্রেমে গদ গদ তনু নাচিতে লাগিল।
অজ্ঞান হইয়া শেষে ধরায় পড়িল ॥
এই কথা শুনি তথা বহু লোক আসে।
সেই কুষ্ঠ রোগী আসি দাঁড়াইলা পাশে ॥
নারায়ণ আসি কাঁদে জুড়ি দুটী কর।
নিস্তার করহ বলি কাঁদিলা বিস্তর ॥

পরম বৈষ্ণব হয় আদি নারায়ণ।
তাহারে করিতে দিলা প্রসাদ ভক্ষণ ॥
ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপযোগ।
তখনি তাহার দূর হৈল কুষ্ঠ রোগ ॥
কুষ্ঠ রোগ দূর হৈল প্রসাদ পাইয়া।
বহু রোগী আসে এই সংবাদ শুনিয়া ॥
সঙ্কট দেখিয়া প্রভু চাহিতে লাগিল।
মোর পানে চেয়ে তবে ইঙ্গিত করিল ॥
যাত্রা করিলাম মুহি খড়ম লইয়া।
সেই ছলে প্রভু চলে নগর ছাড়িয়া ॥
আদি নারায়ণ তবে সঙ্গে সঙ্গে যায়।
প্রভু বলে মুক্ত হৈলে কৃষ্ণের কৃপায় ॥
তবে কেন মোর সঙ্গে কর আগমন।
ঘরে গিয়া ভাব সদা কৃষ্ণের চরণ ॥
আদি নারায়ণ বলে ঘরে নাহি যাব।
দেশে দেশে আপনার সঙ্গেতে ফিরিব ॥
প্রভু বলে ঘরে গিয়া ভোগ কর ধন।
নারায়ণ বলে ধনে কিবা প্রয়োজন ॥
যদি মোরে সঙ্গে নাহি লহ দয়াময়।
কুটীর বান্ধিয়া মুহি যাপিব সময় ॥
প্রভু বলে কর গিয়া তুলসী কানন।
সেই খানে বসি কর সময় যাপন ॥

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সব ত্যাগ করি।
আদি নারায়ণ মুখে বলে হরি হরি ॥
সাধু শ্রেষ্ঠ হৈল সেই আদি নারায়ণ।
কৃষ্ণ নাম করি করে সময় যাপন ॥
চরণে প্রণাম করি আদি নারায়ণ।
করিলা প্রভুর কাছে বিদায় গ্রহণ ॥
ত্রিশ ক্রোশ দূরে হয় শিবানী নগর।
দুই দিনে সেই খানে যায় বিশ্বম্ভর ॥
মহল পর্ব্বত শিবানীর পূর্ব্ব ভাগে।
সেইখানে যায় প্রভু কৃষ্ণ অনুরাগে ॥
মহল পর্ব্বত প্রভু করি দরশন।
চণ্ডীপুর নগরেতে করে আগমন ॥
চণ্ডীপুরে চণ্ডী দেবী দরশন করি।
রায়পুরে যায় গোরা স্মরিয়া শ্রীহরি ॥
বহুলোক রায়পুরে দরশন আশে।
উপস্থিত হৈলা আসি চৈতন্যের পাশে ॥
জীবের দুর্দ্দশা দেখি মোর গোরা রায়।
ঘরে ঘরে হরিনাম আনন্দে বিলায় ॥
প্রভু বিদ্যানগরে আইলা অতঃপর।
রামানন্দ দেখা করে যোড় করি কর ॥
রামানন্দ রায় আসি প্রণাম করিলা।
হাত ধরি তুলি প্রভু তারে কোল দিলা ॥

পরম বৈষ্ণব রায় দূরে পিছাইয়া।
কান্দিতে লাগিল বহু বিনয় করিয়া ॥
প্রভু বলে রায় তুহু চল মোর সাথে।
এক সঙ্গে গিয়া হেরি প্রভু জগন্নাথে ॥
তুমি আমি আর ভট্ট নীলাচলে গিয়া।
করিব হরির নাম সাধ মিটাইয়া ॥
তব সঙ্গে তত্ত্ব কথায় বড় সুখ পাব।
এস তুমি মোর সঙ্গে নীলাচলে যাব ॥
আপনি চলুন অগ্রে রায় ইহা বলে।
কিছু দিন পরে মুহি যাব নীলাচলে ॥
এত শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
চলিলা উত্তর ভাগে প্রভাতে উঠিয়া ॥
সেই দিন অতিক্রম করি বহু দূর।
ছয় দিনে চারি জনে যাই রত্নপুর ॥
রত্নপুর ছাড়ি মোরা মহানদী পাই।
তার ধারে ধারে সবে পূর্ব্বভাগে যাই ॥
কিছু দূরে মহাপ্রভু স্বর্ণগড়ে গিয়া।
নগরের শোভা প্রভু দেখে নিরখিয়া ॥
আশ্চর্য্য গড়ের শোভা কি কহিব আর।
চারি দিক দেখিয়া লাগিল চমৎকার ॥
শান্তীশ্বর নামে রাজা এই গড়ে থাকে।
এই কথা দূত গিয়া বলিলা রাজাকে ॥

মোদের সংবাদ শুনি রাজা মহাশয়।
প্রভুরে দেখিতে আসে করিয়া বিনয় ॥
পরম ধার্ম্মিক রাজা প্রভুকে দেখিয়া।
জোড় হস্তে ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া ॥
রাজা বলে শুনহ সন্ন্যাসী মহাশয়।
পবিত্র করহ আজি আমার আলয়।
আজি কৃপা করি ভিক্ষা লহ মোর ঘরে।
এই বলি রাজা বহু স্তব স্তুতি করে ॥
ইহা শুনি প্রভু তাকাইলা মোর পানে,
ভিক্ষা চাহিলাম মুহি ভূপতির স্থানে ॥
প্রচুর আনিয়া ভিক্ষা মহারাজ দিলা।
ভিক্ষা দিয়া জোড় হস্তে দাঁড়ায়ে রহিলা ॥
অপরাহ্লে মহারাজ বিদায় হইল।
বৃক্ষতলে মহাপ্রভু রজনী যাপিল ॥
প্রভাতে সম্বলপুরে সবে মোরা যাই।
সন্ধ্যার সময়ে গিয়া সেখানে পৌছাই ॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত পুরী বড় শোভা পায়।
আনন্দে সম্বলপুরে রজনী কাটায় ॥
দশ ক্রোশ দূরে হয় ভ্রমরা নগরী।
সেই খানে মহাপ্রভু হৈলা আগুসারী ॥
বহু বৈষ্ণবের বাস ভ্রমরা নগরে।
এই খানে চারি দিন প্রভু বাস করে ॥

বিষ্ণু রুদ্র নামে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ।
এই খানে থাকি করে কৃষ্ণের সেবন ॥
বিষ্ণু রুদ্র বিপ্র হয় বড় ভক্তিমান্।
তারে দেখিবারে প্রভু হৈলা আগুয়ান্ ॥
বিষ্ণু রুদ্র সহ প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করি।
আনন্দে চলিয়া যায় প্রতাপনগরী ॥
এই নগরীর লোকে হরিনাম দিয়া।
দাসপাল নগরেতে গেলেন চলিয়া ॥
পাষণ্ড মায়াবী দুঃখী যে যেখানে ছিল।
হরিনাম দিয়া প্রভু সবে মাতাইল ॥
সর্ব্বদা থাকয়ে গোরা আনন্দে মাতিয়া।
কত পাপী উদ্ধারিলা হরি নাম দিয়া ॥
পর দিন রসালকুণ্ডেতে মোরা যাই।
সেই স্থানে কূর্ম্ম দেবে দেখিবারে পাই ॥
কূর্ম্মদেবে দেখি প্রভু প্রেমে মাতয়ারা।
ঝর ঝর দুনয়নে বহে অশ্রুধারা ॥
জোড় হস্তে বহু স্তব কূর্ম্মদেবে করে।
আছাড়িয়া পড়ে প্রভু ভূমির উপরে ॥
রসালকুণ্ডের লোক বড় ভক্তিহীন।
ইহা দেখি প্রভু তথা রহে তিন দিন ॥
কিবা নর কিবা নারী সকলে ডাকিয়া।
উদ্ধার করেন প্রভু হরিনাম দিয়া ॥

প্রভুর কৃপায় সবে মাতিয়া উঠিল।
ভক্তিসহ হরিনাম করিতে লাগিল ॥
এই স্থানে ছিল এক মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ।
তার পুত্র প্রভুসঙ্গে করিল মিলন ॥
ব্রাহ্মণের পুত্র বলে মোরে দয়া কর।
পদধূলি দিয়া প্রভু মোর দুঃখ হর ॥
অত্যন্ত পাষণ্ড মুহি কিছু নাহি জানি।
ভক্তি দিয়া মোরে ত্রাণ করহ আপনি ॥
মোর পিতা কৃষ্ণ নাম সহ্য নাহি করে।
কৃপা করি ভক্তি দেহ তাঁহার অন্তরে ॥
এই দুঃখ বড় পিতা কৃষ্ণদ্বেষী হয়।
তাঁর মনে ভক্তি দেহ প্রভু দয়াময় ॥
বৈষ্ণব দেখিলে পিতা করে তিরস্কার।
দয়া করি ঘুচাও সমস্ত পাপ তাঁর ॥
শুনিয়াছি তুমি নাকি কৃপার আলয়।
এই ভিক্ষা দেহ মোরে অহে দয়াময় ॥
শুনিয়া শিশুর পৃষ্ঠে প্রভু হাত দিলা।
অমনি তাহার চিত্তে ভক্তি উপজিলা।
এই কথা শুনি বিপ্র ক্রোধে অন্ধ হয়ে।
যষ্টি হাতে প্রভুর নিকটে এলো ধেয়ে ॥
বিপ্র বলে শুন অরে ভণ্ড দুরাচার।
এক মাত্র পুত্র নষ্ট করিলি আমার ॥

এই যষ্টি দিয়া তোরে আঘাত করিব।
কে তোরে করিবে রক্ষা এখনি দেখিব॥
জোড় হস্তে কান্দি বলে ব্রাহ্মণ কুমার।
দয়াময় অপরাধ ক্ষমহ পিতার॥
নিতান্ত অজ্ঞান পিতা না চিনে তোমারে।
চরণের দাস বলি ক্ষমহ আমারে॥
এত শুনি মাড়ুয়ারে তাড়না করিয়া।
দুই চারি জন লোক উঠিল ঝাঁকিয়া॥
মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ কারু বাক্য না শুনিল।
যষ্টিহাতে চৈতন্যেরে মারিতে উঠিল॥
বিপ্র বলে মোর পুত্রে বৈষ্ণব করিয়া।
সঙ্গে করে লয়ে যাবি তুই ভুলাইয়া॥
ছেলে ভুলাইয়া তুমি যাইবে কোথায়।
এইবার দণ্ড করি বুঝিব তোমায়॥
বহুত সন্ন্যাসী মুহি দেখেছি নয়নে।
এইবার শিক্ষা তুহি পাবি মোর স্থানে॥
হাসিয়া চৈতন্য বলে শুন মোর ভাই
আমারে মারিতে হৈলে হরিনাম চাই॥
যত বার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে।
ততবার যষ্ট্যাঘাত করিতে পাইবে॥
ক্রোধ করি যদি মোরে মারিবারে চাহ।
তবে হরে কৃষ্ণ নাম বদনে বলহ॥

এই দেখ পৃষ্ঠ পাতি দিলাম তোমারে।
একবার হরি বলি মারহ আমারে॥
পুনঃ এই কথা শুনি বিপ্রের তনয়।
হাত জোড়ি প্রভুর সম্মুখে পুনঃ কয়॥
শিশু বলে প্রভু ক্ষমা করহ পিতারে।
নরক হইতে ত্রাণ করহ উহাঁরে॥
আপনার পাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাই।
লোকে যেন নাহি বলে নিঠুর নিমাই॥
তবে তারে বলে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
জনম লইলে তুমি যে বংশে আসিয়া॥
সেই বংশে কাহারো নরক ভয় নাই।
কোটি পুরুষের হবে বৈকুণ্ঠেতে ঠাঁই॥
এত কহি ব্রাহ্মণের প্রতি তাকাইয়া।
বলে বিপ্র হরি বল আমারে মারিয়া॥
তোমার কঠিন হিয়া মরুস্থলী প্রায়।
রসাল হউক আজি কৃষ্ণের কৃপায়॥
মোরে মার তাহে বিপ্র কোন ক্ষতি নাই।
একবার হরে কৃষ্ণ মুখে বল ভাই।
শুনি হেন বাক্য বিপ্র কাঁপিয়া উঠিল।
ভয়েতে প্রস্রাব বস্ত্রে করিয়া ফেলিল॥
ভয়ে জড় সড় বিপ্র দেখিতে না পায়।
কান্দিয়া আকুল হয়ে পড়িল ধরায়॥

প্রভুর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া।
দুই হাতে দুই পদ ধরিল চাপিয়া॥
বিপ্র বলে দয়াময় নিবেদি তোমারে।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমারে॥
অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয়।
কৃপা করে অপরাধ ক্ষম দয়াময়॥
না বুঝিয়া কত কথা বলেছি তোমারে।
দণ্ড দাও রক্ষাকর যে হয় বিচারে॥
ব্রাহ্মণের দৈন্য দেখি গোরা বিনোদিয়া।
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া॥
কৃতার্থ হইল বিপ্র শুদ্ধ হৈল মন।
বিদায় লইল শেষে ধরিয়া চরণ॥
পাষণ্ড ব্রাহ্মণে প্রভু করিয়া উদ্ধার।
ঋষিকুল্যা নদী তীরে হৈল আগুসার॥
নদীর উভয় তীরে বহু ঋষি থাকে।
সবে মেলি অভ্যর্থনা করিলা গোরাকে
যবে প্রভু ঋষিকুল্যা নদীতে আইলা
এই বার্ত্তা ক্রমে গিয়া পুরীতে পৌছিলা॥
তিন রাত্রি থাকি প্রভু ঋষিকুল্যা ধামে।
ঋষিকুল্যা পবিত্র করিলা হরিনামে॥
আলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে।
গদাধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে॥

খঞ্জন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥
সার্ব্বভৌম আসে দুই ডঙ্কা বাজাইয়া।
নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়া॥
হরিদাস রামদাস আর কৃষ্ণদাস।
ব্যগ্র হয়ে আসে সবে ঘন বহে শ্বাস॥
জগন্নাথ দাস আর দেবকী নন্দন।
ছোট হরিদাস আর গায়ক লক্ষ্মণ॥
বিষ্ণুদাস পুরীদাস আর দামোদর।
নারায়ণ তীর্থ আর দাস গিরিধর॥
গিরি পুরী সরস্বতী অসংখ্য ব্রাহ্মণ।
প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন॥
রামশিঙা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত।
বলরাম দাস আসে হয়ে পুলকিত॥
শত শত পণ্ডিত গোঁসাই দেখা দিল।
আনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে লাগিল॥
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গান গায়।
এক মুখে সে আনন্দ কহনে না যায়॥
হাজার হাজার লোক প্রভুকে ঘেরিয়া।
নাম আরম্ভিলা সবে আনন্দে মাতিয়া॥
মুরারি মুকুন্দে প্রভু কোল দিতে গেলা।
হাঁটুর নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িলা॥

সিদ্ধ কৃষ্ণদাস আসি প্রণাম করিল।
হাত ধরি তুলি তাঁরে প্রভু আলিঙ্গিল ॥
একত্র মিলিয়া আর আর ভক্তগণ।
প্রভুকে লইতে সবে করে আগমন ॥
মাদল বাজায় যত বৈষ্ণবের দল।
আনন্দে করয়ে প্রভুর আঁখি ছল ছল ॥
কীর্ত্তন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়া।
মাথা ঢুলাইয়া নাচে গোরা বিনোদিয়া ॥
খঞ্জনে দেখিয়া প্রভু দিয়া হরি বোল।
দুই বাহু পশারিয়া তারে দিলা কোল ॥
নাচিতে লাগিল গোরা বাহু পশারিয়া।
সার্ব্বভৌম পদতলে পড়িল লুন্ঠিয়া ॥
হাত জোড়ি সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিল।
তোমার বিরহবাণ হৃদয়ে বিন্ধিল ॥
বড় মূঢ় বলি তব বিরহ সহিয়া।
এত দিন আছি মুহি পরাণ ধরিয়া।
দয়া করি পদতলে দল মোর দেহ।
তবে ত জানিব প্রভু মোর প্রতি স্নেহ ॥
এত বলি সার্ব্বভৌম গড়াগড়ি যায়।
তাহারে তুলিয়া আলিঙ্গয়ে গোরা রায় ॥
এইরূপে হরিধ্বনি করিতে করিতে।
প্রভুরে লইয়া সবে চলিলা পুরীতে ॥

শ্বেত নীল বিচিত্র পতাকা শত শত।
গুড় গুড় শব্দ করি ডঙ্কা বাজে কত॥
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মাতিয়া।
এক দৃষ্টে কত লোক রহিল চাপিয়া॥
হেলিতে দুলিতে যায় শচীর দুলাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
হস্ত তুলি নাচিতে লাগিল গদাধর।
রঘুনাথ দাস নাচে আর দামোদর॥
প্রভু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া।
বড়ই আনন্দ পাই তোমারে দেখিয়া॥
রঘুনাথে কোল দিতে যান গোরা রায়।
রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া লুটায়॥
মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌছায়॥
অপরাহ্নে মহাপ্রভু পুরীতে পৌছিলা।
কোটি কোটি লোক তথা আসি ঝাঁকি দিলা॥
ধূলাপায় প্রভু বহু লোক করি সাথ।
হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ॥
এক দৃষ্টে মহাবিষ্ণু দেখিতে দেখিতে।
দর দর প্রেম অশ্রু লাগিল বহিতে॥
একে বারে জ্ঞানশূন্য হয়ে গোরা রায়।
অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায়॥

এলাইল জটাজূট খসিল কৌপীন।
ধূলায় ধূসর তনু যেন অতি দীন ॥
চারি দিকে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
সার্ব্বভৌম ক্রোড়ে তুলে করিলা ধারণ ॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কদম্বের প্রায়।
বহিতে লাগিল ঘর্ম্ম সহস্র ধারায় ॥
চেতনা পাইয়া প্রভু উঠে দাঁড়াইলা।
একদৃষ্টে মহাবিষ্ণু দেখিতে লাগিলা ॥
সার্ব্বভৌম বসে প্রভু দেখি নিজরূপ।
উথলিয়া উঠিল তোমার ভাবকূপ ॥
আপনার মূর্ত্তি দেখি লোক শিখাইতে।
মহাভাবে মত্ত হয়ে লাগিলা কান্দিতে ॥
সম্মুখে অচল বিষ্ণু তুমি ত সচল।
তবে কেন কান্দি প্রভু কর বহু ছল ॥
তুমি ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
তবে কেন অন্ধা কর আমার নয়ন ॥
যে না বুঝে তার কাছে কর ভারি ভূরি।
মোর কাছে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥
গোবর্দ্ধনধারী তুমি বৃন্দাবনপতি।
গোপীর জীবন তুমি অগতির গতি ॥
জনমিলে যদুবংশে তারা না চিনিল।
দুর্ভাগা যাদবগণ কিছু না বুঝিল ॥

হাতে পেয়ে না ছাড়িব মুহিত তোমারে।
বংশী ধরি নিজরূপ দেখাও আমারে॥
তব বক্ষে স্বর্ণ পাঞ্চালিকা আছে লেখা।
যার তেজে কালরূপ নাহি যায় দেখা॥
প্রভু বলে সার্ব্বভৌম আর কথা কহ।
আতাল পাতাল কথা কেন বা বলহ॥
মিছে ব্যগ্র হয়ে কেন কহ নানা বাত।
শুনিয়া তোমার বাক্য কর্ণে দেই হাত॥
আমারে কহিয়া তুমি ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কেন মোরে অপরাধী কর অকারণ॥
তব মুখে কৃষ্ণকথা অমৃত সমান।
কহ ভট্ট কৃষ্ণকথা জুড়াক পরাণ॥
ভট্ট বলে যাহা বলাইবে প্রভু তুমি।
তাহা ভিন্ন কি কহিব নর-পশু আমি॥
প্রভু বলে বহু বাক্যে আর কাজ নাই।
চল আজি স্বস্থানেতে সবে মিলে যাই॥
আরতি দেখিয়া কাশী মিশ্রের সদনে।
উপনীত হৈলা আসি সাঙ্গোপাঙ্গ সনে॥
হেন কালে সার্ব্বভৌম প্রসাদ লইয়া।
সেই খানে উপনীত হইল আসিয়া।
প্রসাদ বণ্টন করে গোরা বিনোদিয়া॥
সকলে আনন্দ করে প্রসাদ পাইয়া॥

প্রকাণ্ড আঙ্গিনা কাশী মিশ্রের সদনে।
বহুতর লোক আসে প্রভু দরশনে ॥
থাকিয়া মিশ্রের গৃহে গোরা দয়াময়।
পরম আনন্দে নিত্য কৃষ্ণগুণ গায় ॥
কত লোক আসে যায় কহিব কেমনে।
নিত্য নব নব সুখ মিশ্রের ভবনে ॥
লোক মুখে শুনিয়া প্রভুর আগমন।
কত গৌড়বাসী আসে করিতে দর্শন ॥
প্রসাদ আনয়ে নিত্য ভট্ট মহাশয়।
প্রসাদ পাইয়া প্রভুর আনন্দ উদয় ॥
আনন্দে প্রসাদ লয়ে গোরা বিনোদিয়া।
সকলের হাতে দেন প্রসাদ বাটিয়া ॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন হয় প্রসাদের আগে।
সকলে প্রসাদ খায় প্রেম অনুরাগে ॥
ধন্য হইলাম আজি এই কথা বলি।
আনন্দে সকলে নাচে দিয়া করতালি ॥
রামানন্দ বসু আর গোবিন্দ চরণ।
বিদায় লইয়া গৌড়ে করিলা গমন ॥
পুনরায় গৌরাঙ্গের দরশন লাগি।
শত শত লোক আসে হয়ে অনুরাগী ॥
শ্রীবাস কেশব দাস সিদ্ধ হরিদাস।
সকলে মিলিয়া আসে চৈতন্যের পাশ ॥

শান্তাচার্য্য বিপ্রদাস রূপ সনাতন।
ঝাঁকি বাঁধি আইলা করিতে দরশন ॥
আনন্দে মাতিয়া সবে হরিনাম করে।
দয়াল চৈতন্য ভক্তি দেন ঘরে ঘরে ॥
কে লবে রে হরিনাম এস মোর ভাই।
ইহা বলি হরিনাম বিলায় নিমাই ॥
পাপী তাপী না রহিল প্রভুর কৃপায়।
হরিনাম দেন প্রভু যথায় তথায় ॥
মহাতীর্থ পুরী হৈল আনন্দের ধাম।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ করে হরিনাম ॥
পশু পক্ষী নাচে নাম শ্রবণে শুনিয়া।
সম্মুখে সমুদ্র নাচে বাহু পশারিয়া ॥
বুড়া নাচে যুবা নাচে নাচে শিশুগণ।
কুলবধূ পথে আসি করে দরশন ॥
এক দিকে নদীপতি নাচিতে লাগিল।
অন্যদিকে প্রেমসিন্ধু উথলি উঠিল ॥
যেন প্রেমে মত্ত হয়ে বৃক্ষ লতাগণ।
হিম পাত ছলে করে অশ্রু বরষণ ॥
নিত্য নব নব সুখ পুরীর মাঝারে।
যে দেখেছে সেই জানে কহিব কাহারে ॥
বাজিছে মৃদঙ্গ ভেরী আর করতাল।
তার মধ্যে নাচে মোর শচীর দুলাল ॥

বড় পটু রামদাস ভেরী বাজাইতে।
এই জন্য নিত্য আসে কীর্ত্তনের ভিতে ॥
বড় ভক্ত রামদাস প্রেম অনুরাগে।
ভেরী বাজাইয়া চলে কীর্ত্তনের আগে ॥
আনন্দে প্রতাপরুদ্র ছাড়ি রাজ্যপাট।
মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট ॥
নগর কীর্ত্তনে যবে মহাপ্রভু যায়।
দীনবেশে মহারাজ পেছু পেছু ধায় ॥
দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলি অঙ্গ এলাইয়া।
নেচে নেচে যায় প্রভু প্রেমেতে মাতিয়া ॥
আধ নিমীলিত চক্ষে ঊর্দ্ধভাগে চায়।
আছাড় খাইয়া কভু পড়য়ে ধরায় ॥
হরিনামে মত্ত সবে কিবা নর নারী।
মত্ত হয়ে কুলবধূ ধায় সারি সারি ॥
হাজার হাজার লোক চলে চারি ভিতে।
আগে আগে প্রভু যান নাচিতে নাচিতে ॥
এইরূপে নাম করি দিবস কাটায়।
রায় সহ নিরজনে রজনী গোঁয়ায় ॥
একদিন মহাপ্রভু কৃষ্ণ অনুরাগে।
মহাবিষ্ণু ধরিতে ধাইলা আগে ভাগে ॥
কোন বাধা নাহি মানে অনুরাগে ধায়।
সম্মুখেতে আড়ি বাধি পড়িলা ধরায় ॥